নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২৩

<u>**প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের (এলডিডিপি) নিবিড় পরিবীক্ষণ**</u>

সূচিপত্রঃ

Acronyms and Abbreviations
শব্দকোষ (Glossary)

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ i

প্রথম অধ্যায় ১

প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ....................................... ১

১.১ প্রকল্পের পটভূমি ১

১.২ প্রকল্পের পরিচিতি....................................... ১

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা ১

১.৪ প্রকল্পের উপাদান/ কার্যাবলিসমূহ....................................... ১

১.৫ প্রকল্পের ফলাফল (Outcome) ২

১.৬ প্রকল্পের আউটপুট (Output)....................................... ২

১.৭ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও অর্থায়নের অবস্থা....................................... ৩

১.৯ প্রকল্পের টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসডিজি) এর সাথে সম্পৃক্ততা....................................... ৪

১.১০ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ততা....................................... ৪

১.১১ প্রকল্প এলাকা....................................... ৫

১.১২ প্রকল্পের লগফ্রেম....................................... ৬

১.১৩ প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান (Exit Plan)....................................... ৯

দ্বিতীয় অধ্যায়....................................... ১১

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ১১

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পটভূমি ১১

২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য ১১

২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের কর্মপরিধি....................................... ১১

২.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণের পদ্ধতি....................................... ১২

২.৪.১ কারিগরি পদ্ধতি ১৩

২.৪.২ বিশ্লেষণগত ফ্রেমওয়ার্ক....................................... ১৩

২.৪.৩ সমীক্ষার ধারণা (Conceptualization)....................................... ১৩

২.৫ কর্মপদ্ধতি (Methodology) ১৫

২.৫.১ প্রকল্প দলিলাদি পর্যালোচনা....................................... ১৫

২.৫.২ সমীক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন ১৫

২.৫.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণের নির্দেশক নির্বাচন ১৭

২.৫.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রশ্নমালা ও ছক....................................... ১৮

২.৫.৫ এলাকা নির্বাচন....................................... ১৮

২.৫.৬ নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি এবং নমুনা সংখ্যা....................................... ১৮

২.৫.৬.১ পরিমাণগত পদ্ধতি....................................... ১৮

২.৫.৬.২ গুণগত পদ্ধতি....................................... ১৯

২.৫.৭ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ২০

২.৫.৮ জরিপ পরিকল্পনা....................................... ২০

২.৫.৯ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ....................................... ২০

২.৫.১০ সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ....................................... ২১

২.৫.১১ সংগৃহিত তথ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ২১

২.৫.১২ সংগৃহিত তথ্যের ব্যবস্থাপনা এবং পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ....................................... ২২

২.৫.১৩ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা ২২
২.৫.১৪ প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং দাখিলকরণ ২২
২.৬ সময় ভিত্তিক পরিকল্পনার (Work Plan) ২২
তৃতীয় অধ্যায় ২৪
ফলাফল পর্যালোচনা ২৪
৩.১ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক হালনাগাদ অগ্রগতি ২৪
৩.২ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের পর্যালোচনা ২৮
৩.২.১ ক্রয় কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ২৮
৩.২.২ প্রকল্পের ডিপিপির সাথে ক্রয় কার্যক্রমের তুলনামূলক পর্যালোচনা ২৯
৩.৩ ক্রয় কার্যক্রমে উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইনস্ অনুসরণ সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা ৩৯
৩.৪ প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি (Monitoring) ৪৮
৩.৫ প্রকল্পের অডিট সম্পর্কিত তথ্য ৫১
৩.৬ প্রকল্পের আওতাধীন পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও খামার সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা ৫৩
প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণসমূহঃ ৬৮
প্রকল্প সংশোধনের কারণসমুহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো- ৬৮
প্রকল্পের Exit Plan সম্পর্কিত পর্যালোচনাঃ ৬৯
৩.৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অর্জন অবস্থা পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ ৬৯
৩.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ৭৩
৩.৯ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা পর্যবেক্ষণ ৭৪
৩.১০ প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ ও কার্যক্রম পর্যালোচনা ৭৬
৩.১১ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং নির্মাণ কাজের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ ৭৬
৩.১২ স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা ৮৪
৩.১৩ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) ৮৭
৩.১৪ নিবিড় আলোচনা (কেআইআই) ৮৯
চতুর্থ অধ্যায় ১০০
প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি পর্যালোচনা ১০০
৪.১ প্রকল্পের সবল বা ইতিবাচক দিক বিশ্লেষণ ১০০
৪.২ প্রকল্পের দুর্বল বা নেতিবাচক দিক বিশ্লেষণ ১০১
৪.৩ প্রকল্পের সুযোগ সমূহের বিশ্লেষণ ১০১
৪.৪ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ বিশ্লেষণ ১০২
পঞ্চম অধ্যায় ১০৩
প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ ১০৩
ষষ্ঠ অধ্যায় ১০৬
সুপারিশমালা ও উপসংহার ১০৬
৬.১ সুপারিশমালা ১০৬
৬.২ উপসংহার ১০৭
তথ্যসুত্র (References): ১০৮
পরিশিষ্ট ক নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাবলী ও চেকলিস্ট/ পরিবীক্ষণ ছক ১০৯

সারণি এবং চিত্রের তালিকাঃ

সারণির বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
সারণি ৩.১ বছর ভিত্তিক সংস্থান, বরাদ্দ, অবমুক্তি ও আর্থিক ব্যয়	২৪
সারণি-৩.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	২৫
সারণি ৩.৩ ক্রয় কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি	২৮
সারণি ৩.৪ প্রকল্পের (পণ্য) পরিকল্পনা পর্যালোচনা	২৯
সারণি ৩.৫ প্রকল্পের (কার্য ক্রয়) পরিকল্পনা পর্যালোচনা	৩৩
সারণি ৩.৬ প্রকল্পের (সেবা ক্রয়) পরিকল্পনা পর্যালোচনা	৩৬
সারণি ৩.৭ ক্রয় সংক্রান্ত নমুনা প্যাকেজ পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ	৩৯
সারণি ৩.৮ পিআইসি এবং পিএসসি সভা সংক্রান্ত তথ্য	৪৮
সারণি ৩.৯ প্রকল্পের পিআইসি সভার তথ্য	৪৮
সারণি ৩.১০ সর্বশেষ পিএসসি সভার তথ্য	৫০
সারণি ৩.১১ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ	৫১
সারণি-৩.১২ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারির শ্রেণী/ পিজি ক্যাটাগরিভিত্তিক বিভাজন	৫৩
সারণি ৩.১৩ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের পেশাভিত্তিক অবস্থা	৫৪
সারণি ৩.১৪ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে ধারনা	৫৪
সারণি ৩.১৫ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে খামার পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনের বিষয়ের উপর মতামত	৫৬
সারণি ৩.১৬ জরিপকৃত খামারিদের গবাদিপশু পাখির স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণের উপর মতামত	৫৯
সারণি ৩.১৭ গবাদিপশু/ পাখিকে প্রতিদিন কী কী খাদ্য দিয়ে থাকেন এ বিষয়ে মতামত	৫৯
সারণি ৩.১৮ জরিপকৃত খামারিদের গবাদিপশু পাখির সুপেয় পানি সরবরাহের উৎসের উপর মতামত	৬০
সারণি ৩.১৯ জরিপকৃত খামারিদের গবাদিপশু কী ধরণের রোগে আক্রান্ত হয়েছে তার উপর মতামত	৬১
সারণি ৩.২০ জরিপকৃত খামারিগণ গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা বাবদ কী কী পেয়েছেন এ ব্যাপারে মতামত	৬২
সারণি ৩.২১ জরিপকৃত খামারিগণ গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা বাবদ কতবার ভ্যাকসিন পেয়েছেন এ বিষয়ে মতামত	৬৩
সারণি ৩.২২ খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রকল্প থেকে কতদিন পর পর আসেন মতামত	৬৪
সারণি ৩.২৩ জরিপকৃত খামারিগণ পোল্ট্রির স্বাস্থ্যসেবা বাবদ কী কী পেয়েছেন এ ব্যাপারে মতামত	৬৫
সারণি ৩.২৪ পোল্ট্রির খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য কোন ফ্যাসিলিটেটর আসে কিনা মতামত	৬৫
সারণি ৩.২৫ পোল্ট্রির খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য এলইও/এলএফএ/এলএসপি আসার মতামত	৬৫
সারণি ৩.২৬ জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্পে থেকে পোল্ট্রির ফিড প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত	৬৬
সারণি ৩.২৭ খামারে উৎপাদিত পণ্য কোথায় বাজারজাতকরণ করেন এ ব্যাপারে মতামত	৬৬
সারণি ৩.২৮ খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সহায়তার ব্যাপারে মতামত	৬৬
সারণি ৩.২৯ প্রকল্পের (EAP) থেকে কোভিড-১৯ সময় প্রণোদনা প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত	৬৭

চিত্রের বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
চিত্র-২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের ধারণা	১৪
চিত্র-২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কাঠামো	১৬
চিত্র-৩.১ প্রকল্পের মে’২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি	২৪
চিত্র-৩.২ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের লিঙ্গভিত্তিক অবস্থা	৫৩
চিত্র ৩.৩ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির উপর মতামত	৫৪
চিত্র-৩.৪ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির উপর মতামত	৫৫
চিত্র-৩.৫ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্তির উপর মতামত	৫৫
চিত্র-৩.৬ জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণকালীন প্রাপ্ত ভাতার পরিমাণের উপর মতামত	৫৬
চিত্র-৩.৭ জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে পশুর স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য হেলথ কার্ড প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত	৫৭
চিত্র-৩.৮ জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে যন্ত্রপাতি প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত	৫৭
চিত্র-৩.৯ জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে যন্ত্রপাতি প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত	৫৭
চিত্র-৩.১০ জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিষয়ে মতামত	৫৮
চিত্র-৩.১১ জরিপকৃত খামারিদের গবাদিপশু/ পাখি কোথায় লালনপালন করেন এ বিষয়ে মতামত	৫৮
চিত্র-৩.১২ এ জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে গবাদিপশু/ পাখির জন্য সুষম খাদ্য প্রাপ্তির মতামত	৫৯
চিত্র-৩.১৩ জরিপকৃত খামারিদের গবাদিপশুকে কী পদ্ধতিতে প্রজনন কাজ সম্পন্ন করা হয় তার বিষয়ে মতামত	৬০
চিত্র-৩.১৪ জরিপকৃত খামারিদের পিজি সদস্য হওয়ার পর গবাদিপশু রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা মতামত	৬১
চিত্র-৩.১৫ - জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত	৬২
চিত্র-৩.১৬ প্রকল্পে থেকে বিনামূল্যে গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন কিনা এ বিষয়ে মতামত	৬৩
চিত্র-৩.১৭ গবাদিপশুর খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য এলইও/এলএফএ/এলএসপি আসে কিনা মতামত	৬৩
চিত্র-৩.১৮ জরিপকৃত খামারিদের পোল্ট্রি শেডের ধরনের উপর মতামত	৬৪
চিত্র-৩.১৯ এ জরিপকৃত খামারিগণ প্রকল্প থেকে পোল্ট্রির স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন কিনা মতামত	৬৪

Acronyms and Abbreviations

ADP	:	Annual Development Plan
AMR	:	Anti Microbial Resistance
BAU	:	Bangladesh Agricultural University
BDRI	:	Bangladesh Dairy Research Institute
BDDB	:	Bangladesh Dairy Development Board
BPRI	:	Bangladesh Poultry Research Institute
CSA	:	Climate Smart Agriculture
DLS	:	Department of Livestock Services
DPD	:	Deputy Project Director
DPP	:	Development Project Proposal
EAP	:	Emergency Action Plan
FFS	:	Farmers Field School
FAO	:	Food and Agriculture Organization
FGD	:	Focus Group Discussion
FO	:	Farmer's Organization
GOB	:	Government of Bangladesh
HACCP	:	HA Critical Control Point
ICB	:	International Competitive Bidding
ILM	:	Imporved Livestock Manure Management
IMED	:	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	:	Key Informant Interview
M&E	:	Monitoring & Evaluation
MoFL	:	Ministry of Fisheries and Livestock
MVC	:	Mobile Veterinery Clinic
NCB	:	National Competitive Bidding
PCR	:	Project Completion Report
PD	:	Project Director
PG	:	Producer Group
PIC	:	Project Implementation Committee
PIU	:	Project Implementation Unit
PPA	:	Public Procurement Act
PPR	:	Public Procurement Rules
PMC	:	Project Management Committee
PO	:	Producer Organization
PSC	:	Project Steering Committee
RDA	:	Rural Development Academy
RPA	:	Reimbursable Project Aid
SMFP	:	School Milk Fidding Program
SRS	:	Simple Random Sampling
OTI	:	Officer Training Institute
TC	:	Technical Committee
TMR	:	Total Mixed Ration
TOR	:	Terms of Reference
UNIDO	:	United Nations Industrial Development Organization
VMCC	:	Village Milk Collection Center
WB	:	World Bank

শব্দকোষ (Glossary)

১. **অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR):** অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক এবং পরজীবির মতো অণুজীবের ক্ষমতাকে বোঝায় যেগুলো তাদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ঔষধের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে। এটি একটি উল্লেখযোগ্য বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য উদ্বেগের কারণ। এটি অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল ঔষধের কার্যকারিতা হ্রাস করে, সংক্রমণের চিকিৎসা করা কঠিন করে তোলে এবং জটিলতা ও মৃত্যু ঝুঁকি বাড়ায়।

২. **সিমেন (Semen)**: সিমেন হল একটি জৈব শারীরিক তরল যা শুক্রাণু ধারণ করার জন্য তৈরি হয়, এটি পুরুষ বা হার্মাফ্রোডিটিক প্রাণির যৌন অঙ্গ দ্বারা নিঃসৃত হয়। এটি শুক্রাণু কোষ এবং সেমিনাল ফ্লুইড সহ বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। সিমেন পুরুষ প্রজনন ব্যবস্থা দ্বারা উৎপাদিত হয় এবং নিষিক্তকরণের জন্য মহিলা প্রজনন সিস্টেমে শুক্রাণু সরবরাহের উদ্দেশ্যে কাজ করে।

৩. **রোগ (Disease):** রোগ হল একটি বিশেষ অস্বাভাবিক অবস্থা যা একটি জীবের সমস্ত বা অংশের গঠন বা কার্যকারিতাকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে এবং এটি কোন বাহ্যিক আঘাতের কারণে হয় না। রোগের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে, যেমন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক এবং পরজীবি সহ প্যাথোজেন। এই সংক্রামক এজেন্ট শরীরে আক্রমণ করতে পারে, স্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত করতে পারে এবং অসুস্থতার কারণ হতে পারে। উপরন্তু, রোগগুলো জেনেটিক মিউটেশন, পরিবেশগত কারণ, জীবনধারা পছন্দ, বা এই কারণগুলো থেকে উদ্ভূত হতে পারে।

৪. **কৃত্রিম প্রজনন (Artificial Insemination):** কৃত্রিম প্রজনন (AI) হল একটি প্রজনন কৌশল যা যৌন মিলন ব্যতীত অন্য উপায়ে ভিভো ফার্টিলাইজেশনের মাধ্যমে গর্ভধারণের উদ্দেশ্যে একটি স্ত্রী পশুর জরায়ু বা জরায়ু গহ্বরে ইচ্ছাকৃতভাবে শুক্রাণু প্রবেশ করানো। এটি দুগ্ধজাত গবাদি পশু এবং শূকর সহ পশু প্রজননের জন্য এটি একটি সাধারণ চর্চা।

৫. **ব্যাকওয়ার্ড ব্রিডিংঃ** ব্যাকওয়ার্ড ব্রিডিং হলো একটি নির্মমূখী জেনেটিক প্রজনন। এর ফলে পশুর কৌলিতাত্বিক বিশুদ্ধতা হ্রাস পায় এবং পশুর আকার এবং উৎপাদন উভয়ই হ্রাস পায়। এর ফলে প্রাণির বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়।

৬. **SWOT বিশ্লেষণ**: SWOT বিশ্লেষণ হল একটি কৌশলগত পরিকল্পনা এবং কৌশলগত ব্যবস্থাপনার পন্থা যা একজন ব্যক্তি বা সংস্থাকে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা বা প্রকল্প পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি সনাক্ত করতে সাহায্য করে। একে ক্ষেত্র বিশেষে পরিস্থিতিগত মূল্যায়ন বা পরিস্থিতিগত বিশ্লেষণ বলা হয়।

৭. **সম্ভাব্যতা সমীক্ষা** (Feasibility Study): একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা হল একটি বিশ্লেষণ যা একটি প্রকল্পের সকল প্রাসঙ্গিক কারণগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত, পরিবেশগত, আইনগত ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একটি ব্যাপক গবেষণা যা একটি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করে।

৮. **ডাটাবেইজ** (Database): ডাটাবেইজ হল এমন একটি কাঠামো যা একাধিক ধরনের সত্তা, বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলী এবং সত্তা গুলোর মধ্যে সম্পর্ক সম্বলিত তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে। এতে বৈশিষ্ট্য এবং সূচীগুলোর জন্য ডেটা টাইপও রয়েছে।

৯. **ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম** (MIS): MIS হল একটি তথ্য ব্যবস্থা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এবং একটি সংস্থার তথ্যের সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ, বিশ্লেষণ এবং ভিজ্যুয়ালাইজেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

১০. **কৌশলগত পরিকল্পনা** (Strategic Planning): কৌশলগত পরিকল্পনা হল একটি সংস্থার বা প্রকল্পের কৌশল বা দিক নির্দেশ নির্ধারণ এবং এই কৌশল অনুসরণ করার লক্ষ্যে তার সম্পদের বরাদ্দের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়া।

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ সরকার দেশের উন্নয়নের মূল চালিকা হিসেবে কৃষির (শস্য, প্রাণিসম্পদ, বনজ এবং মৎস্য) উপর জোড় দিয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রধানত আধা-জীবিকা (Semi-subsistence) কৃষি থেকে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিকীকরণ কৃষির দিকে রূপান্তরের একটি ত্বরান্বিত প্রক্রিয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ২০১৬ ডাইনামিক্স অফ রুরাল গ্রোথ স্টাডি ইন বাংলাদেশ (ডিআরজি) এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট (বিডিইউ) উভয়ই প্রাণিসম্পদ এবং দুগ্ধজাত উপখাতকে কৃষি প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা হিসেবে নির্দেশ করে। খাদ্য নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য, মেধাবী জাতি গঠন ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় উন্নত ও মানসম্পন্ন প্রাণিসম্পদের ভূমিকা অসামান্য। তাই দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সরকার বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি ৪,২৮০,৩৬.৪৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিগত ২৯ মে ২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মার্কেট লিংকেজ ও ভ্যালুচেইন সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও বিপণন এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন।

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে আইএমইডি'র পরিপত্র অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এম আর কনসালট্যান্টস্ (MRC)কে পরামর্শক ফার্ম হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম প্রধানত প্রকল্পের দলিলাদি/ নথি পর্যালোচনা, ১০২০টি উপকারভোগী জরিপ, ৬৫টি নিবিড় আলোচনা এবং ১২টি দলগত আলোচনা (এফজিডি) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন এর উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এবং ডিপিপি অনুসারে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সম্পন্ন হয়েছে কি-না তা যাচাই করা হয়েছে এবং তাতে ব্যত্যয় ঘটে থাকলে প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে। নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণের পর প্রাপ্ত ফলাফল এর ভিত্তিতে বাস্তবভিত্তিক সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের মে'২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৪৭.০৮% এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪২.৬১% (আর্থিক ব্যয় ১,৮২,৩৮৯.২১ লক্ষ টাকা)। EAP এর আওতায় কোভিড-১৯ কালীন প্রণোদনায় ব্যয় (৭৫,২৮৪.৫৬ লক্ষ টাকা) ব্যতীত প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ২৫.০৩%। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিকল্পনা ছিল ২৮৭৫৯৫.৯১ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৬৭.১৯% এবং এর বিপরীতে এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১৬৩২৬৮.০০ লক্ষ টাকা যা ব্যয় পরিকল্পনার ৫৬.৭৭% কিন্তু জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্থ ব্যয় হয়েছে ১৪৫২১৪.০০ লক্ষ টাকা আরএডিপি বরাদ্দের ৮৮.৯৪%। ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দের (৭০৭০০.০০ লক্ষ) বিপরীতে মে' ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ৩৭,১৭৫.২১ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের তুলনায় (৫২.৫৮%)।

ডিপিপি'তে অনুমোদিত মোট প্যাকেজ সংখ্যা ২৮৬টি যার মধ্যে পণ্য ১০১টি, কার্য ১১৪টি ও সেবার ৭১টি (প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি) প্যাকেজ রয়েছে। পণ্য ক্রয়ের ১০১টি প্যাকেজের মধ্যে ৬৪টির ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৩টি প্যাকেজের টেন্ডার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কার্য প্যাকেজের মধ্যে ৭৭টির ক্রয় সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১৫টির টেন্ডার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেবা প্যাকেজের মধ্যে ৪২টির ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২টির টেন্ডার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিপিপিতে উল্লিখিত দরপত্র আহ্বানের তারিখ অনুযায়ী বাস্তবে দরপত্র আহ্বান করা হয়নি। ডিপিপিতে তালিকাভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যার অতিরিক্ত বেশ কিছু নতুন প্যাকেজ বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়, কিছু প্যাকেজকে বিভক্ত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেজে পরিণত করার ফলে পরিবর্তিত প্রাক্কলিত মূল্য সীমা অনুযায়ী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পরিবর্তিত হয় যা ডিপিপি-র সম্পূর্ণ ব্যত্যয়। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা কমিয়ে আনার ফলে বিভক্তিকৃত প্যাকেজগুলোর ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার ঘাটতি তৈরি হয়। এছাড়া, কোভিড কালীন সময়ে জরুরি কর্ম পরিকল্পনা (Emergency Action Plan) এর আওতায় ডিপিপি'তে সুনির্দিষ্ট প্যাকেজসমূহের বাইরে হোপ-এর অনুমোদনক্রমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭টি পণ্য ও ৮টি সেবা প্যাকেজ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নমুনা জরিপে ১০২০ জন পিজি সদস্যভুক্ত খামারির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, খামারিদের মধ্যে ৬১.৭% ডেইরি, ১২.০% গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ, ২.৩% মহিষ পালন, ৬.৭% ছাগল/ ভেড়া পালন, ১২.৮% দেশী বা পারিবারিক মুরগি এবং ৪.৬% পোল্ট্রি/লেয়ার/ হাঁস/ কোয়েল ইত্যাদি লালন পালন করছেন। বেশিরভাগ খামারি (৬০.২%) কৃষি কাজে জড়িত। অন্যান্যদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসা পরিচালনা করে আয় করে থাকেন। পিজি সদস্যভুক্ত সকল খামারি (১০০.০%) এক বা একাধিক বার বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। অধিকাংশ খামারিগণ (৯২.০%) প্রকল্প থেকে কোন যন্ত্রপাতি পায়নি। প্রকল্প থেকে শুধুমাত্র ক্রীম সেপারেটর মেশিন দেয়া হয়েছে যার বেশিরভাগ এখনোও ব্যবহার করতে পারেননি। খামারিদের অল্প সংখ্যক (মাত্র ৯.৪%) প্রকল্প থেকে গবাদিপশুর ৫০ কেজি দানাদার সুষম খাদ্য পেয়েছেন। অধিকাংশ খামারি (৭৯.০%) গবাদিপশুকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে

প্রজনন কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। সবচেয়ে বেশি খামারে (৫০.৪%) খুরারোগ/ এফএমডি/ মুখের লালা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। প্রকল্প থেকে অধিকাংশ খামারি (৯৮.২%) গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন এবং বেশিরভাগ খামারি (৯৭.৫%) প্রকল্প থেকে কৃমিনাশক ঔষধ এবং (৮৪.৭%) ভ্যাকসিন পেয়েছেন। জরিপকৃত খামারিগণ প্রকল্প থেকে কোন পোল্ট্রির খাদ্য পাননি এবং অল্প সংখ্যক (২৯.৮%) খামারি প্রকল্পের (EAP) থেকে কোভিড-১৯ কালীন সময়ে প্রণোদনা পেয়েছেন।

প্রকল্পের সবল দিকসমূহের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের সংস্থান, পর্যাপ্ত জনবলের সংস্থান, প্রকল্পের সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ সুবিধা, লাইভস্টক ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি। প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবভিত্তিক নয় ফলে প্রকল্পের অগ্রগতি খুবই কম। উপকারভোগী নির্বাচনে অসমতা, সকল পিজি অনুমোদন না হওয়া, যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা, কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে জড়তা, কর্মী ঝড়ে পড়া ইত্যাদি। ঝুঁকিসমূহের মধ্যে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির ব্যবহার, পিজির স্থায়িত্বকরণ, ব্যাকওয়ার্ড ব্রিডিং, ম্যাচিং গ্রান্ট বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

প্রকল্পের অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম। প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমে কিছু প্যাকেজ বিভক্তির ফলে ক্রয় পরিকল্পনায় অতিরিক্ত কিছু নতুন প্যাকেজ সংযুক্ত হয় যা অনুমোদিত ডিপিপি-র তালিকাভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এছাড়া, কোভিডকালীন সময়ে জরুরি কর্ম পরিকল্পনার আওতায় হোপ এর অনুমোদনক্রমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭টি পণ্য ও ৮টি সেবা প্যাকেজ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। কিছু সংখ্যক প্যাকেজের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে উল্লিখিত ক্রয় পদ্ধতি এবং চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের সাথে বাস্তবিক ক্রয় প্রক্রিয়ার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। জরিপকৃত খামারিদের মধ্যে ৮.০% প্রকল্প থেকে শুধুমাত্র ক্রীম সেপারেটর মেশিন পেয়েছেন যার বেশিরভাগ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবে এখনোও ব্যবহার করতে পারেননি। প্রকল্প থেকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে যেসকল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে তার বেশিরভাগ প্যাকেটজাত/ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এপ্রিল'২০২৩ পর্যন্ত মাত্র ৮টি পিআইসি সভা এবং মাত্র ৬টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিপত্র অনুযায়ী ২৬টি পিআইসি ১৭টি পিএসসি সভা হওয়া প্রয়োজন ছিল। বিগত ৪ (চার) অর্থবছরে FAPAD কর্তৃক প্রকল্পের অডিটে মোট ২৮টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় যার মধ্যে ২টি আপত্তির নিষ্পত্তি হয়েছে এবং বাকি ২৬টি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। ২৬টি অডিট আপত্তির মোট আর্থিক সংশ্লিষ্টতা টাকা ১৩৫১৬.৬৬ লক্ষ, ইউএসডি ২.৭৪৬ লক্ষ এবং ইউরো ০.৩৮৭ লক্ষ। করোনাকালে মাঠ পর্যায়ে চলাচলে সীমাবদ্ধতার কারণে পিজি গঠনে বিলম্ব এবং কিছু প্রশিক্ষণ মডিউল সময়মত তৈরি না হওয়ায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করতে বিলম্ব হয়। আন্তর্জাতিক পরামর্শক সংস্থা যথাসময়ে নিয়োগ প্রদান না করায় এবং বিভিন্ন ধরনের উপকরণ মাঠ পর্যায়ে সময়মত সরবরাহ না করা ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান না করায় অব্যবহৃত থাকা। প্রকল্পের পরামর্শক এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে কিছুটা সমন্বয়হীনতা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে প্রয়োজনীয় মনিটরিং এর অভাবে প্রকল্পের কাংখিত অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ - অবশিষ্ট সময়ের জন্য একটি সংশোধিত এবং বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে সে অনুপাতে বাস্তবায়ন কাজ ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা; গবাদি পশুর খাদ্য চাহিদা পুরণের জন্য প্রকল্প থেকে উন্নত জাতের ঘাসের বীজ/ কাটিং সরবরাহ এবং সাইলেজ/ হে/ পুষ্টি সমৃদ্ধ পশুখাদ্য তৈরির প্রশিক্ষণ জোড়দার করা; প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা অতীব জরুরি; কর্মকর্তাদের ফিল্ড মনিটরিং জোড়দার করা এবং গবাদি পশু পাখির জরুরি/ তাৎক্ষনিক চিকিৎসা নিশ্চিত করা; ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্যাকেজের বিভাজন পরিহার করে ডিপিপি-তে উল্লিখিত ক্রয় পদ্ধতি এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে প্রতিপালন করে সকল ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা; অতিসত্বর প্রকল্পের ফেইজ আউট প্লান করা জরুরি; নিয়মিত পিআইসি এবং পিএসসি সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করা; দুধ উৎপাদন খামারিদের দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সাথে কার্যকরী সংযোগ স্থাপন জরুরি; দেশি মুরগি পালনে উন্নত ব্যবস্থাপনা কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ জোড়দার করা; উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ভ্যালু চেইনের কোন নির্দিষ্ট জায়গায় সহযোগিতা দরকার তার ব্যবস্থা করা সমীচীন হবে; পরামর্শকগণের কার্য পরিধি পুনঃপর্যালোচনা করে দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ এবং ইনপুট সমন্বয়করণ যাতে ফলপ্রসূ আউটপুট নিশ্চিত করা যায়; এবং অবকাঠামো নির্মাণকালীন প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেস্ট করে এর গুণগতমান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে অবশিষ্ট কাজগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে। প্রকল্প মেয়াদের পরবর্তী সময়ে উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সরঞ্জামাদি বিতরণ, খামারিদের প্রশিক্ষণ ও সার্বিক সহযোগীতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা যাতে সৃষ্ট সুবিধাদি অব্যাহত থাকে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ

১.১ প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশ সরকার দেশের উন্নয়নের মূল চালিকা হিসেবে কৃষির (শস্য, প্রাণিসম্পদ, বনজ এবং মৎস্য) উপর জোড় দিয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রধানত আধা-জীবিকা কৃষি (Semi-subsistence Agriculture) থেকে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিকীকরণ কৃষির দিকে রূপান্তরের একটি ত্বরান্বিত প্রক্রিয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। বিশ্বব্যাংকের ২০১৬ ডাইনামিক্স অফ রুরাল গ্রোথ স্টাডি ইন বাংলাদেশ (ডিআরজি) এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট (বিডিইউ) উভয়ই প্রাণিসম্পদ এবং দুগ্ধজাত উপখাতকে কৃষি প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা হিসেবে নির্দেশ করে। খাদ্য নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য, মেধাবী জাতি গঠন ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় উন্নত ও মানসম্পন্ন প্রাণিসম্পদের ভূমিকা অসামান্য। দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে তাই সরকার বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১৯-২০২৩) প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) গ্রহণ করেছে। দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের সর্ববৃহৎ এ উন্নয়ন প্রকল্পে যৌথভাবে অর্থায়ন করছে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ৪,২৮০ কোটি ৩৬ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের এ প্রকল্পটি দেশের ৬১টি জেলার ৪৬৫টি উপজেলায় (৩টি পার্বত্য জেলা ও উপজেলা ব্যতীত) বাস্তবায়ন করছে।

১.২ প্রকল্পের পরিচিতি

ক)	প্রকল্পের নাম	:	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)।
খ)	প্রকল্পের অবস্থান	:	বাংলাদেশের ৬১ জেলার ৪৬৫টি উপজেলা।
গ)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
ঘ)	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
ঙ)	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত।
চ)	অনুমোদিত ব্যয়	:	৪২৮০৩৬.৪৮ লক্ষ টাকা।

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা

সামগ্রিক উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মার্কেট লিংকেজ ও ভ্যালুচেইন সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও বিপণন এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

১) উন্নত ও পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদানের মাধ্যমে খামারি/ পারিবারিক পর্যায়ে পশু-পাখির উৎপাদনশীলতা কমপক্ষে ২০% বৃদ্ধি করা;

২) খামারিদের নিয়ে ৫,৫০০টি প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদনকারী সংগঠন তৈরি এবং তাদেরকে পণ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে বাজার সংযোগ ও মূল্য শৃঙ্খল (মার্কেট লিংকেজ ও ভেলু চেইন) ব্যবস্থা উন্নত করা;

৩) নীতিমালা প্রণয়ন, দক্ষতা অর্জন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা:

৪) নিরাপদ প্রাণি, পশুখাদ্য ও প্রাণিজাত খাদ্যপণ্য উৎপাদন এবং মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নত করা; এবং

৫) প্রাণিসম্পদের টেকসই উন্নয়ন, জ্ঞান সম্প্রসারণ ও প্রাণিবীমা চালুর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

১.৪ প্রকল্পের উপাদান/ কার্যাবলিসমূহ

প্রকল্পের কর্মপরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত ও বহুমুখী। প্রকল্পের উপাদানসমূহ (কম্পোনেন্ট ও সাব-কম্পোনেন্ট) নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

কম্পোনেন্ট-১: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

১-১: প্রোডিউসার গ্রুপ/ অর্গানাইজেশনগুলোকে সহায়তা প্রদান

১-২: প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান

কম্পোনেন্ট-২: বাজার সংযোগ ও মূল্য শৃঙ্খল ব্যবস্থা

২-১: প্রোডাক্টিভ পার্টনারশীপের মাধ্যমে বাজার সংযোগ স্থাপন

২-২: মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়নে জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ

২-৩: পুষ্টি বিষয়ে ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি

কম্পোনেন্ট-৩: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহিষ্ণু উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন

৩-১: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নলেজ প্লাটফর্ম স্থাপন

৩-২: খাদ্য নিরাপত্তা এবং গুণগতমান নিশ্চিতকরণ

৩-৩: প্রাণিসম্পদ ঝুঁকি প্রশমন

৩-৪: আকস্মিক দুর্যোগে জরুরি প্রতিক্রিয়া

কম্পোনেন্ট-৪: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৪-১: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন।

১.৫ প্রকল্পের ফলাফল (Outcome)

১. কৃষকরা CSA নীতি অনুসরণ করে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে; প্রতি কেজি দুধ বা মাংসের GHG নির্গমন ৩০% এর নিচে আনা ।
২. সরাসরি উপকারভোগীদের দ্বারা দুগ্ধ ও গবাদিপশু, ছোট রুমিন্যান্ট এবং হাঁস-মুরগির লক্ষ্যভুক্ত প্রজাতির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
৩. প্রকল্প এলাকায় বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি বাস্তব-মূল্যে ক্রমবর্ধমান বিক্রয়ে প্রতিফলিত হওয়া।
৪. দুগ্ধ, মাংস বা হাঁস-মুরগির উৎপাদক সংস্থাগুলিকে সুবিধা দেওয়া এবং প্রকল্প এলাকায় চালু রাখা।
৫. কৃষক এবং ভেল্যুচেইন এক্টরগণের নির্বাচিত ঝুঁকিগুলোর প্রতি স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করার জন্য অনুশীলনগুলো গ্রহণ করা।
৬. প্রাণিসম্পদ ঝুঁকি প্রশমন পণ্য এবং পরিষেবা প্রকল্প এলাকায় বিকশিত এবং অনুশীলন করা ।

১.৬ প্রকল্পের আউটপুট (Output)

কম্পোনেন্ট-১: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

- খামারিদের/ কৃষকদের PO/FO এর অধীনে সংগঠিত করা এবং দক্ষতা উন্নত করা ।
- কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের বিকাশ।
- প্রাণিসম্পদ পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস, CSA প্রযুক্তি বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি।
- LSP-এর দক্ষতা বৃদ্ধি।
- পশুরোগের প্রকোপ হ্রাস।
- উৎপাদন ব্যবস্থা আরোও স্বাস্থ্যকর হওয়া।

কম্পোনেন্ট ২: মার্কেট লিঙ্কেজ এবং ভ্যালু-চেইন ডেভেলপমেন্ট

- দুধ এবং মাংসের মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়ন এবং পণ্য বৈচিত্র্যময় হওয়া।
- নতুন প্রতিষ্ঠিত জবাইখানা থেকে নিরাপদ মাংস উৎপাদন।
- নতুন ফিড উদ্যোক্তা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উদ্যোক্তা গড়ে তোলা।

- দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা।
- উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে প্রশিক্ষণ ও সেবা সুবিধা এবং ওটিআই আধুনিকায়ন।
- VMCC, ডেইরি হাব, দুধ প্রক্রিয়াকরণ/কুলিং প্ল্যান্ট, ফিড প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা প্রতিষ্ঠিত।
- ভোক্তাদের সচেতনতা এবং নির্বাচিত স্কুল শিক্ষার্থীদের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন।

কম্পোনেন্ট ৩: প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করা

- খামারিদের উন্নত পশু চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি।
- কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন।
- বিডিআরআই, বিডিডিবি, বিপিআরআই, টিএমআর-এর সম্ভাব্যতা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি।
- খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রক বিষয়গুলিতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন।
- বীমার মাধ্যমে গবাদি পশু সম্পর্কিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ।

কম্পোনেন্ট ৪: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন

- প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এবং পিআইইউ প্রতিষ্ঠা।
- পিএসসি, পিআইসিসহ অন্যান্য কমিটি সক্রিয় থাকা।
- নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

১.৭ প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও অর্থায়নের অবস্থা

প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও অর্থায়নের অবস্থা নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, মেয়াদ বৃদ্ধি ও অর্থায়নের অবস্থা :

অনুমোদন পর্যায় ও অনুমোদন তারিখ	মেয়াদ	অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অর্থায়ন		
			জিওবি (লক্ষ টাকায়)	আরপিএ (লক্ষ টাকায়)	নিজস্ব (লক্ষ টাকায়)
মূল অনুমোদিত (তারিখঃ ২২/১১/২০১৮)	১ জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ৩১ মার্চ, ২০২৩	৪২৮০৩৬.৪৮	৩৯৪৬৩.৪১	৩৮৮৫৭৩.০৭	-

উৎস: ডিপিপি

১.৮ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও সংস্থানঃ

অর্থ বছর	**জিওবি (FE) (লক্ষ টাকায়)**	**পিএ**		**মোট** (লক্ষ টাকায়)
		আরপিএ (লক্ষ টাকায়)	ডিপিএ	
১	২	৩	৪	৫
২০১৮-১৯	৩৯০৮.৭৪	৭২১২.৭২	০০	১১১২১.৪৬
২০১৯-২০	৭৯২৯.৩৪	৭৭৪৯৫.৭২	০০	৮৫৪২৫.০৬
২০২০-২১	৮১২২.৫১	৮৯১০৫.৫২	০০	৯৭২২৮.০৩
২০২১-২২	৭৭৩৯.৩৪	৮৬০৮২.০২	০০	৯৩৮২১.৩৬
২০২২-২৩	৭৯৯০.০১	৮৬১৫৩.০৫	০০	৯৪১৪৩.০৬
২০২৩-২৪	৩৭৭৩.৪৭	৪২৫২৪.০৪	০০	৪৬২৯৭.৫১
সর্বমোট	**৩৯৪৬৩.৪১**	**৩৮৮৫৭৩.০৭**	**০০**	**৪২৮০৩৬.৪৮**

উৎস: ডিপিপি

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে পরিশিষ্ট খ -তে দেওয়া হয়েছে।

১.৯ প্রকল্পের টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা (এসডিজি) এর সাথে সম্পৃক্ততা

উল্লিখিত প্রকল্প টেকসই উন্নয়নের যে অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পর্কিত তা সুনির্দিষ্ট সূচকসহ নিম্নে বর্ণিত হলো –

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২ - ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২.৩ - ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী, বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপাখি পালনকারী ও মৎস্যচাষীদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা এবং এই লক্ষ্যে ভূমি, অন্যান্য উৎপাদনশীল সম্পদ ও উপকরণ, জ্ঞান, আর্থিক সেবা, বিপণন, মূল্য সংযোজনের সুযোগ ও কৃষি-বহির্ভূত কর্মসংস্থানে তাদের নিরাপদ (সুরক্ষিত) ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা সহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৯ - শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৯.২ - অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং জাতীয় পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মসংস্থান ও জিডিপিতে শিল্পখাতের অংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এই খাতের অবদান দ্বিগুণ করা।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৯.৩ - বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায়িক উদ্যোগের অনুকূলে আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানো এবং স্বল্পসুদে ঋণদানসহ সমন্বিত মূল্যশৃঙ্খল ও বাজারে এদের অঙ্গীভূত করা।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের ক্ষেত্রে দেশের আভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অত্যন্ত অপরিহার্য যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে এবং একই সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে পুরুষ, মহিলা এবং যুবকদের আয় বৃদ্ধি করবে এবং দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প” বাস্তবায়নের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রার সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১.১০ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ততা

অষ্টম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে কৃষি খাতকে শক্তিশালী করার বিষয়ে পার্ট ২ এর সেক্টর -৪ (কৃষি) অধ্যায়- ৪ এ বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চ বার্ষিক কৌশলের অধীনে কৃষি খাতের বিভিন্ন ক্যাটাগরির মধ্যে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি হিসাবে বিবেচিত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে যা থেকে উত্তরণের জন্য উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োজন। বাংলাদেশের জিডিপিতে ১৪.২২ ভাগ আসে কৃষি থেকে, তাই দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক অগ্রগতি কেবল তখনই সম্ভব যখন কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাপক উন্নয়ন করা সম্ভব। শুধু গবেষণা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলে এর ফলাফল কৃষক পর্যায়ে পৌঁছাবে না। তাই কৃষিখাতের গবেষণাকে কৃষকের মাঝে সম্প্রসারণ করতে হবে। বর্তমান প্রকল্পটির আওতায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়নের মাধ্যমে প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মার্কেট লিংকেজ ও ভ্যালুচেইন সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও বিপণন এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং অন্যদিকে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালি করতে সহায়তা করবে যা অষ্টম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

১.১১ প্রকল্প এলাকা

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৬১টি জেলার ৪৬৫ টি উপজেলাতে অবস্থিত ।

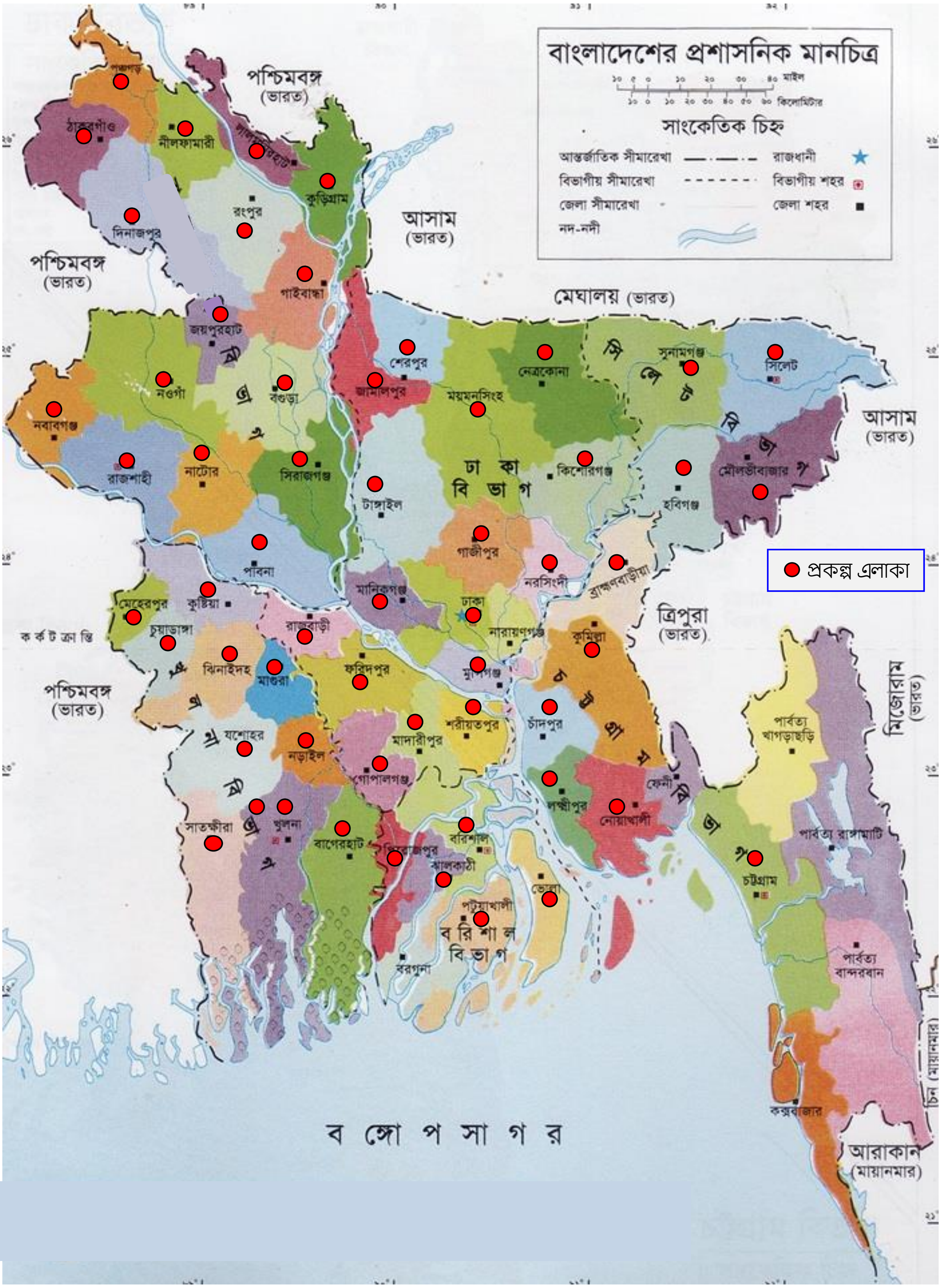

চিত্র-১ : বাংলাদেশের মানচিত্রে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের অবস্থান।

১.১২ প্রকল্পের লগফ্রেম

প্রকল্পের লগফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাই মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
লক্ষ্য (Goal)			
▪ একটি প্রাণবন্ত, টেকসই এবং জলবায়ু সহিষ্ণু দুগ্ধ এবং মাংস শিল্প সৃষ্টি যার মাধ্যমে জাতির পুষ্টি, পরিবেশ এবং ব্যবসায়িক সাফল্য লাভে সক্ষমতা অর্জন।	▪ উৎপাদিত পশুর মাংসের প্রাপ্যতা এবং ভোগ বৃদ্ধি। ▪ উৎপাদক এবং ভোক্তাদের মধ্যে আরোও শক্তিশালী যোগসূত্র স্থাপন। ▪ গুঁড়া দুধের আমদানি প্রবণতা হ্রাস।	▪ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ▪ বিবিএস রিপোর্ট ▪ HIES সমীক্ষা রিপোর্ট ▪ প্রকল্প ওয়েবসাইট ▪ APA রিপোর্ট	
উদ্দেশ্য (Purpose)			
▪ দুগ্ধ এবং মাংসের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার জন্য পশ্চাৎ (backward) ও সম্মুখস্থ (forward) সংযোগ (linkage) উভয়ের উন্নয়ন। ▪ বর্ধিত বাজার প্রবেশাধিকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা। ▪ ASP এর ভোগ বৃদ্ধি। ▪ শক্তিশালী জলবায়ু সহিষ্ণু উৎপাদন এবং নিরাপদ পণ্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির প্রচলন।	▪ দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনশীলতা ২০ % বৃদ্ধি। ▪ ৫৫০০ জন খামারি/ উৎপাদনকারী দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ খামারির সাথে প্রতিষ্ঠানের সংযোগ। ▪ দুগ্ধ ও মাংস প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিতরণ স্থির শৃঙ্খল ব্যবস্থার অধীনে আসা। ▪ কাঙ্ক্ষিত খামারের পশুদের মধ্যে কার্বন ফুট প্রিন্ট ১০% কমে যাওয়া।	▪ আইএমইডি (IMED) প্রতিবেদন ▪ মাসিক এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ▪ প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন ▪ DLS বার্ষিক প্রতিবেদন ▪ প্রকল্প ওয়েবসাইট ▪ ভৌত পরিদর্শন এবং নিরীক্ষা ▪ ব্যক্তিগত বা দাপ্তরিক যোগাযোগ	▪ প্রকল্পের যথাসময়ে অনুমোদন। ▪ যথাসময়ে PMU প্রতিষ্ঠা এবং এর কার্যকারিতা। ▪ স্টেকহোল্ডারগণ সঠিকভাবে অনুপ্রাণিত এবং তদনুসারে অবগত।
আউটপুট (Output) – অঙ্গ-ভিত্তিক আউটপুটসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো			
কম্পোনেন্ট-ক: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ▪ খামারিরা PO/FO এর অধীনে সংগঠিত এবং দক্ষতা বৃদ্ধি। ▪ কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের বিকাশ। ▪ প্রাণিসম্পদ পরিষেবাগুলিতে প্রবেশ, CSA প্রযুক্তি বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি। ▪ LSPs এর দক্ষতা বৃদ্ধি। ▪ পশুরোগের প্রকোপ হ্রাস। ▪ উৎপাদন ব্যবস্থা আরোও স্বাস্থ্যকর হওয়া।	▪ ৫০% যৌথ অথবা বাক্তিগত দক্ষতার উন্নতি পরিলক্ষিত – ২০১৯ সালের মধ্যে ১১০০ টি POs/FOs, ২০২০ সালের মধ্যে ২২০০ টি POs/FOs, ২০২১ সালের মধ্যে ৩৩০০ টি POs/FOs, ২০২২ সালের মধ্যে ৪৪০০ টি POs/FOs এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ৫৫০০ টি POs/FOs। ▪ ২০২৩ সালের মধ্যে ৪৬৫০ জন কৃষি উদ্যোক্তা বিভিন্ন ব্যবসায় সক্রিয়। ▪ পশু উৎপাদন প্রতি বছর ৫-৭% বৃদ্ধি। ▪ প্রতি বছর LSPs এর দক্ষতা ৫-১০% বৃদ্ধি। ▪ প্রকল্পের সুবিধাভোগী খানার পশু রোগ বছরে ৫-১০% হ্রাস। ▪ এলডিডিপি-এর সমাপ্তির পর নিরাপদ দুগ্ধ এবং মাংস/পণ্যের প্রাপ্যতা ১০% বৃদ্ধি।	▪ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ▪ আইএমইডি (IMED) প্রতিবেদন ▪ মাসিক এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ▪ প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন ▪ DLS বার্ষিক প্রতিবেদন ▪ ভৌত পরিদর্শন এবং নিরীক্ষা ▪ ব্যক্তিগত বা দাপ্তরিক যোগাযোগ	▪ স্টেকহোল্ডারগণ সঠিকভাবে অনুপ্রাণিত এবং তদনুসারে অবগত। ▪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ▪ প্রকল্প জনবল/ফার্মের সঠিক সময়ে নিয়োগ। ▪ সময়মত খামারিদের সহায়তা সামগ্রী বিতরণ।
কম্পোনেন্ট-খ: বাজার সংযোগ ও মূল্য শৃঙ্খল ব্যবস্থা ▪ দুধ এবং মাংসের মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়ন এবং বৈচিত্র্যময় পণ্য ▪ নতুন প্রতিষ্ঠিত জবাইখানা থেকে নিরাপদ মাংস উৎপাদন। ▪ নতুন ফিড উদ্যোক্তা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উদ্যোক্তা	▪ ২০২১ সালের মধ্যে বাজারে নতুন দুগ্ধ ও মাংসের পণ্য প্রাপ্তি। ▪ ২০২৩ সালের মধ্যে নির্বাচিত এলাকায় নিরাপদ মাংসের প্রাপ্যতা ৫০% বৃদ্ধি। ▪ ৭৬০টি ফিড উদ্যোক্তা এবং ১০টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ২০২২ সালের মধ্যে সক্রিয়। ▪ দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত।	▪ মাসিক এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ▪ প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন ▪ DLS বার্ষিক প্রতিবেদন ▪ প্রকল্প ওয়েবসাইট ▪ ভৌত পরিদর্শন এবং নিরীক্ষা ▪ PMU প্রতিবেদন	▪ সঠিক সময়ে পণ্য, কার্য এবং সেবা সংগ্রহ। ▪ স্টেকহোল্ডারগণ সঠিকভাবে অনুপ্রাণিত এবং তদনুসারে অবগত। ▪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ▪ সঠিক সময়ে

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাই মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
গড়ে তোলা। ▪ দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা। ▪ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে প্রশিক্ষণ ও সেবা সুবিধা এবং ওটিআই আধুনিকায়ন। ▪ VMCC, দুগ্ধ হাব, দুধ প্রক্রিয়াকরণ/ কুলিং প্ল্যান্ট, ফিড প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা প্রতিষ্ঠিত। ▪ ভোক্তাদের সচেতনতা এবং নির্বাচিত স্কুল শিক্ষার্থীদের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন।	▪ নির্বাচিত ULO এবং OTI-এর সেবা প্রদানের দক্ষতা প্রতি বছর ৫-৭% বৃদ্ধি। ▪ নির্বাচিত এলাকার উৎপাদনকারীর ভাল দামে ৩০-৫০% বেশি প্রবেশাধিকার প্রাপ্তি। ▪ নির্বাচিত স্কুল শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধিতে বাধা, স্বাস্থ্যহানী এবং ওজন ঘাটতি ২০% হ্রাস এবং মেধা স্কোর উন্নয়ন।		স্থানীয় সরকার বিভাগ/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে সহযোগিতা প্রাপ্তি। ▪ দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ খামারির সক্রিয় অংশগ্রহণ।
কম্পোনেন্ট-গ: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থা ▪ খামারিদের উন্নত পশুচিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি। ▪ কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন। ▪ বিডিআরআই, বিডিডিবি, বিপিআরআই, টিএমআর-এর সম্ভাব্যতা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি। ▪ খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রক বিষয়গুলোতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন। ▪ বীমার মাধ্যমে গবাদি পশু সম্পর্কিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ।	▪ উন্নত পশুচিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি প্রতি বছর ৫% উন্নীত। ▪ DLS কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা প্রতি বছর ১০% উন্নীত। ▪ নীতি নির্ধারকরা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। ▪ মূল্য শৃঙ্খল-ভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রতি বছর ৫% বৃদ্ধি। ▪ প্রাণিসম্পদ খামারিরা ০.৫ লাখ গবাদি পশু ২০২২ সালের মধ্যে এবং আরোও ০.৫ লাখ ২০২৩ সালের মধ্যে বীমাকৃত।	▪ আইএমইডি (IMED) প্রতিবেদন ▪ প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন ▪ DLS প্রতিবেদন ▪ প্রকল্প ওয়েবসাইট ▪ ভৌত পরিদর্শন এবং নিরীক্ষা ▪ ব্যক্তিগত বা দাপ্তরিক যোগাযোগ	▪ সঠিক সময়ে পণ্য, কার্য এবং সেবা সংগ্রহ। ▪ স্টেকহোল্ডারগণ সঠিকভাবে অনুপ্রাণিত এবং তদনুসারে অবগত। ▪ যথাসময়ে BFID/IDRA/SBC ইত্যাদির অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা। ▪ যথাসময়ে প্রাসঙ্গিক নীতি এবং আইনের কার্যকরী বিবৃতি।
কম্পোনেন্ট-ঘ: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ▪ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এবং পিআইইউ প্রতিষ্ঠা। ▪ PSC, PIC এবং অন্যান্য কমিটি সক্রিয় থাকা। ▪ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	▪ PMU এবং PIU সক্রিয়। ▪ তফসিল অনুযায়ী, কমিটির সভা অনুষ্ঠিত এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত। ▪ এই খাতে প্রায় ৩০০০ জন নতুন জনশক্তির সেবা প্রদান।	▪ ভৌত পরিদর্শন এবং নিরীক্ষা ▪ বিভিন্ন ভাল অভ্যাস উপর মুদ্রিত উপকরণ ▪ প্রকল্পের বিভিন্ন মিটিং-এর মিনিটস	▪ যথাসময়ে প্রকল্প অনুমোদন এবং তহবিল ছাড়। ▪ সময়মত নিয়োগ এবং সংগ্রহ। ▪ স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় এবং সম্প্রীতি।
ইনপুট (Input) – অঙ্গ-ভিত্তিক ইনপুটসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো			
কম্পোনেন্ট-ক: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ▪ খামারি/ উৎপাদনকারী সংগঠন (FOs/POs) এবং Farmers Field School (FFS) প্রতিষ্ঠা এবং চালুকরণ। ▪ খামারি/ উদ্যোক্তারা খামার ব্যবসার উন্নয়নে প্রশিক্ষিত। ▪ প্রাণিসম্পদ সেবা, CSA প্রযুক্তি এবং চর্চায় খামারিদের অ্যাক্সেস বৃদ্ধি। ▪ LSP নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ সম্পন্নকরণ এবং LSP কর্তৃক সেবা প্রদান।	▪ POs/FOs প্রতিষ্ঠা - ২০১৯ সালের মধ্যে ১১০০ টি, ২০২০ সালের মধ্যে ২২০০ টি, ২০২১ সালের মধ্যে ৩৩০০ টি, ২০২২ সালের মধ্যে ৪৪০০ টি এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ৫৫০০ টি। ▪ কৃষক প্রশিক্ষণ ২০ -১৯ সালের মধ্যে ২২০০সালের মধ্যে ২০২০ ,জন ১১০০ জন, ২০২১ সালের মধ্যে ৩৩০০ জন, ২০২২ সালের মধ্যে ৪৪০০ জন এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ৫৫০০ জন। ▪ বিভিন্ন প্রযুক্তির জন্য ডেমো ২০২০ সালের মধ্যে ৫০% এবং ২০২১ সালের মধ্যে ১০০% প্রয়োগ। ▪ ২০১৯ সালের মধ্যে ২১০০ LSP এবং ২০২০ সালের মধ্যে ৪২০০ LSP	▪ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ▪ আইএমইডি (IMED) প্রতিবেদন ▪ মাসিক এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ▪ প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন ▪ বাৎসরিক প্রতিবেদন ▪ DLS প্রতিবেদন ▪ প্রকল্প ওয়েবসাইট ▪ ভৌত পরিদর্শন এবং নিরীক্ষা ▪ ব্যক্তিগত বা দাপ্তরিক যোগাযোগ	▪ অর্থ প্রাপ্যতা এবং সময়মত ছাড়। ▪ সঠিক সময়ে পণ্য, কার্য এবং সেবা সংগ্রহ। ▪ স্টেকহোল্ডারগণ সঠিকভাবে অনুপ্রাণিত এবং তদনুসারে অবগত। ▪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ▪ প্রকল্প জনবল/ ফার্মের সময়মত নিয়োগ।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাই মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
▪ ক্রমবর্ধমান রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং অব্যাহত কার্যক্রম । ▪ কৃষক উদ্যোক্তাদের সহায়তা সামগ্রী সংগ্রহ এবং বিতরণ।	প্রশিক্ষিত। ▪ ২০১৯ সালের মধ্যে ১৬০০টি, ২০২০ সালের মধ্যে ৩২০০টি, ২০২১ সালের মধ্যে ৪৮০০টি, ২০২২ সালের মধ্যে ৬৪০০টি এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ৮০০০টি টিকাদান ক্যাম্প বাস্তবায়ন। ▪ সেবা সরঞ্জাম ক্রয় ২০২১ সালের মধ্যে সম্পন্ন।		
কম্পোনেন্ট-খ: বাজার সংযোগ ও মূল্য শৃঙ্খল ব্যবস্থা। ▪ মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়নের জন্য খামারিউদ্যোক্তাদের / সহযোগিতা প্রদান। ▪ নির্বাচিত মেট্রো এবং জেলা পর্যায়ে আধুনিক পশু জবাই সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা। ▪ জলবায়ুসহিষ্ণু সার ব্যবস্থাপনা উদ্যোক্তা এবং ফিড উদ্যোক্তা সৃষ্টি। ▪ দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা। ▪ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস ও ওটিআই-এ প্রশিক্ষণ ও সেবা সুবিধা উন্নয়ন। ▪ VMCC, দুগ্ধ কেন্দ্র, দুধ প্রক্রিয়াকরণ/কুলিং প্ল্যান্ট, ফিড প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা, ইত্যাদি স্থাপন। ▪ নির্বাচিত স্কুলসমূহে নিরাপদ ও পুষ্টিকর দুগ্ধজাত পণ্যের প্রসার ও প্রদর্শনী।	▪ ৩টি আধুনিক জবাইখানা এবং ২০টি জেলা পর্যায়ের জবাইখানা স্থাপন - ২০২০ সালের মধ্যে ২৫%, ২০২১ সালের মধ্যে ৫০% এবং ২০২২ সালের মধ্যে ১০০%। ▪ ১০টি সার ডাইজেস্টারের কনস্ট্রাকশন - ২০২০ সালের মধ্যে ২৫%, ২০২১ সালের মধ্যে ৫০% এবং ২০২২ সালের মধ্যে ১০০%। ▪ ULO অফিসের প্রশিক্ষণ ও সেবা সুবিধাসমূহের উন্নয়ন -২০১৯ সালের মধ্যে ৫০টি, ২০২০ সালের মধ্যে ১০০টি, ২০২২ সালের মধ্যে ১৫০টি ২০২১ সালের মধ্যে ২০০টি এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ২৩৮টি। ▪ ১০টি ডেইরি হাব, ৫টি বড় প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ৪৬৫ জন খামারির খানার/ মাংস দোকানের ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা, ২০২০ সালের মধ্যে ২৫%, ২০২১ সালের মধ্যে ৫০%, ২০২২ সালের মধ্যে ৭৫% এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ১০০%। ▪ নিরাপদ দুগ্ধপানের প্রসার ২০২০ সালের মধ্যে ২০০টি স্কুলে প্রদর্শিত, ২০২১ সালের মধ্যে ৪০০টি এবং ২০২২ সালের মধ্যে ৭০০টি স্কুলে। ▪ ১০০০টি মোবাইল মিল্কিং মেশিনের এবং ৮টি ভ্রাম্যমাণ জবাই করার সুবিধা বিতরণ - ২০২০ সালের মধ্যে ২৫%, ২০২১ সালের মধ্যে ৫০%, ২০২২ সালের মধ্যে ৭৫% এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ১০০%। ▪ ২০২২ সালে মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড এবং ২০২১ সালের মধ্যে শক্তিশালীকৃত OTI।	▪ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ▪ আইএমইডি প্রতিবেদন ▪ মাসিক এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ▪ প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন ▪ বাৎসরিক প্রতিবেদন ▪ DLS প্রতিবেদন ▪ প্রকল্প ওয়েবসাইট ▪ ভৌত পরিদর্শন এবং নিরীক্ষা ▪ ব্যক্তিগত বা দাপ্তরিক যোগাযোগ	▪ অর্থ প্রাপ্যতা এবং সময়মত ছাড়। ▪ সঠিক সময়ে পণ্য, কার্য এবং সেবা সংগ্রহ। ▪ স্টেকহোল্ডারগণ সঠিকভাবে অনুপ্রাণিত এবং তদনুসারে অবগত। ▪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ▪ সঠিক সময়ে প্রকল্প জনবল/ প্রতিষ্ঠান নিয়োগ। ▪ সঠিক সময়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে সহযোগিতা প্রাপ্তি। ▪ দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ খামারির সক্রিয় অংশগ্রহণ।
কম্পোনেন্ট-গ: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থা ▪ পশুচিকিৎসা সেবা প্রদান, ডায়াগনস্টিক, রোগের তথ্য এবং বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। ▪ কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতার উন্নতি এবং জ্ঞান	▪ ৪৬৫টি উন্নত মিনি ডায়াগনস্টিক সুবিধা এবং ৭০টি শক্তিশালীকৃত রোগ নির্ণয় পরীক্ষাগার - ২০২০ সালের মধ্যে ২৫%, ২০২১ সালের মধ্যে ৭৫% এবং ২০২২ সালের মধ্যে ১০০%। ▪ ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গবাদি পশুর রোগের তথ্য এবং মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ব্যবস্থা প্রতি বছর ৮০টি করে ৩৬০টি পর্যন্ত প্রয়োগ করে।	▪ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ▪ আইএমইডি প্রতিবেদন ▪ মাসিক এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ▪ প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন ▪ প্রাণিসম্পদ প্রতিবেদন ▪ DLS প্রতিবেদন ▪ প্রকল্প ওয়েবসাইট	▪ অর্থ প্রাপ্যতা এবং সময়মত ছাড়। ▪ সঠিক সময়ে পণ্য, কার্য এবং সেবা সংগ্রহ। ▪ স্টেকহোল্ডারগণ সঠিকভাবে অনুপ্রাণিত এবং তদনুসারে অবগত।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	যাচাই মাধ্যম (MOV)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (IA)
প্রতিষ্ঠা। ▪ BDRI, BDDB, BPRI, TMR, ইত্যাদির জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই। ▪ খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রক বিষয়সমূহে খাদ্য নিরাপত্তা আইন ২০১৩ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কাঠামো উন্নয়ন। ▪ কার্যকরী প্রাণিসম্পদ বীমা এবং পাইলটিং জন্য পূর্ব শর্ত পূরণ।	▪ PMU কর্মকর্তাসহ ৭৫ জন সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষিত, ১০৫০ জন অফিসার/ খামারি/ উদ্যোক্তার ভ্রমণ সম্পন্ন এবং ৩০ জনে এমএস, ১৮ জনের পিএইচডি এবং ৬০ জনের পোস্ট-ডক্টরাল সম্পন্ন এবং জ্ঞানের প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা - প্রকল্পের ২য় থেকে ৪র্থ বছরের মধ্যে। ▪ BDRI, BDDB, BPRI, TMR, ইত্যাদির জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্পের ২ বছরের মধ্যে সম্পন্ন। ▪ ২০২০ সালের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রকের ঘাটতি শনাক্ত ও কাঠামো তৈরি এবং ২০২২ সালের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন। ▪ অনলাইন লাইভস্টক ইন্স্যুরেন্স পদ্ধতি, রেজিস্ট্রেশন ডাটাবেইজ, পশুর শনাক্তকরণ এবং ট্যাগিং ২০২২ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং ২০২৩ সালের মধ্যে গবাদি পশুর বীমা সুবিধা ও পাইলটিং সম্পন্ন। ▪ প্রশিক্ষণ এবং বীমা সুবিধাসমূহের জনপ্রিয়তার মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারের সক্ষমতা ২০২১ সালের মধ্যে বৃদ্ধি।	▪ ভৌত পরিদর্শন এবং নিরীক্ষা ▪ ব্যক্তিগত বা দাপ্তরিক যোগাযোগ	▪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ▪ প্রকল্প জনবল/ ফার্মের সময়মত নিয়োগ। ▪ যথাসময়ে BFID/IDRA/ SBC ইত্যাদির অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা। ▪ যথাসময়ে প্রাসঙ্গিক নীতি এবং আইনের কার্যকরী বিবৃতি।
কম্পোনেন্ট-ঘ: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ▪ PMU জনবল, পরামর্শক সংস্থা, ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ এবং কর্মী নিয়োগ। ▪ PSC, PIC এবং অন্যান্য কমিটি গঠন। ▪ পণ্য এবং কার্য ক্রয়।	▪ ২০১৯ সালের শুরুতে প্রকল্প পরিচালক, চিফ টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর, ডিপিডিগণের নিয়োগ করা, ২০১৯ সালের মধ্যে পরামর্শক সংস্থা নির্বাচন, ২০১৯ সালের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষজ্ঞ এবং সহকারী কর্মী নিয়োগ। ▪ ২০১৯ সালের মধ্যে সকল কমিটি গঠন এবং প্রকল্পের শেষ পর্যন্ত কার্যকর। ▪ ২০১৯ সালের মধ্যে PMU লজিস্টিক সংগ্রহ এবং কার্যকর। ▪ বিভিন্ন স্তরে ৮৫৮৬০ জন-মাসের পূর্ণকাল সমতুল্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	▪ প্রকল্প ওয়েবসাইট ▪ ভৌত পরিদর্শন এবং নিরীক্ষা ▪ ব্যক্তিগত বা দাপ্তরিক যোগাযোগ ▪ অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন ▪ বিভিন্ন ভাল অভ্যাসের উপর মুদ্রিত উপকরণ ▪ বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত আর্টিকেল ও সাময়িকী ▪ সরকারী এবং বেসরকারী স্টেকহোল্ডারদের সাথে চুক্তি	▪ অনিবার্য উৎকণ্ঠা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ▪ প্রকল্পের সময়মত অনুমোদন এবং অর্থ ছাড়। ▪ সময়মত নিয়োগ এবং সংগ্রহ। ▪ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে সমন্বয় ও সাদৃশ্য।

উৎস: ডিপিপি

১.১৩ প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান (Exit Plan)

প্রকল্পটির সুফল স্থায়িত্বকরণের লক্ষ্যে ডিপিপি'তে উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হলো-

- প্রকল্পটি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক বা সমবায় বিভাগের মাধ্যমে ৫৫০০ টি কৃষক/ উৎপাদক সংগঠন নিবন্ধন সহজতর করবে। এই সংগঠনগুলি FFS পদ্ধতি এবং কৃষি ব্যবসা পরিকল্পনা উন্নয়নের উপর প্রশিক্ষণ পাবে। তাদের টেকসইতা নিশ্চিত করার জন্য, প্রকল্পটি তাদের ABS এবং স্থানীয় বাজারের সাথে দুধ এবং দুগ্ধজাত পণ্য বিপণনের জন্য সংযুক্ত করবে। প্রকল্পের সমাপ্তিতে, এই সংগঠনগুলি তাদের পরিচালনা আইন অনুযায়ী কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

- প্রকল্পটির লক্ষ্য ২০-৩০ জন কৃষকের সমিতি বা দুধ সরবরাহকারী গোষ্ঠীগুলি উন্নয়ন বা শক্তিশালী করা। এই সমিতিগুলো সরাসরি দুগ্ধ হাব মালিকদের দুধ সরবরাহ করবে বা পরবর্তীতে বিক্রয়ের জন্য দুধ সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ করবে। নিবন্ধিত কৃষকদের সংগঠনগুলি তাদের পরিচালনা আইন অনুসারে ভিএমসিসিগুলো পরিচালনা করবে। ভিএমসিসিগুলো প্রকল্প সমাপ্তি পর কার্যকরী থাকবে, একটি অব্যাহত দুধ সরবরাহ চেইন নিশ্চিত করবে।

- বেসরকারী কৃষি ব্যবসার মালিকানাধীন বিদ্যমান প্রায় ২০টি ডেইরি হাব/সোসাইটি গুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে উন্নত বা আরোও শক্তিশালী করা হবে। এই হাবগুলো পিছনের প্রান্তে কৃষক/উৎপাদক এবং সামনের প্রান্তে ভোক্তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ করবে। প্রকল্পটি এই হাবগুলোর উন্নয়নে সহায়তা করবে এবং প্রকল্পের সমাপ্তির পরে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
- প্রকল্পটি নির্বাচনী সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন এবং পরিচালিত স্বাস্থ্যকর সুবিধাসহ তিনটি আধুনিক কসাইখানা স্থাপন করবে এবং পৌরসভার চাহিদা এবং আগ্রহের ভিত্তিতে প্রকল্পটি ২০টি জেলা-স্তরের কসাইখানা তৈরি করবে। উপজেলা বা গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ে ১৯২টি বাজার বা জবাইস্থান গড়ে তোলা হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সম্মতিতে এসব স্থাপনা নির্মাণ বা সংস্কার করা হবে। প্রকল্পের লক্ষ্য হল জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পুষ্টির পরিচ্ছন্নতা উন্নত করা এবং এর সুবিধাগুলি জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই সুবিধাগুলির মালিকানা এবং পরিচালনা করবে, তাদের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে।
- প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দুধ উৎপাদনকারী কৃষক সমিতি বা উদ্যোক্তাদের কাছে ১৭৫টি মিল্ক চিলিং প্ল্যান্ট সংগ্রহ ও বিতরণ করবে। এই প্ল্যান্টগুলি সুবিধাভোগীদের মালিকানাধীন হবে, যাতে তারা আরোও ভাল বিপণনের ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে পারে। প্রকল্পটি নিশ্চিত করবে যে এই চিলিং প্ল্যান্টের মালিকানা এবং সুবিধা কৃষকদের কাছে থাকে এবং তারা দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বে অবদান রাখে।
- সাভারে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের (ডিএলএস) জমিতে একটি দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ডের কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। এই অফিসটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ/ স্থানীয় সরকার বিভাগের (MOFL/LGD) সচিবের নেতৃত্বে বিদ্যমান ডেইরি কাউন্সিলের অধীনে গঠিত ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড দ্বারা ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।
- খামারের গোবরকে নবায়নযোগ্য শক্তি এবং জৈব-সারের মতো মূল্যবান সম্পদে রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে DLS-এর অধীনে সরকারি দুগ্ধ খামারগুলোতে একটি করে সার ব্যবস্থাপনা প্লান্ট স্থাপন করা হবে। এই প্লান্টগুলো সংশ্লিষ্ট খামার কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পরিচালন পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

২.১ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের পটভূমি

এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের পাশাপাশি প্রতি অর্থবছর আইএমইডি পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমে সীমিত সংখ্যক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আইএমইডি চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। আইএমইডি'র এ সংক্রান্ত পরিপত্র অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এম আর কনসালট্যান্টস্ (MRC) কে বর্ণিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরামর্শক ফার্ম হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনা করার লক্ষ্যে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পরিচিতি সভা এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭-এর সাথে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এম আর কনসালট্যান্টস্ এর ০৪ (চার) মাস মেয়াদি একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তি সম্পাদনের পর পরামর্শক ফার্মের সমীক্ষা টিম চুক্তিবদ্ধ কাজের পরিধি, উদ্দেশ্য ও বর্ণিত প্রকল্পের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সর্ম্পকে অবহিত ও তা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ এর পরিচালক, উপ-পরিচালক ও মূল্যায়ন কর্মকর্তাসহ প্রকল্প পরিচালক এবং প্রকল্প কার্যালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হন। উক্ত সভার পর প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে সমীক্ষা টিমকে উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি ও অগ্রগতি প্রতিবেদনের কপি সরবরাহ করা হয়। আইএমইডি এবং প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে সমীক্ষা টিম উল্লিখিত প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলী ও চেকলিস্ট স্তর অনুযায়ী সম্পন্ন করে যা প্রতিবেদনের শেষাংশে পরিশিষ্ট আকারে সংযুক্ত করা হয়েছে ।

চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক ফার্মের সমীক্ষা টিম প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে “প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য অনুসরণীয় কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ, কর্মপরিকল্পনা ও অন্যান্য বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করেছে।

২.২ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের উদ্দেশ্য

ক) অনুমোদিত DPP/ RDPP অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম পরিচালিত ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে /হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনার মাধ্যমে যাচাই করা;

খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে গৃহিত কার্যাবলী বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা;

গ) প্রকল্প প্রণয়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষায় প্রকল্প পরিকল্পনায় কোন দুর্বলতা ছিল কিনা তা পর্যালোচনা করা;

ঘ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন জনিত সমস্যা/ ঝুঁকি চিহ্নিত করা; এবং

ঙ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন হবে কিনা তা যাচাই করে মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের কর্মপরিধি

প্রকল্পের আওতাভুক্ত ন্যূনতম ২০% সাইট পরিদর্শন করতে হবে;

খ) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

গ) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

ঘ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

ঙ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত /চলমান বিভিন্ন পণ্য, কার্য, ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিল উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে/হচ্ছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

চ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত/সংগৃহিতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

ছ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত/সংগ্রহের প্রক্রিয়াধীন বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন /BOQ/TOR, গুণগতমান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে/হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

জ) প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

ঝ) প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

ঞ) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

ট) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্টি সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;

ঠ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করে একটি SWOT Analysis;

ড) প্রকল্পের আওতায় মার্কেট লিংকেজ প্রতিষ্ঠা ও ভ্যালু চেইন সিস্টেম উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কৌশল/পদ্ধতি যথার্থ কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ থাকতে হবে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় গৃহিত কার্যক্রম প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনে যথার্থ কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ থাকতে হবে;

ঢ) প্রকল্পের আওতায় High value Product তৈরী বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

ণ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতয়ি কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে;

ত) প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

থ) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিপত্রে বর্ণিত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী উক্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে;

দ) মাঠ পর্যায়ে সরেজমিন পরিদর্শন, FGD ও KII সংক্রান্ত কার্যক্রমের ভিডিও (নূন্যতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে;

ধ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে পর্যবেক্ষণের আলোকে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে; এবং

ন) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

২.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণের পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ প্রধানতঃ প্রকল্প দলিলাদি/ নথি পর্যালোচনা, উপকারভোগী জরিপ, নিবিড় আলোচনা (কেআইআই) এবং দলগত আলোচনা (এফজিডি) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন/ যাচাইকরণের উপর ভিত্তিকরে পরিচালিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনের সময় এর গুণগতমান পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে । এছাড়া বিভিন্ন গুণগত ও সংখ্যাগত পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে প্রকল্পের সবলতা, দুর্বলতা ও ঝুঁকি নির্ণয় করা হয়েছে। গুণগত পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিবিড় সাক্ষাৎকার (কেআইআই) গ্রহণ করা হয়েছে, দলীয় আলোচনা বা ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) এর আয়োজন করা হয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় একটি স্থানীয় কর্মশালার

আয়োজন করা হয়েছে। সংখ্যাগত পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী জরিপ করা হয়েছে। ক্রয় বা প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য সিপিটিইউ এর চেকলিষ্ট ছকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুসারে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখা হয়েছে। এছাড়া ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম ডিপিপির অনুমোদিত সূচি অনুযায়ী ও পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়েছে এবং তাতে ব্যত্যয় ঘটে থাকলে ব্যত্যয় ঘটার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণের পর প্রাপ্ত ফলাফল বা ফাইন্ডিংস এর ভিত্তিতে বাস্তব ভিত্তিক সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে যেন তার আলোকে গৃহিত পদক্ষেপে উল্লিখিত প্রকল্পের কাজ আরোও গতিশীল ও মানসম্পন্ন হয় এবং স্টেকহোল্ডারদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়।

নিবিড় পরিবীক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো।

২.৪.১ কারিগরি পদ্ধতি

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনার জন্য সকল কার্যক্রম প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও টার্মস অফ রেফারেন্সএ- উল্লিখিত কর্মপরিধির আলোকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান সমীক্ষার কৌশলগত পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনে তিন ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে যথাঃ

(১) বিদ্যমান দলিলাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ

(২) জরিপের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ

(৩) সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ পরিবীক্ষণ ও যাচাইকরণ

২.৪.২ বিশ্লেষণগত ফ্রেমওয়ার্ক

নিবিড় পরিবীক্ষণে নির্দিষ্টকৃত নির্দেশকসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাপ্ত তথ্যের input-output framework এমনভাবে স্তর বিন্যাস করা হয়েছে যেন তথ্যের পরিসংখ্যাণগত বিশ্লেষণ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ MS Excel ডাটাবেইজ এর সাহায্যে এন্ট্রি করা হয়েছে এবং MS Excel সফটওয়্যার ব্যবহার করে তথ্য বিশ্লেষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.৪.৩ সমীক্ষার ধারণা (Conceptualization)

সমীক্ষা কাজটি সম্পাদনের জন্য টার্মস অব রেফারেন্স-এ প্রদত্ত গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়েছে। গৃহিত সকল কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ও ক্রমানুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের কাজটি নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে কোন কোন কার্যক্রম যুগপৎভাবে সম্পাদিত হয়েছে। কার্যক্রম গ্রহণের বিভিন্ন ধাপ ও পর্যায় নিম্নে বর্ণিত হলো এবং চিত্র-২.১ এ দেখানো হয়েছে।

প্রথম ধাপঃ এ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন ও তথ্যাদি সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও সমীক্ষা সম্পাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ, নির্দেশক নির্বাচন, তথ্যের উৎস চিহ্নিতকরণ, সমীক্ষা এলাকায় নমুনা নির্ধারণ ও বিভিন্ন প্রশ্নমালা/ ছক/ চেকলিস্ট প্রস্তুত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপঃ এই ধাপে মাঠ পর্যায়ের তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাবলি ও ছকের উপর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ প্রদত্ত মতামত/পরামর্শ অনুসরণে বিভিন্ন প্রশ্নমালা/ ছক/ চেকলিস্ট চূড়ান্তকরণপূর্বক মাঠ পর্যায়ে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

তৃতীয় ধাপঃ এই ধাপে তথ্য সংগ্রহকারীগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায় হতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সময়ানুযায়ী তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। পরামর্শক সমীক্ষা টিম কর্তৃক তথ্য সংগ্রহকারীদের কাজের তদারকি করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীগণ কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে Convenient পদ্ধতির ভিত্তিতে নির্বাচিত স্টেকহোল্ডারদের নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িতদের নিকট হতে সুনির্দিষ্ট তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

চতুর্থ ধাপঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহিত তথ্যে ভুলত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করা হয়েছে। সংগৃহিত তথ্য/উপাত্ত সংশোধনের পর সেগুলোতে সাংকেতিক নাম্বার প্রদান করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কম্পিউটারে ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সংগৃহিত তথ্য/

উপাত্তসমূহের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত ফলাফল টেবিল আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পঞ্চম ধাপঃ এই ধাপে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য আইএমইডির নিকট দাখিল করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদনের উপর টেকনিক্যাল কমিটি, তত্ত্বাবধায়ক কমিটি-এর সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন পূর্বক কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্মশালা হতে প্রাপ্ত মতামত/ পরামর্শ/ সুপারিশের আলোকে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল করা হয়েছে ।

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের ধারণা :

তথ্যাদি পর্যালোচনা

- প্রকল্প দলিল (ডিপিপি) ও অন্যান্য তথ্যাদি পর্যালোচনা
- অগ্রগতি ও অন্যান্য বাস্তবায়নাধীন সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন পর্যালোচনা
- বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম পর্যালোচনা

প্রস্তুতিমূলক কাজ

- তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা/ ছক/ চেকলিস্ট প্রস্তুতকরণ
- তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান
- নমুনা সমীক্ষা এলাকা ও তথ্য প্রদানকারী নির্বাচন
- আইএমইডির মতামত/পরামর্শ অনুসরণে প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা ও ছক চূড়ান্তকরণ ও মাঠ পর্যায়ে যাচাইকরণ
- কর্মপদ্ধতি চূড়ান্তকরণ

তথ্য সংগ্রহ ও অবকাঠামো যাচাইকরণ

- মাঠ পর্যায় হতে প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালা/ ছক/ চেকলিস্ট এর সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ
- মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক অবকাঠামো যাচাইকরণ
- সমীক্ষা পরিবীক্ষণের/ তথ্য সংগ্রহ কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনকরণ এবং সংগৃহিত তথ্য সম্পাদনাকরণ/ যাচাইকরণ

সংগৃহিত তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণ

- সংগৃহিত তথ্য ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণয়ন
- তথ্যের ভুল-ত্রুটি সংশোধনকরণ
- কম্পিউটারে তথ্য এন্ট্রি ও সংকলন
- তথ্যের বিশ্লেষণ ও ডাটা-টেবিলে উপস্থাপন

প্রতিবেদন প্রণয়ন

- খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ
- খসড়া প্রতিবেদনের উপর আইএমইডি-র টেকনিক্যাল ও তত্ত্বাবধায়ক কমিটি-এর মতামত গ্রহণ
- কমিটির সুপারিশের আলোকে ২য় খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ
- ২য় খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজনকরণ
- কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/পরামর্শ অনুসরণে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ ও দাখিলকরণ ।

চিত্র-২.১: নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজের ধারণা

২.৫ কর্মপদ্ধতি (Methodology)

এ অধ্যায়ে সমীক্ষার নমুনা এলাকা নির্দিষ্টকরণ, নির্দেশক নির্বাচন, সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতা নির্বাচন, সমীক্ষার জন্য প্রশ্নমালা ও ছক তৈরি এবং প্রশ্নমালা ও ছক ব্যবহারের কৌশলগত পদ্ধতি, সমীক্ষা পরিকল্পনা, সংগৃহিত তথ্যের ব্যবস্থাপনা ও পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য ও চাহিদার প্রয়োজনে বর্তমান প্রকল্পের সংখ্যাগত ও গুণগত সমীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

২.৫.১ প্রকল্প দলিলাদি পর্যালোচনা

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত এবং প্রয়োজনীয় সেকেন্ডারি তথ্যের উৎস সম্পর্কে জানার জন্য প্রকল্পের দলিলাদি ও সমধর্মী কার্যক্রমের দলিলাদির পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরামর্শক ফার্মের সমীক্ষা টিম কর্তৃক প্রকল্পের ডিপিপি ও অন্যান্য দলিলাদি সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের কাজ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের শেষ সময় পর্যন্ত চলমান ছিল।

২.৫.২ সমীক্ষার রূপরেখা প্রণয়ন

নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজটি সম্পাদনের জন্য সংখ্যাগত ও গুণগত পদ্ধতির অবলম্বন করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত প্রশ্নমালার (Questionnaire) মাধ্যমে উপকারভোগী জরিপ, নিবিড় আলোচনা (কেআইআই) এবং দলগত আলোচনা (এফজিডি) এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন (Physical Inspection) করে পরামর্শক টিম প্রকল্পের অগ্রগতির বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ এবং অন্যান্য উন্নয়ন কাজের গুণগতমান পরীক্ষা করেছে। সমীক্ষা কাজ মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন কাজের বর্ণনা ও সম্পাদনের সম্ভাব্য সময়সূচির উল্লেখ রয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীগণ কর্তৃক উক্ত পরিকল্পনা ও সময়সূচি অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কাজটি যথাসময়ে সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম মোট তিনটি পর্বে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি পর্বের অধীনস্থ ধাপগুলো চিত্র-২.২ এর মাধ্যমে পরের পৃষ্ঠায় দেখানো হলো।

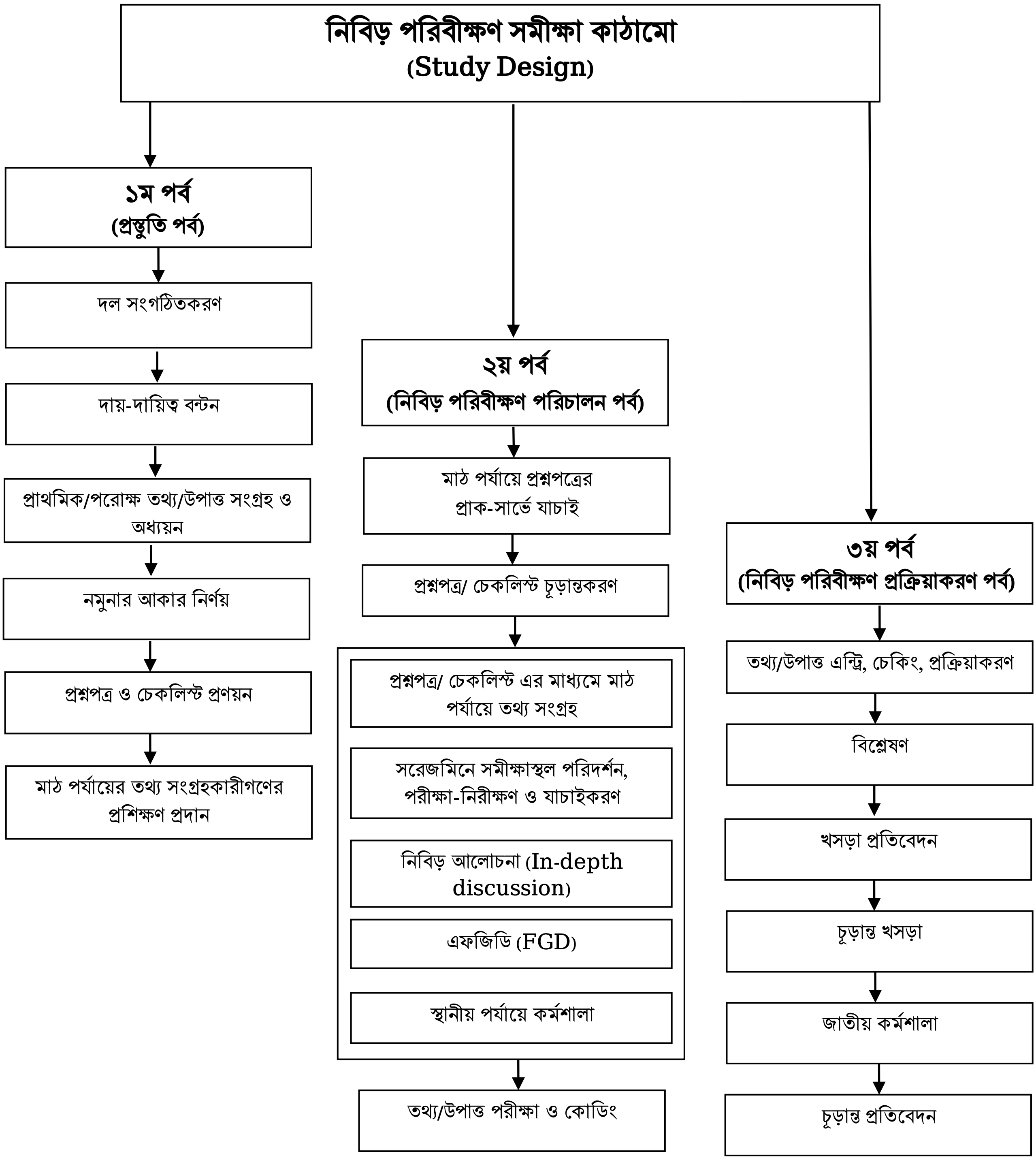

চিত্র-২.২: নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের কাঠামো

২.৫.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণের নির্দেশক নির্বাচন

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভূমিকার সঙ্গে তার কাঠামো/পরিকল্পনা তথা ডিপিপিতে বর্ণিত বিষয় সমূহের চলক (Variable) ও নির্দেশকের (Indicator) মান তুলনার মাধ্যমে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ করা যায়। প্রকল্পের সফলতা ও তার উদ্দেশ্য অর্জনের মাত্রা নির্ভর করে প্রকল্প বাস্তবায়ন সফলতার উপর। সমীক্ষার শর্তাবলী (TOR) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে নিম্নোক্ত পর্যায়ে মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণ করা হয়েছেঃ

পরিবীক্ষণের প্রকৃতি	পরিবীক্ষণীয় বিষয়/চলক/নির্দেশক	উৎস	পদ্ধতি
প্রকল্প উদ্দেশ্য এবং ব্যাপ্তি	প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা (feasibility) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা প্রকল্প উপাদানগুলি বাস্তবায়নের অবস্থা পরিবীক্ষণ। প্রকল্পের লগফ্রেমে বর্ণিত সূচকগুলো প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য উপযুক্ত কিনা।	প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ	ডিপিপি ও প্রতিবেদন পর্যালোচনা, প্রশ্নমালা জরিপ, কেআইআই, এফজিডি ও মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ
প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ডের নিবিড় পরিবীক্ষণ	ক) প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ বাস্তবায়নের সময় ও অবস্থা;	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	প্রতিবেদন/ নথি পর্যালোচনা, কেআইআই
	খ) প্রকল্পের মালামাল সংগ্রহ, জনবল নিয়োগ, অফিস স্থাপন, প্রোডিউসার গ্রুপ গঠন, ডাটাবেজ তৈরী এবং ট্রেনিংসহ অন্যান্য কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে কিনা;	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ	ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, কেআইআই, মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ
	গ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন কার্য ও পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রচলিত PPR ও সহযোগী সংস্থার প্রযোজ্য গাইড লাইন প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা;	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ	ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, কেআইআই, মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ
	ঘ) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহিত পণ্য, কার্য, সেবা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন, গুণগতমান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/ যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা;	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ, মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ	ক্রয় সংক্রান্ত ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, কেআইআই ও পর্যবেক্ষণ
	ঙ) প্রকল্পের অর্থায়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং নির্মাণ ও অন্যান্য কাজের গুণগতমান এবং অনুসরণযোগ্য উপাদান;	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ	ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, কেআইআই ও মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ
	চ) জনবল নিয়োগ	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ, মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ	কেআইআই, সংশ্লিষ্ট দলিল ও মাঠ পর্যবেক্ষণ
প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ	১। প্রকল্পের জনবল, প্রোডিউসার গ্রুপ গঠন এবং ট্রেনিংসহ অন্যান্য। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস স্থাপন, প্রশিক্ষণ হল তৈরি ও অন্যান্য উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ ইত্যাদি	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ	কেআইআই, সংশ্লিষ্ট দলিল পর্যালোচনা / মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ, টেস্ট/ যাচাইকরণ
	২। অফিস আসবাবপত্র, মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক, মেডিসিন, ভেক্সিন, যন্ত্রপাতি, এবং সরঞ্জামাদি ক্রয়	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ	ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, কেআইআই, মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, যাচাইকরণ
	৩। মনিটরিং/ পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ও অন্যান্য কাজ	প্রকল্প কর্তৃপক্ষ/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ	কেআইআই, সংশ্লিষ্ট দলিল পর্যালোচনা/ মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ
প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ	প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক, সুযোগ ও ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ	প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ড, স্টেকহোল্ডারগণ	প্রশ্নমালা জরিপ, কেআইআই, এফজিডি, কর্মশালা ও মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ

উপরে বর্ণিত পরিবীক্ষণীয় বিষয়/চলক/নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ ও যথাযথ বিশ্লেষণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন অবস্থা ডিপিপি'তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রার সাথে তুলনার মাধ্যমে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। এ জন্য একটি কার্যকরী সমীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

২.৫.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রশ্নমালা ও ছক

প্রকল্পের কার্যক্রম, নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য, চাহিদা ও মূল্যায়ন নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য পরামর্শক দল কর্তৃক নিম্নে লিখিত প্রশ্নমালা ও ছক প্রস্তুত করা হয়েছে (পরিশিষ্ট- খ)।

- ✓ উপকারভোগী জরিপ প্রশ্নমালা
- ✓ নিবিড় আলোচনা (KII) প্রশ্নমালা
- ✓ ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) গাইড লাইন
- ✓ অঙ্গাভিত্তিক পরিবীক্ষণ ছক
- ✓ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য পরিবীক্ষণ ছক
- ✓ ভৌত ও অন্যান্য কাজের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ছক

প্রকল্প এলাকায় সমীক্ষার কাজ তথ্য সংগ্রহকারী দ্বারা প্রশ্নমালা ও ছক পুরণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি প্রশ্নমালা ও ছকে প্রকল্পের চাহিদা, উদ্দেশ্য ও নির্দেশক অনুযায়ী বিভিন্ন সেকশন রয়েছে। প্রকল্প হতে সংগৃহিত তালিকা হতে দ্বৈবচয়ণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট নমুনা সংখ্যক প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রকল্পের চাহিদা, উদ্দেশ্য ও নির্দেশক অনুসারে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শনের (physical observation) মাধ্যমে পরামর্শক টিম কর্তৃক প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে।

২.৫.৫ এলাকা নির্বাচন

নমুনা এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকা বাংলাদেশের ৬১টি জেলার ৪৬৫টি উপজেলা থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ১৭টি জেলা এবং ৯৩টি উপজেলা পিপিএস পদ্ধতিতে নির্বাচন করে এসআরএস পদ্ধতিতে সুবিধাভোগী নির্বাচনের মাধ্যমে নমুনা জরিপ, নিবিড় আলোচনা (কেআইআই) এবং দলগত আলোচনা (এফজিডি) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ এবং মাঠ পর্যায়ে অঙ্গাভিত্তিক কাজের ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন বা যাচাইকরণ করা হয়েছে ।

২.৫.৬ নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি এবং নমুনা সংখ্যা

২. ৫.৬.১ পরিমাণগত পদ্ধতি

নমুনার আকার নির্ধারণ:

নমুনা সংখ্যা নির্ধারণের জন্য বহুল ব্যবহৃত পরিসংখ্যানিক সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

$$n=[\frac{z^2 p(1-p)}{e^2}] \text{ x design effect (d)}$$

n= নির্ণীত নমুনার আকার

p= প্রকল্পের সুবিধাভোগীর অনুপাত (proportion)

z= ৯৫% দৃঢ়তার মাত্রায় (level of confidence) পরিমিত স্বাভাবিক চলকের (standard normal variable) মান

e= গ্রহণযোগ্য ভুলের পরিমাণ

অত্র সমীক্ষার ক্ষেত্রে e=৪% =০.০৪ ধরায় z=১.৯৬ ধরা হয়। এ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা ও বিবেচনা করে p নমুনার আকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে p= ০.৫০ ধরা হয়েছে অর্থাৎ ৫০% এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে বলে ধারণা করা হয় এবং ডিজাইন ইফেক্ট d =১.৭ ।

সুতরাং p, z এবং e এর মান বসিয়ে আমরা পাই n=১০২০.৪, এক্ষেত্রে পরিমাণগত সমীক্ষার জন্য ১০২০টি সুবিধাভোগী নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করে জরিপের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে । উত্তরদাতাদের নমুনা আকার বিবেচনা করে সাক্ষাৎকারটি প্রোডিউসার গ্রুপ ও অন্যান্য উপকারভোগী কৃষক এর সাথে নমুনা সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হয়েছে। নমুনা সংখ্যার বিস্তারিত নিম্নলিখিত টেবিলে উপস্থাপন করা হলো:

ছক: নমুনা সংখ্যার বিন্যাস

ক্রঃ	বিভাগ	নমুনা জেলা	নমুনা উপজেলা	নমুনা উত্তরদাতা
১	ঢাকা	ঢাকা	সাভার, ধামরাই, কেরানীগঞ্জ, নওয়াবগঞ্জ =৪	১৪ X ১১= ১৫৪
		মুন্সিগঞ্জ	মুন্সিগঞ্জ সদর, গজারিয়া, শ্রীনগর, সিরাজদিখান, টঙ্গিবাড়ী=৫	
		টাংগাইল	বাসাইল, কালিহাতী, ঘাটাইল, মধুপুর, গোপালপুর=৫	
২	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা, ত্রিশাল, ঈশ্বরগঞ্জ, ভালুকা, তারাকান্দা=৬	১১ X ১১= ১২১
		নেত্রকোনা	নেত্রকোণা সদর ,আটপাড়া, কেন্দুয়া, পূর্বধলা, বারহাট্টা= ৫	
৩	চট্রগ্রাম	কুমিল্লা	চান্দিনা, কুমিল্লা সদর দক্ষিণ, লাকসাম দাউদকান্দি, ব্রাহ্মণপাড়া, দেবীদ্বার=৬	১১ X ১১= ১২১
		নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর, বেগমগঞ্জ, সেনবাগ, সোনাইমুড়ি, কোম্পানিগঞ্জ=৫	
৪	খুলনা	যশোর	মনিরামপুর, ঝিকরগাছা, চৌগাছা, অভয়নগর, শার্শা, বাঘারপাড়া=৬	১২ X ১১= ১৩২
		কুষ্টিয়া	কুমারখালী, কুষ্টিয়া সদর, খোকসা, দৌলতপুর, ভেড়ামারা, মিরপুর=৬	
৫	রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ, উল্লাপাড়া, শাহজাতপুর, কামারখন্দ, কাজীপুর,=৫	১২ X ১১= ১৩২
		বগুড়া	বগুড়া সদর, দুপচাঁচিয়া, গাবতলী, কাহালু, নন্দীগ্রাম, শেরপুর, শিবগঞ্জ=৭	
৬	রংপুর	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর, সাদুল্লাপুর, পলাশবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা =৬	১১ X ১১= ১২১
		নীলফামারী	নীলফামারী সদর, ডোমার, জলঢাকা, সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ=৫	
৭	সিলেট	সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ, ওসমানিনগর, বিশ্বনাথ, বালাগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা=৫	১১ X ১১= ১২১
		হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জ সদর, নবীগঞ্জ, চুনারুঘাট, বাহুবল, মাধবপুর, বানিয়াচং =৬	
৮	বরিশাল	বরিশাল	গৌরনদী, বাবুগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ, উজিরপুর, আগৈলঝাড়া, বরিশাল সদর =৬	৮ X ১১= ৮৮ ৩ X ১০= ৩০
		ভোলা	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফেশন, দৌলতখান, লালমোহন=৫	
	মোট	**১৭ টি**	**৯৩ টি**	**১০২০**

২.৫.৬.২ গুণগত পদ্ধতি

নিবিড় পরিবীক্ষণে গুণগত সমীক্ষার জন্য উপকারভোগী নমুনা ছাড়াও নিচের উত্তরদাতাবৃন্দের নিকট থেকে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যা নিচের টেবিলে প্রদর্শিত হলো:

ক্রঃনং	পদ্ধতি	পরিমাণ	উত্তরদাতা
১	প্রতিবেদন পর্যালোচনা	প্রাপ্ত প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্ট	ডিপিপি, বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল, বিভিন্ন রিপোর্ট, অগ্রগতি ও পরিবীক্ষণের প্রতিবেদন ইত্যাদি
২	নিবিড় আলোচনা (কেআইআই)	২৫	পিডি, ডিপিডি, অন্যান্য প্রকল্প কর্মকর্তা এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট জেলা এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং প্রশিক্ষক ইত্যাদি
		১৫	জনপ্রতিনিধি/ রাজনীতিবিদ/ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, ইমাম, এনজিও কর্মকর্তা ইত্যাদি
		২৫	প্রকল্প পরামর্শক/ বিশেষজ্ঞ/ গবেষক/ ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার/ সরবরাহকারী, প্রোডিউসার গ্রুপ (পিও) এবং এমএসএমই-র প্রতিনিধি, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ইত্যাদি
৩	এফজিডি	১২	প্রকল্পের উপকারভোগী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার
৪	পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ	-	মাঠ পর্যায়ে অঙ্গভিত্তিক কাজের (নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ) পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ, টেস্ট/ যাচাইকরণ
৫	প্রকিউরমেন্ট	৫%-৬% ক্রয়	ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যবেক্ষণ /যাচাইকরণ

	অডিট/ প্রকিউরমেন্ট রিভিউ	সংক্রান্ত নথি	
৬	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	১	প্রোডিউসার গ্রুপ ও অন্যান্য উপকারভোগী কৃষক, প্রকল্প কর্মকর্তাগণ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডার
৭	জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা	১	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ এবং জাতীয় পর্যায়ের অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ

২.৫.৭ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক যথাযথ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তথ্য ১০ জন তথ্য সংগ্রহকারী ও ৪ জন সুপারভাইজার নিয়োগ এবং সমীক্ষার প্রশ্নাবলি, চেকলিস্ট ও প্রারম্ভিক প্রতিবেদন আইএমইডি কর্তৃক অনুমোদনের পর তথ্য সংগ্রহকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছিল। নিয়োগকৃত তথ্য সংগ্রহকারী ও সুপারভাইজারদের ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে (১দিন মাঠে অনুশীলনসহ)। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য- নমুনা নির্বাচন, তথ্য সংগ্রহের বিষয় এবং প্রশ্নপত্র ও গাইডলাইনে ব্যবহৃত শব্দাবলী সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদেরকে একই ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

- ✓ পরিবীক্ষণ কাজের পটভূমি এবং উদ্দেশ্য
- ✓ পরিবীক্ষণ কাজের কর্মপরিধি (TOR)
- ✓ পরিবীক্ষণ কাজের পন্থা ও পদ্ধতি (Approach & Methodology)
- ✓ পরিবীক্ষণ কাজের প্রশ্নপত্র, ছক ও গাইডলাইন (Questionnaire & Guideline)
- ✓ উত্তরদাতার শ্রেণীবিন্যাস ও নমুনায়ন
- ✓ উত্তরদাতার প্রশ্ন করার ধরন
- ✓ তথ্য/ উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি এবং ধরন
- ✓ উত্তর লিপিবদ্ধকরণ

২.৫.৮ জরিপ পরিকল্পনা

নির্বাচিত প্রকল্প এলাকার মাঠ পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জরিপ কাজটি সংখ্যাগত ও গুণগত পদ্ধতির সমন্বয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে প্রকল্পের দলিলাদি পর্যালোচনা, ১০২০টি সুবিধাভোগী নমুনা জরিপ, ১২টি এফজিডি, ৬৫টি কেআইআই ও মাঠ পর্যায়ে অঙ্গাভিত্তিক কাজের সরেজমিন পরিদর্শন ও যাচাইকরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরামর্শক সমীক্ষা টিম মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারীদের কাজ পরিদর্শন, সাক্ষাৎকারসমূহ সম্পাদন, সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকল্প এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	প্রতিদিন জরিপের সংখ্যা/ জরিপকারী	জরিপকারীর সংখ্যা	মোট জরিপ দিন
১	সুবিধাভোগী নমুনা জরিপ (১০২০)	৬	জরিপকারী- ১০ জন সুপারভাইজার-৪ জন	১০২০টি জরিপ ২০ দিনে সম্পন্ন হয়
২	কেআইআই (৬৫)	৪	ঐ	১৭ দিনে সম্পন্ন হয়
৩	এফজিডি (১২)	২ দিনে একটি	ঐ	১৪ দিনে সম্পন্ন হয়
৪	মাঠ পর্যায়ে অঙ্গাভিত্তিক কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাইকরণ	প্রতিদিন ৩-৪টি	ঐ	১৫ দিনে সম্পন্ন হয়
			সর্বমোট	২০ দিনে সম্পন্ন হয়

বি :দ্র :পরামর্শক দলের সদস্যগণ) Key Experts) মাঠ পর্যায়ে ফিজিক্যাল যাচাইকরণ কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ যুগপৎভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.৫.৯ প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ

প্রশ্নপত্র ও ছকপূরণ এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক) প্রশ্নপত্র সমীক্ষা/ সংখ্যাগত তথ্য (Sample Respondent Survey / Quantitative Data)

প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র পূরণের দ্বারা নমুনা সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। মোট ১০২০ জন প্রকল্প সুবিধাভোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র পূরণ করে নমুনা জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(খ) নিবিড় আলোচনা/ সাক্ষাৎকার (KII)

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটির জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পিডি, ডিপিডি, অন্যান্য প্রকল্প কর্মকর্তা এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, জনপ্রতিনিধি/ রাজনীতিবিদ/ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, ইমাম, এনজিও কর্মকর্তা, প্রকল্প পরামর্শক/ বিশেষজ্ঞ/ গবেষক, ঠিকাদার/ সরবরাহকারী, সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এর সাথে মোট ৬৫ টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও নিবিড় আলোচনা করা হয়েছে।

গ) এফজিডি (FGD)

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রকল্পের উপকারভোগী এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে মোট ১২টি এফজিডি করা হয়েছে। প্রতি এফজিডিতে ৭ থেকে ১০ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন। এফজিডি'র মেয়াদ ছিল ২-৩ ঘন্টা এবং এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদেরকে পূর্বেই তা অবহিত করা হয়েছে। প্রতি টিমে ১ জন সঞ্চালক এবং ১ জন রেপোটিয়ার ছিলেন।

ঘ) ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা

প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদানের ৫-৬% ক্রয় সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা ও আইএমইডির সরবরাহকৃত ছকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঙ) অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক উপাদানসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রস্তুতকৃত ছকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

চ) প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে অঙ্গভিত্তিক উপাদানসমূহের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাইকরণ (Physical Varification/ Monitoring)

প্রকল্পের TOR এ উল্লিখিত প্রধান অঙ্গসমূহ থেকে মাঠ পর্যায়ে কাজের পরিবীক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট কাজের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কাজ পরিদর্শনপূর্বক গুণগতমান এবং কাজ বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যাদি নিরসনের সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত কাজ পরিদর্শনকালে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর পরামর্শকদল কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও যাচাইকরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের জনবল, পরামর্শক ও পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস স্থাপন, ট্রেনিং সেন্টার ও অন্যান্য নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কার কাজ, প্রোডিউসার গ্রুপ /অর্গানাইজেশন গঠন ও সহায়তা প্রদান কার্যক্রম, মার্কেট লিংকেজ এবং ভ্যেলুচেইন উন্নয়ন কার্যক্রম, গবাদি পশু উৎপাদন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম ক্রয় এবং ট্রেনিংসহ, মনিটরিং/ পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন ইত্যাদি মাঠ পর্যায়ে পরিবীক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট কাজের গুণগতমান যাচাই করা হয়েছে। দৈবচয়ন ভিত্তিতে অঙ্গসমূহ থেকে মাঠ পর্যায়ে কাজের পরিবীক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট কাজের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

২.৫.১০ সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষাটির জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর পরামর্শক দল তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল, প্রকল্পের সংকলিত প্রতিবেদন, অগ্রগতি প্রতিবেদন ও পরিবীক্ষণের প্রতিবেদন প্রকল্প অফিস থেকে সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.৫.১১ সংগৃহিত তথ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

জরিপের তথ্যাবলী যেহেতু অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ, সে কারণে তথ্য সংগ্রহের প্রতিটি পর্যায়ে যেমন- প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহকারীদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, মাঠ ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সমীক্ষা দল কর্তৃক প্রশ্নপত্র প্রণয়নের পরে আইএমইডি'র সাথে আলোচনা ও মাঠ পর্যায়ে প্রাক-যাচাই করণের মাধ্যেমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের পূর্বেই তাদেরকে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, দক্ষ মাঠ ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন ও নিবিড় পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।

২.৫.১২ সংগৃহিত তথ্যের ব্যবস্থাপনা এবং পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের পর তথ্য সংগ্রহকারীগণ কর্তৃক প্রাথমিকভাবে মাঠ পর্যায়েই সংগৃহিত তথ্যসমূহের প্রয়োজনীয় ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে। পরবর্তীতে পূরণকৃত প্রশ্নপত্রসমূহ ও অন্যান্য তথ্যাদি পরামর্শকের নিকট প্রদান করা হয়েছে। পরামর্শক সমীক্ষা টিম পূরণকৃত প্রশ্নপত্রের মধ্যে হতে দৈবচয়ণের (Random) ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক প্রশ্নপত্র পরীক্ষা করেন। প্রশ্নপত্রে কোন ধরনের ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে তা তথ্য সংগ্রহকারীদের সংশোধনের জন্য দেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনে মাঠ পর্যায় হতে পুনরায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এভাবে প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সংগৃহিত তথ্যাদি SPSS ও MS Excel ডাটাবেইজ এর সাহায্যে এন্ট্রি করা হয়েছে এবং SPSS ও MS Excel সফটওয়্যার এর মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সংগৃহিত তথ্যাদির পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ শেষে প্রাপ্ত ফলাফল টেবিল প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

২.৫.১৩ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা

স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা

আইএমইডি'র সাথে পরামর্শক্রমে স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে যাতে আইএমইডি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা এবং প্রোডিউসার গ্রুপ ও অন্যান্য উপকারভোগী খামারি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করেছেন। এটি একটি দিনব্যাপী কর্মশালা। কর্মশালায় সকল স্টেকহোল্ডারের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে।

জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা

খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনে ফিডব্যাক অন্তর্ভুক্ত করার পরে আইএমইডি প্রকল্প কর্মকর্তা ও জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে আইএমইডিতে একটি জাতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যেমে চূড়ান্ত ফিডব্যাক গ্রহণ করা হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালাটির আয়োজন ও অংশগ্রহণকারীদের আমন্ত্রণ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। কর্মশালার পরে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে ।

২.৫.১৪ প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং দাখিলকরণ

মাঠ পর্যায়ের সংগৃহিত তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সারণির এবং গ্রাফ/ চার্টের মাধ্যমে তথ্যাদি উপস্থাপনের মাধ্যমে খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত খসড়া প্রতিবেদন টেকনিক্যাল ও তত্ত্বাবধায়ক কমিটিতে পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করে কমিটির পরামর্শ/ সুপারিশের আলোকে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধনপূর্বক জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্মশালার পরে ফিডব্যাক অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২.৬ সময় ভিত্তিক পরিকল্পনার (Work Plan)

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের খসড়া কর্ম পরিকল্পনার গ্যান্ট চার্ট নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত পরামর্শক	কার্যক্রমের সময়																	
			ফেব্রু'২৩		মার্চ'২৩				এপ্রিল'২৩				মে'২৩				জুন'২৩	
			৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	১ম	২য়
১	আইএমইডির সঙ্গে সভা/বৈঠক (Meeting)	টিএল, এসই, ইএনভি, এসটি																
২	ডিপিপি, প্রকল্প তথ্য, রিপোর্ট ও অন্যান্য নথি পর্যালোচনাকরণ	টিএল, এসই, ইএনভি, এসটি																
৩	প্রশ্নমালা ও ছক প্রণয়ন	টিএল এসই, ইএনভি, এসটি																
৪	ইনসেপশন রিপোর্ট প্রণয়ন	টিএল, এসই, ইএনভি, এসটি																
৫	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে ইনসেপশন রিপোর্ট সংশোধন	টিএল, এসই, ইএনভি, এসটি																
৬	সমীক্ষা তত্ত্বাবধান কমিটির সুপারিশের	টিএল, এসই,																

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	দায়িত্বপ্রাপ্ত পরামর্শক	কার্যক্রমের সময়				
			ফেব্রু'২৩	মার্চ'২৩	এপ্রিল'২৩	মে'২৩	জুন'২৩
	আলোকে ইনসেপশন রিপোর্ট সংশোধন	ইএনভি, এসটি					
৭	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ, মাঠ পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহকরণ এবং প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ	টিএল, এসই, ইএনভি, এসটি, টিসি, এফটি					
৮	উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রমের তদারকিকরণ	টিএল, এসই, ইএনভি, এসটি, টিসি, এফটি					
৯	সাক্ষাৎকার)KII) & এফজিডি (FGD) পরিচালনা করা	টিএল, এসই, ইএনভি, এসটি, এফটি					
১০	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন/পরিচালনা করা	টিএল, ইএনভি, এফটি, টিসি					
১১	সংগৃহিত উপাত্ত সম্পাদনাকরণ	টিএল, এসই, ইএনভি, এসটি					
১২	ডাটা এন্ট্রি ও যাচাইকরণ	টিএল, এসই, ইএনভি, এসটি					
১৩	টেবুলেসন সম্পন্নকরণ	টিএল, এসই, এসটি					
১৪	ডাটা বিশ্লেষণকরণ	টিএল, এসই, এসটি					
১৫	১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিলকরণ	টিএল, এসই, ইএনভি, এসটি					
১৬	খসড়া প্রতিবেদনে টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা						
১৭	টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশের আলোকে খসড়া প্রতিবেদন সংশোধন ও ২য় খসড়া প্রতিবেদন দাখিলকরণ	টিএল, এসই, ইএনভি, এসটি					
১৮	জাতীয় পর্যায়ের সেমিনারে ২য় খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও মতামত সংগ্রহকরণ	টিএল, এসই, ইএনভি, এসটি					
১৯	সেমিনারের মতামতের ভিত্তিতে খসড়া প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ ও দাখিল	টিএল, এসই, ইএনভি, এসটি					
ক)	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল						
খ)	১ম খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	টিএল, ইএনভি, টিসি, টিসি					
গ)	২য় খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	টিএল, এসই, ইএনভি, টিসি					
ঘ)	জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালায় ২য় খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন	টিএল, এসই, ইএনভি, টিসি					
ঙ)	কর্মশালার মতামতের ভিত্তিতে খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল	টিএল, এসই, ইএনভি, টিসি					
চ)	চূড়ান্ত প্রতিবেদন মুদ্রণ ও দাখিল	টিএল, এসই, ইএনভি, টিসি					

টিএল=টিম লিডার; **এসই**=সোসিও ইকোনমিক স্পেশালিস্ট; **ইএনভি**= এনভাইরনমেন্টালিস্ট; **এসটি**=স্ট্যাটিসটিশিয়ান; **এফটি** =ফিল্ড টিম; **টিসি** = টিম কোঅর্ডিনেটর

তৃতীয় অধ্যায়

ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক হালনাগাদ অগ্রগতি

প্রকল্পের মে'২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৪৭.০৮% এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪২.৬১% (আর্থিক ব্যয় ১,৮২,৩৮৯.২১ লক্ষ টাকা)। EAP এর আওতায় কোভিড-১৯ কালীন প্রণোদনায় ব্যয় (৭৫,২৮৪.৫৬ লক্ষ টাকা) ব্যতীত প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ২৫.০৩%। বিস্তারিত সারণি ৩.১ তে দেওয়া হয়েছে।

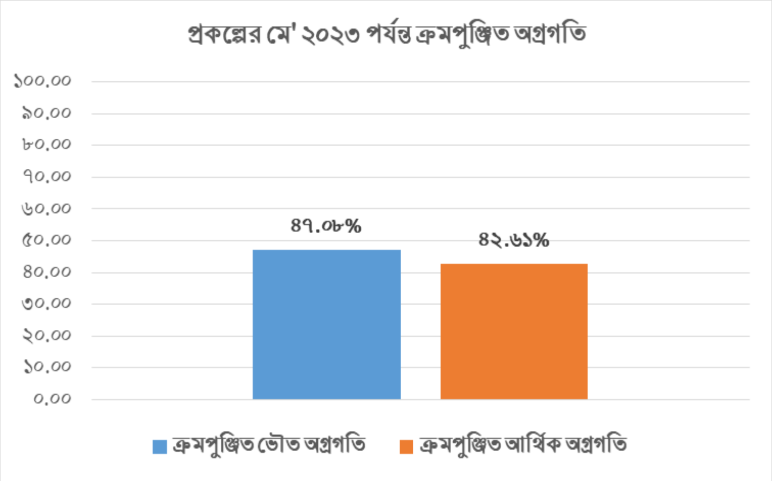

চিত্র - ৩.১ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি

ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিকল্পনা ছিল ২৮৭৫৯৫.৯১ লক্ষ টাকা যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৬৭.১৯% এবং এর বিপরীতে এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১৬৩২৬৮.০০ লক্ষ টাকা যা ব্যয় পরিকল্পনার ৫৬.৭৭% কিন্তু জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অর্থ ব্যয় হয়েছে ১৪৫২১৪.০০ লক্ষ টাকা যা আরএডিপি বরাদ্দের ৮৮.৯৪%। ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দের (৭০৭০০.০০ লক্ষ) বিপরীতে মে' ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ৩৭১৭৫.২১ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের তুলনায় (৫২.৫৮%)। বছর ভিত্তিক সংস্থান, বরাদ্দ, অবমুক্তি ও আর্থিক ব্যয় বিস্তারিত নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি- ৩.১ বছর ভিত্তিক সংস্থান, বরাদ্দ, অবমুক্তি ও আর্থিক ব্যয়

ক্রঃ নং	অর্থ বছর	ডিপিপি সংস্থান **(লক্ষ টাকায়)**	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ **(লক্ষ টাকায়)**	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	২০১৮-১৯	১১১২১.৪৬ ৩৯০৮.৭৪ জিওবি ৭২১২.৭২ আরপিএ	১৭১৬.০০ আরএডিপি ২৬৭.০০ জিওবি ১৪৪৮.০০ আরপিএ	২৩৬.০০ জিওবি (৮৮.৩৯%)	১১৪২.৯০ (৬৬.৬৪%) ২২২.৭৫ জিওবি ৯২০.১৫ আরপিএ
২	২০১৯-২০	৮৫৪২৫.০৬ ৭৯২৯.৩৪ জিওবি ৭৭৪৯৫.৭২ আরপিএ	১৩৭০০.০০ আরএডিপি ৩৭০০.০০ জিওবি ১০০০০.০০ আরপিএ	৩৭০০.০০ জিওবি (১০০%)	১২২৫৭.৪৬ (৮৯.৪৭%) ৩৫৫১.০৫ জিওবি ৮৭০৬.৪০ আরপিএ
৩	২০২০-২১	৯৭২২৮.০৩ ৮১২২.৫১ জিওবি ৮৯১০৫.৫২ আরপিএ	১০৬৩৫০.০০ আরএডিপি ৪৬৫০.০০ জিওবি ১০১৭০০.০০ আরপিএ	৪৪৯২.০০ জিওবি (৯৬.৬০%)	৯২২১৯.০৩ (৮৬.৭১%) ৪৪৮৬.৭৭ জিওবি ৮৭৭৩২.২৬ আরপিএ
৪	২০২১-২২	৯৩৮২১.৩৬ ৭৭৩৯.৩৪ জিওবি ৮৬০৮২.০২ আরপিএ	৪১৫০৩.০০ আরএডিপি ৫৫০৩.০০ জিওবি ৩৬০০০.০০ আরপিএ	৫৫০৩.০০ জিওবি (১০০%)	৩৯৫৯৪.৬১ (৯৫.৪০%) ৫৪৮৬.৭৬ জিওবি ৩৪১০৭.৮৫ আরপিএ
	মোট=	**২৮৭৫৯৫.৯১** **২৭৬৯৯.৯৩** জিওবি **২৫৯৮৯৫.৯৮** আরপিএ	**১৬৩২৬৮.০০** আরএডিপি ১৪১২০.০০ জিওবি ১৪৯১৪৮.০০ আরপিএ	**১৩৯৩১.০০** জিওবি (৯৮.৬৬%)	**১৪৫২১৪.০০ (৮৮.৯৪%)** **১৩৭৪৭.৩৪** জিওবি **১৩১৪৬৬.৬৬** আরপিএ

৫	২০২২-২৩	৯৪১৪৩.০৬ ৭৯৯০.০১ জিওবি ৮৬১৫৩.০৫ আরপিএ	**৭০৭০০.০০** আরএডিপি ৬১০০.০০ জিওবি ৬৪৬০০.০০ আরপিএ	৬০৮৩.০০ জিওবি (৯৯.৭২%) মে /২০২৩ পর্যন্ত	৩৭১৭৫.২১ (৫২.৫৮%) ৪৫৫৫.৩৮ জিওবি ৩২৬১৯.৮৩ আরপিএ মে /২০২৩ পর্যন্ত
	সর্বমোট	**৩৮১৭৩৮.৯৭** **৩৫৬৮৯.৯৪** জিওবি **৩৪৬০৪৯.০৩** আরপিএ	**২৩৩৯৬৮.০০** আরএডিপি **২০২২০.০০** জিওবি **২১৩৭৪৮.০০** আরপিএ	২০০১৪.০০ **জিওবি** (৯৪.৫৪%) মে/২০২৩ পর্যন্ত	**১৮২৩৮৯.২২ (৭৭.৯৫%)** ১৮৩০২.৭২ (৯০.৫২%) জিওবি ১৬৪০৮৬.৫০ (৭৬.৭৭%) আরপিএ মে/২০২৩ পর্যন্ত

EAP এর আওতায় কোভিড-১৯ কালীন প্রণোদনা বাবদ ব্যয়ের বিস্তারিত নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

অর্থ বছর	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মোট (লক্ষ টাকায়)	মোট ব্যয়ের তুলনায় (%)	ডিপিপি'র তুলনায় (%)
২০২০-২১	৭১১০১.১২০০৯৩১ রাজস্ব/আরপিএ ১৯৪০.৮৬৯৮৫০ মূলধন/আরপিএ	৭৩০৪১.৯৮৯৯৪৩১	৪৩.০৩%	১৭.০৬%
২০২১-২২	১৪২.৮৭১৮৫ রাজস্ব/আরপিএ ২০৯৯.৬৯৫২৪৫৩ মূলধন/আরপিএ	২২৪২.৫৬৭০৯৫৩	১.৩২%	০.৫২%
সর্বমোট ব্যয়/ অগ্রগতি		**৭৫২৮৪.৫৫৭০৩৮৪**	**৪৪.৩৫%**	**১৭.৫৮%**

প্রকল্পের EAP এর আওতায় ৭৫২৮৪.৫৬ লক্ষ টাকা কোভিড-১৯ কালীন প্রণোদনা বাবদ ব্যয় করা হয়েছে যা আর্থিক অগ্রগতির ৪৪.৩৫% (ব্যয়ের তুলনায়) এবং ডিপিপি'র তুলনায় ১৭.৫৮%। আর্থাৎ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে EAP এর আওতায় কোভিড-১৯ কালীন প্রণোদনায় ব্যয় ব্যতীত প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি মাত্র (৪২.৬১ - ১৭.৫৮)= ২৫.০৩%।

সারণি- ৩.২ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

প্রকল্পের কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	মে' ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন
কম্পোনেন্ট এ: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীল উল্লেখযোগ্য কাজ		
প্রস্তুতি, মুদ্রণ এবং বিতরণ প্রশিক্ষণ মডিউল FFS বই, ফোল্ডার	১৫০০০০০ কপি	১১,১১০০০ কপি মুদ্রণ এবং বিতরণ সম্পন্ন
কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	৫০০০ জন	কমপক্ষে ১বার প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৪৫০০ জন
এলএসপি ২১ দিনের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ, এফএফএস প্রশিক্ষণ, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা	৪২০০ জন	৪২০০ মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং ৩০০ FFS প্রশিক্ষণ
প্রাণিসম্পদ কৃষক পরিবারের ডাটা সংগ্রহ	৪৬৫ উপজেলায় ৭.২ মিলিয়ন	সম্পন্ন, এমআইএস ডাটা রাখা হয়েছে
গ্রুপ গঠন (পিজি), গ্রুপ ক্যারেক্টারাইজেশন, ম্যাপিং এবং FFS প্রতিষ্ঠা	৫৫০০ টি	৫৫০০ গঠন সম্পন্ন ।
পিজির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, PG এবং FFS-এর জন্য আইডি কার্ড, ফাইল ক্যাবিনেট, ডাস্টার, সাদা বোর্ড, মার্কার ইত্যাদি	৫৫০০ টি	৫৫০০ টির সম্পন।
FAO কর্তৃক FFS-এর জন্য পাঠ্যক্রম এবং মডিউল	২	প্রক্রিয়াধীন কাজ।
FFS এর মাধ্যমে খামারিদের জন্য প্রশিক্ষণ, FFS পাঠ্যক্রম হিসাবে ৫৫০০ পিজির জন্য প্রায় ৪৮টি ক্লাস	১৮০০০০ কৃষক	খামারিগণ ১ থেকে ৪ বার প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং চলমান রয়েছে।
৪৫৩১ পিজির প্রাণীর জন্য দেশব্যাপী বছরে দুবার ডি-ওয়ার্মিং	৮ সেশন	২টি সেশন সম্পন্ন হয়েছে।
দুগ্ধজাত গবাদি পশু - প্রারম্ভিক গর্ভাবস্থা নির্ণয় টুল (USG) (USG টুল সেট ৩৬০ নম্বর)	৩৬০ সেট	সম্পন্ন হয়েছে।
ন্যূনতম পরিষেবা সরঞ্জাম সংগ্রহ (৪২০০ এলএসপির জন্য সাইকেল, ট্যাব, কিটবক্স)	৪২০০ ইউনিট	সম্পন্ন হয়েছে।
PMU এর জন্য যানবাহন সংগ্রহ	৮টি	সম্পন্ন হয়েছে।
LEO-এর জন্য মোটরবাইক সংগ্রহ	৪৮৮টি	সম্পন্ন হয়েছে।
কেন্দ্রীয়ভাবে ডেইরি আইকন উদযাপন	৪ ইউনিট	১ টি সম্পন্ন (২০২২), পরবর্তীতে প্রকল্প সময়ের মধ্যে ১ একটি সম্পন্ন হবে।
১০০০০০ খামার এর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিষ্কারক সরঞ্জাম, ক্যান এবং পেইলস সংগ্রহকরণ।	১০০০০০ টি	মূল্যায়ন পর্যায়ে রয়েছে।

প্রকল্পের কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	মে' ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন
গবাদি পশুর জন্য ছোট এবং মাঝারি জলবায়ু সহনশীল আবাসন (৫ এবং ১০ টি পশুর আবাসন ১৫০ টি)	১৫০ টি	নির্দেশিকা, ছায়া নকশা উন্নত. কৃষক নির্বাচন সম্পন্ন বিডিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন , মূল্যায়ন সম্পন্ন NOA সম্পন্ন হয়েছে। ৫০% নির্মাণ কাজ ও ৫০টি ঘর তৈরি সম্পন্ন।
উপকূলীয় অঞ্চলে গবাদি পশুর জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থায় সহায়তা (২০ টি)	২০ টি	উপকূলীয় অঞ্চলে গবাদি পশুর জন্য ১৯ টি নিরাপদ পানির ব্যবস্থাকরণ ও হস্তান্তর সম্পন্ন।

কম্পোনেন্ট বি: মার্কেট লিকেইজ এবং ভ্যালু-চেইন ডেভেলপমেন্ট (প্রদানযোগ্য/কার্যকলাপ গুলোর অধীনে অর্জিত প্রধান ভৌত অগ্রগতি)

৬১টি জেলায় WMD উদযাপন ও ৪৬৬ উপজেলায় প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী	প্রকল্পের মেয়াদে ৪ ইউনিট	৩ ইউনিট সম্পন্ন হয়েছে (২০২১, ২০২২ এবং২০২৩)।
ডেইরি সপ্তাহে বিনামূল্যে টিকা ও কৃমিমুক্ত প্রচারণা	৪৬৫ উপজেলায় বছরে ১ বার	৩ বার সম্পন্ন হয়েছে (২০২১, ২০২২ এবং২০২৩)।
দুগ্ধজাত পণ্যের বৈচিত্র্যের পরামর্শ প্রচারণা	১	১ বার সম্পন্ন হয়েছে।
বিশুদ্ধ জাতের গাভী বাছুর এবং স্থানীয় ক্রস বাছুর ক্রয়	প্রকল্পের মেয়াদে ১ বার	সম্পন্ন হয়েছে।
ফিড এবং ফডার স্টোরেজ রাফেজ বেইলার প্রদর্শনী	১৬ টি	৯ টি সম্পন্ন হয়েছে।
ফিড- প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি উন্নত করতে ছোট আকারের ফিড মিলগুলিতে সহায়তা এবং গুনগতমানের ফিড মিল	১০০	৫৭ জন প্রস্তাবনা জমা দিয়েছেন, ২৯ উদ্যোক্তা বিপি জমা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।
বাজারভিত্তিক খাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদনে দুগ্ধজাত গবাদিপশুর সহায়তা	৩২	৩৫ প্রস্তাবনা জমা দিয়েছে, ২২ উদ্যোক্তা বিপি জমা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে।
ফিড- রুফেজ, সাইলেজ, কনসেনট্রেট,খনিজ/ভিটামিন (খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্র) সহ টিএমআর-এ সহায়তা	৭৬০	৩ ক্যাটাগরিতে মোট ১৪৮ টি EOI প্রস্তাবনা জমা এবং ৫৮ উদ্যোক্তা ব্যবসায়িক প্রস্তাব (BP) এবং টিএমআর ৩৬০টির মধ্যে ১১৬টি কোয়ালিফাই করেছে (৯০% মূল্যায়ন কাজ সমাপ্ত। (৯০% মূল্যায়ন কাজ সমাপ্ত।
দুধ সংগ্রহ - ভিএমসিসি থেকে দুধ সংগ্রহ করে ডেইরি হাবস	২০ হাব+৪০০ VMCC	প্রস্তাবনা আহ্বান করা হয়েছে।
দুধ প্রক্রিয়াকরণ - বৃহত্তর দুগ্ধ খামারিদের এবং হাব/পিওস এবং ছোট আকারের দুধ প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি এবং মিষ্টির দোকান (মিনি প্রসেসিং)	৪৬৫	প্রস্তাবনা আহ্বান করা হয়েছে।
দুধ প্রক্রিয়াকরণ- পণ্য বৈচিত্র্যের জন্য দুধ প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি (প্রসেসর)।	১০	প্রস্তাবনা আহ্বান করা হয়েছে।
দুধ প্রক্রিয়াকরণ - খামারগুলিতে লিজ দেওয়ার জন্য মোবাইল মিল্কিং মেশিন	মোবাইল মিল্কিং মেশিন ১০০০ টি	ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাবে লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো হয়েছে।
জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা – সার উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন (৩-২০ T/day ডাইজেস্টার)	১০টি	২৭ প্রস্তাবনা জমা পড়েছে, মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ২৩ জনের জন্য মাঠ যাচাই সম্পন্ন হয়েছে।
উপজেলা/গ্রোথ সেন্টার লেভেলে ওয়েট মার্কেটের উন্নতি (ওয়েট মার্কেট)	১৯২ টি	২টি ওয়েট মার্কেটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে ৩টি ওয়েট মার্কেটের কাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে।, ২০টি ওয়েট মার্কেটের কাজ চলমান, ৪০টি ওয়েট মার্কেটের কাজের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে ,২৫ টি মূল্যায়নের অধীন এবং ২০টির জন্য দরপত্র লাইভে আছে।
জেলা পর্যায়ে পশুবধের সুবিধা (কসাইখানা)	২০ টি	৭ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, ১ টি মূল্যায়নের অধীন, ৩টির দরপত্র লাইভে এবং ৪ টির ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে ।
মেট্রোপলিটন এলাকায় আধুনিক কসাইখানা ও কোল্ড চেইন এবং রেন্ডারিং সুবিধার উন্নয়ন	৩টি	মেট্রো পর্যায়ের ৩টির ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। দুটি মেট্রো সিটির জন্য এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে (খুলনা ও রাজশাহী) চূড়ান্ত নকশা, ড্রয়িং, ডিবিডি, এসটিমেট এবং বিওকিউ এই দুটির জন্য পরামর্শদাতার প্রস্তুতি চলছে।
ছোট স্কেল দুধ ঠান্ডা করার সুবিধা এবং VMCC এ মান নিয়ন্ত্রণ	১৭৫ টি	শুরু হয়নি।
বাংলাদেশ দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা	৩০০০ (Sqm)	প্রস্তুতি পর্যায়ে রয়েছে।
উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ও সেবা সুবিধার উন্নীতকরণ (সেবা কেন্দ্র)	২৩৮ টি	উপজেলা পর্যায়ে ২৩৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সম্পন্ন ও ব্যবহৃত হচ্ছে।
OTI অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সংস্কার এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধা জোড়দার করা (বর্গমিটার)	১৮৮৯ (বর্গমিটার) ৬৫০ (Sqm)	সম্পন্ন হয়েছে।

কম্পোনেন্ট সি: প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করা (ডেলিভারেবল্স/ কার্যকলাপের অধীনে অর্জিত অগ্রগতি)

প্রকল্পের কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	মে'২০২৩ পর্যন্ত অর্জন
মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক (MVC) ক্রয়	৩৬০ টি	৩৬০ টি ক্রয় ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।
বিদেশ শিক্ষা সফর এবং অফিসার/পেশাদার/ প্রসেসর /কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (১০৫০জন)	১০৫০ জন	স্টাডি ট্যুর: পিএমইউ, ডিএলএস এবং এমওএফএল থেকে এলডিডিপির সাথে যুক্ত মোট ১৯৭ (মহিলা-২০) বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা"ডেইরি ফার্ম ব্যবস্থাপনা, দুধ প্রক্রিয়াকরণ," বিষয়ক অধ্যয়ন সফল করেছেন পণ্য বৈচিত্র্যকরণ এবং বিপণন।" মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রাজিলের জন্য গত এপ্রিল ২০২২-এ একটি সফরের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রকল্পের কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	মে' ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন
এএমআর, মাইক্রোবিয়াল এবং রাসায়নিক নজরদারি প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন এবং পরিদর্শন পদ্ধতি		"অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) এবং নজরদারি ব্যবস্থাপনা" বিষয়ে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৪১০ কপি ছাপা হচ্ছে। ১৪১০ কপি বিতরণ করা হয়েছে। AMR এবং সার্ভিলেন্স অফিসার (DLS অফিসার/LEOs): মোট ১৪১০ (২৭৬ মহিলা) কর্মী ২৫ আগস্ট, ২০১৯ থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ঢাকার সাভারে অফিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে ৪৭ ব্যাচের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন। এছাড়াও ৪২০ জন অফিসার AMR প্রশিক্ষণে রিফ্রেশার পেয়েছেন।
গবেষণা এবং উদ্ভাবন (২২ গবেষণা)	২২ টি	১৬ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
সমন্বিত পশু স্বাস্থ্য উৎপাদনের জন্য দেশে পেশাদার উন্নয়ন		বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি, মুদ্রণ এবং বিতরণ করা হয়েছে একসাথে ১০,০০০ মডিউল বিতরণ করা হয়েছে। পশুর স্বাস্থ্যের উপর প্রশিক্ষণ: ০৬ ডিসেম্বর, ২০১৯ থেকে ১৫ মার্চ, ২০২২ এর মধ্যে RDA বগুড়ায় ৩৮ ব্যাচের DLS অফিসারের মাধ্যমে ১১১০ জন কর্মকর্তা (মহিলা-২৪৯) অংশগ্রহণ। AMR এবং নজরদারি অফিসার (DLS অফিসার /LEOs) এর প্রশিক্ষণ: সাভারে OTI তে ২৫ আগস্ট, ২০১৯ থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত মোট ১৮২৫ (৪০০ জন মহিলা) কর্মী প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ। এছাড়াও ৪২০ জন একই গ্রুপ এএমআর প্রশিক্ষণে রিফ্রেশার পেয়েছে। ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর অফিসের সাজসজ্জা: মোট ৭২০ জন (মহিলা ২৪ জন) কর্মীকে ২৪ ব্যাচের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়শ্রেণীর কর্মচারীর পেশাগত উন্নয়ন: মোট ২৪৮২ জন (মহিলা ২৭১ জন) কর্মীকে ৮৩ ব্যাচের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তাদের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি শনাক্তকরণ: মোট ১৯৭ জন (মহিলা ৪৮ জন) কর্মকর্তা শিক্ষণ গ্রহণ সম্পন্ন।
ILM এবং CNG সহ গভঃ ডেমো ফার্ম এবং ট্রেনিং সেন্টারের মেরামত ও সংস্কার (৬ টি গভ. প্রজনন কেন্দ্র)	৬ টি	সম্পন্ন হয়েছে।
খাদ্য নিরাপত্তা এবং আইনি প্রয়োগের উপর মাল্টি স্টেকহোল্ডার প্রচার কর্মশালা (১০ কর্মশালা)	১০ টি	চলমান রয়েছে।
নির্বাচিত ল্যাবের জন্য ফি এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী (৪ বছর)	-	চলমান রয়েছে, ৩ টি প্যাকেজ সম্পন্ন।
বিভিন্ন খাদ্য সুরক্ষা পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ এবং ডেমো (ব্যক্তি)	৩৯০৯০	প্রস্তুতি চলছে
FDIL এবং DVH (70 সেট) সহ পশু চিকিৎসা তত্ত্বাবধান এবং পরিষেবা সরবরাহের জন্য ডিএলএস-এর ক্ষমতা সম্প্রসারণ/ আপগ্রেড করণ	৭০ সেট	৭০ সেটের মধ্যে ৩৫টি ICB এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল। বাকি ৩৫ সেট সংগ্রহ করা হবে
উপজেলা পর্যায়ে মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাব (৪৬৫)	৪৬৫ টি	চলতি অর্থবছরে ১৫০ টি মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি এপিপি অনুমোদিত হয়েছে, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইজিপি ঘোষণা করা হয়েছে।
ল্যাবরেটরির বর্জ্য ডিস্পোসাল পিট (১৫ বর্গ মিটার)	১৫ বর্গ মিটার	নির্মাণ চলমান।
জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান পরীক্ষাগারের জন্য ফিড বিশ্লেষণ সরঞ্জাম	(২১ সেট)	সম্পন্ন হয়েছে।
কৃত্রিম প্রজননের জন্য ভবন নির্মাণ	৮টি	নির্মাণ কাজ চলমান।
বিদ্যমান ডিএলএস ল্যাব উন্নত করা। (সরঞ্জাম, নমুনা, ব্যবহারযোগ্য এবং trg.)	২০ সেট	কাজ চলমান রয়েছে, সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে বিতরণ সম্পন্নের পরিকল্পনা রয়েছে।
খাদ্য নিরাপত্তা ল্যাব (সরঞ্জাম) এর নির্বাচিত নেটওয়ার্ক উন্নতকরণ		৬ সফ্টওয়্যার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ইন্টারনেট ডিভাইস, প্রজেক্টর সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এফডিআইএল, সিডিআইএল এবং এলআরআইকে বিতরণ করা হয়েছে। প্যাকেজের মাধ্যমে ১০৯ ধরনের ভোগ্যপণ্য ক্রয় করা হয়েছে এবং BAU এর ৩টি পরীক্ষাগারে বিতরণ করা হয়েছে।
কন্টিনজেন্সি ইমার্জেন্সি রেসপন্স কম্পোনেন্ট (CERC) ৬২০০০০ কৃষক		৬,৮০,০০০ কৃষক ক্যাশ গ্রহণ এবং বিপণন সহায়তা পেয়েছে। সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে ($ ৮৮.৬৩ m) ।

কম্পোনেন্ট ডি: প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং মনিটরিং এবং ইভালুয়েশন (ডেলিভারেবল্স/ কার্যকলাপের অধীনে অর্জিত অগ্রগতি)

প্রকল্পের কার্যক্রম	লক্ষ্য	মে' ২০২৩ পর্যন্ত অর্জন
বিভাগ, জেলা এবং উপজেলাসমুহের জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, তত্ত্বাবধান এবং পর্যবেক্ষণ তহবিল	(বার্ষিক ৪০ ইউনিট)	চলমান রয়েছে।
অফিস সাপ্লাইজ এবং কম্পিউটার ব্যবহার্য সামগ্রী	(LS)	চলমান রয়েছে।
টেলিযোগাযোগ সেবা	(LS)	-
বিজ্ঞাপন এবং মিডিয়া যোগাযোগ	(LS)	চলমান রয়েছে।
LDDP ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট এবং অপারেশন (মাস ৬০)		চলমান রয়েছে।
অফিস কন্টিনজেন্সি	(LS)	চলমান রয়েছে।
অফিস সিকিউরিটি অ্যান্ড ক্লিনিং	(LS)	চলমান রয়েছে।
প্রকল্পের গাড়ি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ		চলমান রয়েছে।
PMU এর জন্য বিল্ডিং নির্মাণ এবং অফিসের জায়গা	১১০০ sqm	সম্পন্ন হয়েছে ।
অফিস আসবাবপত্র লট		সম্পন্ন হয়েছে ।

কম্পিউটার এবং সহযোগী সরঞ্জাম	(LS)	সম্পন্ন হয়েছে।
ফটোকপি এবং মুদ্রণ সরঞ্জাম	(LS)	সম্পন্ন হয়েছে।
পরামর্শ পরিষেবা (ব্যক্তিগত বিশেষজ্ঞ) (১১৫৬-জন মাস)		চলমান রয়েছে।
কনসালটেন্সি সার্ভিস (সাপোর্ট স্টাফ) (২০১৯৬- জন মাস)		চলমান রয়েছে।
PIUs কার্যক্রম		চলমান রয়েছে।
পিএসসি মিটিং		৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
পিআইসি মিটিং		৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এলডিডিপির প্রকল্প কর্মীদের অবস্থা		ডিপিপি অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে ৪৬৫ জন প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (LEO), ২০ জন মনিটরিং অফিসার (MO), উপজেলা পর্যায়ে ৯৩০ জন এলএফএ নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও ৪২০০ এলএসপি নিয়োগ করা হয়েছে।

৩.২ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের পর্যালোচনা

৩.২.১ ক্রয় কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা

ডিপিপি'তে অনুমোদিত মোট প্যাকেজ সংখ্যা ২৮৬টি যার মধ্যে পণ্য ১০১টি, কার্য ১১৪টি ও সেবার ৭১টি (ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান) প্যাকেজ রয়েছে। পণ্য ক্রয়ের ১০১টি প্যাকেজের মধ্যে ৬৪টি প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১৩টি প্যাকেজের টেন্ডার কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে। কার্য ক্রয়ের ১১৪টি প্যাকেজের মধ্যে ৭৭টি প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ১৫টি প্যাকেজের টেন্ডার কার্যক্রম বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে। সেবা ক্রয়ের ৭১টি (প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি) প্যাকেজের মধ্যে ৪২টি প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ২টি প্যাকেজের টেন্ডার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিপিপিতে উল্লিখিত দরপত্র আহ্বানের তারিখ অনুযায়ী বাস্তবে দরপত্র আহ্বান করা হয়নি। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্যাকেজের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে উল্লিখিত ক্রয় পদ্ধতি এবং চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

এখানে উল্লেক্ষ্য যে, কিছু প্যাকেজ বিভক্তির ফলে বাস্তবিক ক্রয় পরিকল্পনায় অতিরিক্ত বেশ কিছু নতুন প্যাকেজ সংযুক্ত হয় যা অনুমোদিত ডিপিপি-র তালিকাভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যার সাথে সঞ্জাতিপূর্ণ নয়। এছাড়া, কোভিডকালীন সময়ে জরুরি কর্ম পরিকল্পনা (Emergency Action Plan) -এর আওতায় ডিপিপি-তে সুনির্দিষ্ট প্যাকেজসমূহের বাইরে হোপ-এর অনুমোদন সাপেক্ষে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭টি পণ্য ও ৮টি সেবা প্যাকেজ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উল্লিখিত EAP প্যাকেজসমূহের ক্রয়ের ধরন ও পদ্ধতি পিপিআর এর নির্দেশনা ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশে বর্ণিত প্রাক্কলিত মূল্য সীমা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়।

সারণি ৩.৩: ক্রয় কার্যক্রমের সার্বিক অগ্রগতি

ক্রয় শ্রেণী	অগ্রগতি (সংখ্যা)			ক্রয় কার্যক্রমের অবস্থা
	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন	টেন্ডার কার্যক্রম চলমান	
পণ্য প্যাকেজ	১০১	৬৪	১৩	টেন্ডার আহ্বান-১টি, মূল্যায়ন চলমান-৭টি, মূল্যায়ন সমাপ্ত-৪টি, কার্যাদেশ প্রদান-১টি
কার্য প্যাকেজ	১১৪	৭৭	১৫	টেন্ডার আহ্বান-৭টি, মূল্যায়ন চলমান-৪টি, মূল্যায়ন সমাপ্ত-১টি, কার্যাদেশ প্রদান-৩টি
সেবা প্যাকেজ - প্রতিষ্ঠান	৪৫	১৯	১	মূল্যায়ন চলমান
সেবা প্যাকেজ - ব্যক্তি	২৬	২৩	১	মূল্যায়ন চলমান
মোট	**২৮৬**	**১৮৩**	**৩০**	

ডিপিপি-এর ক্রয় পরিকল্পনায় বরাদ্দকৃত মোট অর্থের বিপরীতে সম্পাদিত ক্রয়ের তুলনামুলক চিত্র-

পণ্য প্যাকেজ		কার্য প্যাকেজ		সেবা প্যাকেজ	
ডিপিপি অনুযায়ী মোট প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	সম্পাদিত ক্রয়ের মোট চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	ডিপিপি অনুযায়ী মোট প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	সম্পাদিত ক্রয়ের মোট চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	ডিপিপি অনুযায়ী মোট প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	সম্পাদিত ক্রয়ের মোট চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)
৯৫,৮২৭.৮৫	**৩৬,৬৮৮.৯৩**	৯৫,০৮২.৮৫	**২৯,২৬৩.০৯**	৪৬,৪৩২.৬৪	**৩০,০৭৯.২৮**

প্রকল্পের কর্মসূচির আওতায় সম্পন্নকৃত ক্রয় কার্যক্রমসমূহ ডিপিপিতে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিপালনের তুলনামূলক চিত্র নিম্নের সারণিতে প্রদর্শিত হল।

৩.২.২ প্রকল্পের ডিপিপির সাথে ক্রয় কার্যক্রমের তুলনামূলক পর্যালোচনা

ডিপিপিতে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী বাস্তবে দরপত্র আহ্বান, চুক্তি স্বাক্ষর, কাজ সমাপ্তি ইত্যাদির কোনটিই সম্পাদন করা হয়নি। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্যাকেজে ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি এবং চুক্তি অনুমোদন প্রতিপালন করা হয়নি।

সারণি ৩.৪ প্রকল্পের (পণ্য) পরিকল্পনা পর্যালোচনা (এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত সম্পাদিত চুক্তি সমূহ)

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের প্রকৃত তারিখ		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ		প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ সমাপ্তের তারিখ		মন্তব্য
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত			ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তি অনুযায়ী	
জিডি-৮৫	৭/১/২০২০	-	DPM	DPM	PD	MoFL	৯/৯/২০২০	-	১৮,০০০,০০০.০০	১৮,০০০,০০০.০০	২/১৬/২০২১	-	
জিডি-১০১	২/২৫/২০১৯	-	RFQ	RFQ	PD	PD	৫/৬/২০১৯	-	২১০,০০০.০০	২১০,০০০.০০	১১/২/২০১৯	-	
জিডি-৭৮A	১১/১/২০১৯	২/২২/২০২১	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	১/১০/২০২০	৬/১৭/২০২১	৩,১৩৮,০০০.০০	১৯৯,০০০.০০	৫/৯/২০২০	৯/১৭/২০২১	
জিডি- ৮৭	৭/১/২০২০	১২/২২/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৯/৯/২০২০	১/২৩/২০২১	৪৬,২০০,০০০.০০	৩৫,১০০,০০৪.২০	২/১৬/২০২১	৪/২৩/২০২১	
জিডি- ৪৫	১/১/২০২০	১২/২২/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD`	PD	৩/১১/২০২০	২/১১/২০২০	২০,৭৫০,০০০.০০	২০,৭৩০,০০০.০১	১১/৬/২০২০	৫/১১/২০২০	
জিডি- ৮৯	৭/১/২০২০	২/৯/২০২০	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৯/৯/২০২০	৬/২/২০২০	২৬,৫৫০,১৫০.০০	২৩,৯৫৭,৪৯৬.০৩	২/১৬/২০২১	৯/২/২০২০	
জিডি- ৮৬ (Rev)	৭/১/২০২০	-	OTM (NCB)	DPM	PD	PD	৯/৯/২০২০	-	৭৪,৯৮৪,০০০.০০	৭৪,৯৮৪,০০০.০০	২/১৬/২০২১	-	
জিডি- ৮৮	৭/১/২০২০	২/১০/২০২০	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৯/৯/২০২০	৪/২০/২০২০	৯২,৪০০,০০০.০০	৯০,২০৭,৬০৪.২০	২/১৬/২০২১	৭/২০/২০২০	
জি-৭৪	১/১/২০২০	১২/২৩/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১১/২০২০	৮/৩/২০২০	৭,০১০,৫০০.০০	৫,৯৭০,৪৫০.৩৪	৭/৯/২০২০	৭/৬/২০২০	
জিডি-৬৯	১/১/২০২০	৪/২৮/২০২০	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১১/২০২০	৭/২৮/২০২১	৪৩,৮৬৯,০০০.০০	৪১,৫০৩,৭৯০.৪০	৭/৯/২০২০	১০/২৮/২০২১	
জিডি-৮৫(১) Rev	৭/১/২০২০	-	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৯/৯/২০২০	-	২৫,০০০,০০০.০০	২৩,৯৯৫,০০০.০০	২/১৬/২০২১	-	
জিডি-৮৫/১(B)Rev	৭/১/২০২০	-	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৯/৯/২০২০	-	৫,০০০,০০০.০০	৪,৯৯৮,৫০০.০০	৯/৯/২০২০	-	
EAP/ER/জি-১৫	-	৯/২/২০২০	-	OTM (NCB)	-	PD	-	১২/২৮/২০২০	২২,৫২৫,০০০.০০	১৯,৯৮১,০০০.৫৩	-	৩/২৮/২০২১	
EAP/ER/জি-১৪	-	৯/২/২০২০	-	OTM (NCB)	-	PD	-	১/২৪/২০২১	২০,৭০০,০০০.০০	১০,৮৬৭,২০০.৬০	-	৪/২৪/২০২১	
EAP/ER/জি-১৩	-	১০/৪/২০২০	-	OTM (NCB)	-	PD	-	২/২৪/২০২১	৪৭,৫০০,০০০.০০	১৬,৫৯৪,৬৫৫.৫০	-	৫/২৪/২০২১	
EAP/ER/জি-১২	-	১০/৪/২০২০	-	OTM (NCB)	-	PD	-	২/২৪/২০২১	৭০,০০০,০০০.০০	৪০,৯০৩,২০০.৪০	-	৫/২৪/২০২১	
EAP/ER/জি-১০	-	১০/৭/২০২০	-	RFQ	-	PD	-	১২/২২/২০২০	৯৯৫,০০০.০০	৯৯৩,০০৮.১৯	-	৩/২২/২০২১	
EAP/ER/জি-০৯	-	১০/৭/২০২০	-	RFQ	-	PD	-	১/১৭/২০২১	১,৭৮২,০০০.০০	১,২৯৯,৬৭৪.৩৮	-	৪/১৭/২০২১	

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের প্রকৃত তারিখ		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ		প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ সমাপ্তের তারিখ		মন্তব্য
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত			ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তি অনুযায়ী	
EAP/ER/জি-১১	-	৭/৮/২০২০	-	OTM (NCB)	-	MoFL	-	৯/১৩/২০২১	৩৩৭,০২৫,০০০.০০	৩২৩,৩৮২,৫২৭.০০	-	৩/১৩/২০২২	
জিডি-৪৬	২/১/২০২০	১০/২০/২০২০	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৪/১১/২০২০	৩/১/২০২১	৩,১১৪,০০০.০০	৩,১১৪,০০০.০০	১২/৭/২০২০	৬/১/২০২১	
জিডি-৪০ &৪১	১১/১/২০১৯	৯/১১/২০২০	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	১/১০/২০২০	৩/১/২০২১	৩৩,৫৯৮,০০০.০০	৩৩,৪৭৮,৩৫৪.৪০	৯/৬/২০২০	৬/১/২০২১	
জিডি-৫১	১০/১/২০১৯	১২/৩০/২০২০	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	১২/১০/২০১৯	৬/২২/২০২১	২১,৯৩০,০০০.০০	২১,০৬১,৮০৫.৭১	৮/৬/২০২০	৯/২২/২০২১	
জিডি-৪৮	১০/১/২০২০	৯/৩০/২০২০	DPM	DPM	PD	PD	১২/১০/২০২০	১/২৭/২০২১	২৪,৬০১,৬০০.০০	২৪,৬০১,৬০০.০০	৮/৭/২০২১	১২/৩০/২০২৩	
জিডি-৬০A	১/২/২০২০	২/২৫/২০২১	OTM (ICB)	OTM (ICB)	DG	DG	৩/১২/২০২০	৫/৩১/২০২১	১৫৭,০০০,০০০.০০	L1(USD-৩৫১৫৭৫.০০, Eur- ৫২১১০২.০০, BDT-৪৭৬০০০০.০০); L2(USD-৪৩১১২৯.০০, Eur-১৭৯৮৬১, BDT-১৪২৪০০০.০০)	১১/৭/২০২০	৯/৩০/২০২১	
জিডি-৩৯	৯/৩/২০১৯	১০/২৮/২০২১	OTM (ICB)	OTM (ICB)	DG	DG	১১/১২/২০১৯	৭/২৮/২০২২	২০০,০০০,০০০.০০	L1-(USD-৮৬৪৫৬২+BDT-৯৯৬৪০০+BDT-৩৯০০০০০); L2-(USD-৭৬৯৪০৪+BDT-৪৩২৫০০০+BDT-৩৪৭৮০০০); L3-(USD-১৮১৪২০+BDT-১৩২৫১৫০+BDT-১৪৪০০০০)	৭/৯/২০২০	১১/২৮/২০২২	
জিডি-১১১	-	১/৩/২০২১	-	RFQ	-	PD	-	১/২৪/২০২১	১,৬৫৪,০০০.০০	১,৬৩১,৮৫০.০০	-	২/২৪/২০২১	
জিডি-৭৯	১১/০১/২০১৯	৬/২২/২০২০	OTM (NCB)	RFQ	PD	PD	১/১০/২০২০	৬/২৬/২০২০	৮০০,০০০.০০	৭৯৭,৯০০.০০	৯/৫/২০২০	৭/১/২০২০	
জিডি-৭৯/১	১১/০১/২০১৯	৪/১/২০২০	OTM (NCB)	RFQ	PD	PD	১/১০/২০২০	৪/৫/২০২০	-	৩৭৫,০০০.০০	৯/৫/২০২০	৪/৭/২০২০	

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের প্রকৃত তারিখ		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ		প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ সমাপ্তের তারিখ		মন্তব্য
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত			ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তি অনুযায়ী	
জিডি-৬৭	১/১/২০২০	১০/১৯/২০২০	OTM (ICB)	OTM (ICB)	CCGP	MoFL	১১/৩/২০২০	৮/২৬/২০২১	৬৫৪,৮৫৭,০০০.০০	৫৯০,০৬২,৮৩৭.৫০	৭/৯/২০২০	১১/২৬/২০২১	
জিডি-৭৬	১/০১/২০২০	৬/১৭/২০২০	OTM (NCB)	RFQ	PD	PD	১১/৩/২০২০	৬/২৫/২০২০	৪১০,০০০.০০	৪০৭,৭৫০.০০	৭/৯/২০২০	৬/৩০/২০২০	
জিডি-৬৬	৭/১/২০১৯	৩/৩/২০২০	OTM (ICB)	OTM (ICB)	CCGP	MoFL	৯/৯/২০১৯	৫/৩১/২০২১	৯৯০,৫৪০,০০০.০০	৯৫১,১২০,৫২২.০০	১/৭/২০২০	৭/১৫/২০২১	
জিডি-৪৪	১/১/২০২০	৩/১৮/২০২১	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১১/২০২০	৬/১০/২০২১	৭,৭৩৮,০০০.০০	৭,৯৮২,৫০০.১০	১১/৬/২০২০	৯/১০/২০২১	
জিডি-৪৭	১০/১/২০১৯	৩/২৮/২০২১	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	DG	১২/১১/২০১৯	৮/৩/২০২১	৩৭,০০০,০০০.০০	২৯,৩০২,২৭০.০০	৮/০৬/২০২০	১২/২/২০২৩	
জিডি-৭৮	১১/১/২০১৯	২/২২/২০২১	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	১/১০/২০২০	৬/১০/২০২১	৬,৮২৫,০০০.০০	৪,৮৯০,৫৮০.২৫	৫/৯/২০২০	৯/১০/২০২১	
জিডি-৭৮/১	১১/১/২০১৯	২/২২/২০২১	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	১/১০/২০২০	৬/১৭/২০২১	-	১,৭৮৮,৬০০.২৩	৫/৯/২০২০	৯/১৭/২০২১	
জিডি-৬৩	১/২/২০২০	২/২৪/২০২০	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১২/২০২০	৮/১৯/২০২০	২৯,৬০২,০০০.০০	২৮,৬৩৪,৯৯৫.৫৫	১১/৭/২০২০	১১/১৮/২০২০	
জিডি-৪৩	১/১/২০২০	৩/২৫/২০২১	OTM (NCB)	RFQ	PD	PD	১১/২০২০	৪/৫/২০২২	১,৬০০,০০০.০০	১,৫৯৫,০০০.০০	১১/৬/২০২০	৮/৫/২০২১	
জিডি-৫১	১০/১/২০১৯	১২/৩০/২০২০	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	১২/১০/২০১৯	৬/২২/২০২১	২২,১৫৪.০০০.০০	২১,০৬১,৮০৫.৭১	৮/৬/২০২০	৯/২২/২০২১	
জিডি-৫৮	১/২/২০২১	৬/২৩/২০২১	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১৩/২০২১	১০/১০/২০২১	১৭,৯৮০,০০০.০০	৯,৯০০,০০৬.২০	১১/৮/২০২১	১/১০/২০২২	
জিডি-১৬(১)	৭/১৫/২০২০	১১/১৭/২০২১	OTM (NCB)	OTM (NCB)	DG	PD	৯/২৩/২০২০	১/১৯/২০২২	৩৬,০০০,০০০.০০	৩৫,৪৬০,০০০.১৮	৫/২১/২০২১	৪/১৯/২০২২	
জিডি-১৬(২)	৭/১৫/২০২০	১০/৭/২০২১	OTM (NCB)	OTM (NCB)	DG	PD	৯/২৩/২০২০	১/২৪/২০২২	২৫,১৮২,০০০.০০	২৩,১৯০,০০০.০৩	৫/২১/২০২১	১১/১৭/২০২১	
জিডি-১৬(৩)	৭/১৫/২০২০	২/২৮/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	DG	PD	৯/২৩/২০২০	৫/১৭/২০২২	৬,৫১৩,০৫০.০০	৬,৪৬৬,৯১৫.৭০	৫/২১/২০২১	৮/১৭/২০২২	
জিডি-৫২	১/৫/২০২০	১০/৭/২০২১	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১৫/২০২০	১২/২২/২০২১	২১,৯৫৮,০০০.০০	১৮,৯৩৭,৮২৬.৪০	১১/১০/২০২০	৩/২২/২০২১	
জিডি-৬৪	১/২/২০২১	১০/৭/২০২১	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১৩/২০২১	৩/১৩/২০২২	৩০,৩৩১,০০০.০০	৩০,১৯৬,৩১৯.১৯	১১/৮/২০২১	৬/১৩/২০২২	
জিডি-৬৭(১)	১/১/২০২০	১০/৩১/২০২১	OTM (ICB)	OTM (NCB)	CCGP	PD	৩/১১/২০২০	৩/২২/২০২১	৬৬,৫৬১,০০০.০০	৫৯,৭৯৬,৯১০.৭১	৭/৯/২০২০	৬/২২/২০২১	
জিডি-৭৫(১)	১/১/২০২১	১০/৭/২০২১	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১২/২০২১	১/৩০/২০২২	৯,৭৭২,৫০০.০০	১১,৪১০,৬৬৫.৩৫	৭/১০/২০২১	৪/৩০/২০২২	
জিডি-৯৪	৭/১/২০২১	১২/৩০/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৯/৯/২০২১	৩/৩/২০২২	১৭,৩৮৮,০০০.০০	১৬,৭৯৪,৭৫০.০২	২/১৬/২০২২	৬/৩/২০২২	
জিডি-১০৩	-	৩/২৭/২০২২	-	OTM (NCB)	-	PD	-	৯/৬/২০২২	৪৫,৩০০,০০০.০০	৪২,৯১১,৫২৬.০০	-	১২/৬/২০২২	
জিডি-১০৪	-	১২/২৯/২০২২	-	OTM	-	PD	-	৪/৩/২০২২	৭,৬৫০,০০০.০০	৬,১১৭,০৫১.০০	-	৭/৩/২০২২	

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের প্রকৃত তারিখ		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ		প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ সমাপ্তের তারিখ		মন্তব্য
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত			ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তি অনুযায়ী	
				(NCB)									
জিডি-১০৫	-	৩/২৭/২০২২	-	OTM (NCB)	-	PD	-	১০/১২/২০২২	১৪,৯০০,০০০.০০	১৩,৫৬০,২১১.০০	-	১/১২/২০২৩	
জিডি-১০৭	-	৩/২৭/২০২২	-	OTM (NCB)	-	PD	-	৭/১৭/২০২২	৩,৭১৭,০০০.০০	২,৮৫২,৪২৬.৭০	-	১০/১৭/২০২২	
জিডি-১১৩	-	১০/১১/২০২১	-	OTM (NCB)	-	PD	-	১/১৯/২০২২	৫৫,০০০,০০০.০০	৫৪,৯৯৯,৫০০.০৫	-	৪/১৯/২০২২	
জিডি-১১৫	-	১০/৪/২০২১	-	RFQ	-	PD	-	১০/৭/২০২১	৫০০,০০০.০০	৪,৫৪,৪১০.০০	-	১০/১০/২০২১	
জিডি-২৭	৭/৫/২০১৯	৩/২৩/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৯/১৩/২০১৯	৬/১৬/২০২২	২৪,৮৯৭,৭৭০.০০	২৪,৭৮২,১১০.০০	৫/১০/২০২০	৯/১৬/২০২২	
জিডি-৫৬&৫৭	১২/২/২০১৯	২/২৪/২০২০	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	২/১০/২০২০	৭/১/২০২০	৩৫,৯০০,০০০.০০	৩২,০৩৬,১৮৫.০০	১০/৭/২০২০	১০/১/২০২০	
LDDP/জি-৬৬(i)	৭/১/২০১৯	১০/২৫/২০২১	OTM (ICB)	OTM (ICB)	CCGP	PD	৯/৯/২০১৯	৫/২৪/২০২২	১৫০,৬২৫,০০০.০০	৯৩,৫৮৮,৫০০.০০	১/৭/২০২০	৯/২৪/২০২২	
LDDP/জি-৬৬(ii)	৭/১/২০১৯	৬/২৭/২০২২	OTM (ICB)	OTM (NCB)	CCGP	PD	৯/৯/২০১৯	১০/৩০/২০২২	৫৩,৯০৭,০০০.০০	৫৩,৬৯৬,৭৫৯.৪৪	৭/১/২০২০	১/২৯/২০২৩	
LDDP/জি-২৮ & ২৯	৭/৫/২০১৯	৮/১১/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৯/১৩/২০১৯	১০/৩০/২০২২	৪৯,৭৯৬,৮৪০.০০	৪৯,৬৬৮,২৮৫.৪০	৫/১০/২০২০	৪/২৯/২০২৩	
LDDP/জি-৫৩	১/৫/২০২১	১২/৫/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১৬/২০২১	৩/১৯/২০২৩	২২,০৮০,০০০.০০	১৯,২৫৪,০১১.৪০	১১/১১/২০২১	৯/১৮/২০২৩	
LDDP/জি-৫৯	১/২/২০২২	১২/১/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১৩/২০২২	২/১৯/২০২৩	১৭,৯৮৭,১৭১.৭৫	১৭,৬৪৭,৩৪৮.৮৮	১১.৮.২০২২	৫/২০/২০২৩	
LDDP/জি-১০৮	-	১০/২৪/২০২২	-	OTM (NCB)	-	PD	-	৯/২/২০২৩	৮৫৫,০০০.০০	৩৮৪,৪৮১.৬২	-	৫/১০/২০২৩	
LDDP/জি-১১০	-	১০/৩১/২০২২	-	OTM (NCB)	-	PD	-	২/১৫/২০২৩	১৩,০০৯,৫০০.০০	১০,৯৭৭,৭৫৩.৪৭	-	৬/১৪/২০২৩	
LDDP/জি-১১২	-	১০/৩১/২০২২	-	OTM (NCB)	-	PD	-	৬/২/২০২৩	১৪,৯০০,০০০.০০	১৩,৭০০,২১১.০০	-	৫/৫/২০২৩	
LDDP/জি-১১৪	-	১২/১২/২০২২	-	OTM (NCB)	-	PD	-	২/১৩/২০২৩	৬৪,৯৫২,০০০.০০	৬৪,২৯০,৭৫৫.২০	-	৬/১২/২০২৩	
LDDP/জি-১১৬	-	১১/১৫/২০২২	-	OTM (NCB)	-	PD	-	৩/১৫/২০২৩	৪৬,৯৫০,০০০.০০	৪১,৪১৬,০২৬.০০	-	৬/১৪/২০২৩	
LDDP/জি-১১৭	-	১১/১৯/২০২২	-	OTM (NCB)	-	PD	-	৯/২/২০২৩	২,৯৯২,৫০০.০০	১,৩৪৫,৬৮৫.৬৭	-	৫/৮/২০২৩	
LDDP/জি-১২০	-	১২/৮/২০২২	-	OTM (NCB)	-	PD	-	২/১৯/২০২৩	৭,৬৩২,০০০.০০	৬,৪৪৪,০৭২.০০	-	৬/১৮/২০২৩	
LDDP/জি-১১৯	-	১১/২২/২০২২	-	OTM (NCB)	-	PD	-	১১/২৪/২০২২	৩,৯৯৮,৪৮০.০০	৩,৯৯৬,০০০.০০	-	১২/১/২০২২	

সারণি ৩.৫: প্রকল্পের (কার্য ক্রয়) পরিকল্পনা পর্যালোচনা (এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত সম্পাদিত চুক্তি সমূহ)

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের প্রকৃত তারিখ		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ		প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ সমাপ্তের তারিখ		মন্তব্য
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত			ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তি অনুযায়ী	
ডব্লিউডি-৯০, ৭২ ও ৭৩	৩/১৫/২০১৯	৪/২৩/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৫/১৫/২০১৯	৬/৩/২০১৯	৬৬,৮১২,১১০.২৩	৬৬,৭৯৮,৯৬৪.৪১	৭/১৫/২০১৯	৬/৩/২০২০	
ডব্লিউডি-২৩	৫/১৫/২০১৯	৫/৫/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৭/১৭/২০১৯	৭/১৬/২০১৯	৬০,৪১৩,৬১৫.৬০	৫৬,৩৮৯,৭৪৭.৫৯	৫/২৭/২০২০	৭/১৬/২০২০	
ডব্লিউডি-২৭	৫/১৫/২০১৯	৫/৫/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৭/১৭/২০১৯	১১/২৮/২০১৯	৬০,৪১৯,৯৪৯.২০	৬০,৩৫১,৫৬৫.৭০	৫/২৭/২০২০	১১/২৮/২০২০	
ডব্লিউডি-২৬	৫/১৫/২০১৯	৭/২৮/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৭/১৭/২০১৯	৯/২২/২০১৯	৬০,৪১৯,৯৪৯.২০	৫৯,২১০,২৪৩.৭০	২৭/০৫/২০২০	৯/২২/২০২০	
ডব্লিউডি-২৮	৫/১৫/২০১৯	৮/৪/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৭/১৭/২০১৯	১০/৭/২০১৯	৬০,৪১৯,৯৪৯.২০	৫৯,৭৮১,৩৯৭.২০	২৭/০৫/২০২০	১০/৭/২০২০	
ডব্লিউডি-১১৩	৭/১৯/২০১৯	৮/৭/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৯/১৯/২০১৯	১০/৩০/২০১৯	৯,৭৭৮,৬৩৩.৫৬	৮,১৩৫,৫৫০.০০	৫/১৯/২০২০	১০/৩০/২০২০	
ডব্লিউডি-১১১	৭/১৯/২০১৯	৮/৭/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৯/১৯/২০১৯	১০/৩০/২০১৯	৯,০৬৪,৮৯৪.০০	৮,৬১০,৩৮৩.৪৫	৫/১৯/২০২০	১০/৩০/২০২০	
ডব্লিউডি-১০৯	৭/১৯/২০১৯	৮/২৫/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৯/১৯/২০১৯	১০/৩০/২০১৯	৮,৮৬৩,৯৯৯.০০	৭,৮৫৭,৯১০.২৪	৫/১৯/২০২০	১০/৩০/২০২০	
ডব্লিউডি-১০৮	৭/১৯/২০১৯	৮/২৫/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৯/১৯/২০১৯	১১/৩/২০১৯	২২,৬৬২,৯৯৫.০০	১৯,৫৯৫,৬০৯.৯৫	৫/১৯/২০২০	১১/৩/২০২০	
ডব্লিউডি-৮৮	২/১৪/২০২০	৯/৩/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৪/১৫/২০২০	১০/২/২০১৯	১২,৫৪০,৫১৯.৩০	১২,৫৫৭,৯৮৭.২০	৫/১৮/২০২২	১০/২/২০২০	
ডব্লিউডি-১১০	৭/১৯/২০১৯	৯/১৬/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৯/১৯/২০১৯	১১/৩/২০১৯	৯,০৬৪,৯৮৭.০০	৭,৮৯৮,৪৯৯.৯০	৫/১৯/২০২০	১১/৩/২০২০	
ডব্লিউডি-১১২	৭/১৯/২০১৯	৯/১৮/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৯/১৯/২০১৯	১২/১২/২০১৯	৯,০৯৮,৯৯৬.৯৮	৭,৩৪১,০২৯.২৫	৫/১৯/২০২০	১২/১২/২০২০	
ডব্লিউডি- ৩১	৫/১৫/২০১৯	১০/১০/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৭/১৭/২০১৯	১১/২৮/২০১৯	৬৯,৭১২,৩২৬.০০	৬৯,৬৫৮,৭৮৪.৫৮	৫/২৭/২০২০	১১/২৮/২০২০	
ডব্লিউডি- ৩০	৫/১৫/২০১৯	১০/১০/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৭/১৭/২০১৯	১২/২/২০১৯	৬০,৪১৭,৩৪৯.২০	৫৮,৬৩৩,৫৯৫.৯৮	৫/২৭/২০২০	১২/২/২০২০	
ডব্লিউডি-২৫	৫/১৫/২০১৯	১০/১০/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৭/১৭/২০১৯	১১/২৮/২০১৯	৬০,৪১৭,৩৪৯.২০	৫৯,৮১৫,১৭২.৬৭	৫/২৭/২০২০	১১/২৮/২০২০	
ডব্লিউডি-২৪	৫/১৫/২০১৯	১০/১০/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৭/১৭/২০১৯	১১/১৭/২০১৯	৬০,৪১৭,৩৪৯.২০	৫৯,৯৯০,৬৮৫.৬০	৫/২৭/২০২০	১১/১৭/২০২০	
ডব্লিউডি-২৯	৫/১৫/২০১৯	১০/২০/২০১৯	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৭/১৭/২০১৯	১২/১২/২০১৯	৬০,৪১৭,৩৪৯.২০	৫৯,৪১৩,৭৫৫.৩১	৫/২৭/২০২০	১২/১২/২০২০	
ডব্লিউডি-১৮	৫/১৫/২০১৯	১১/২/২০২১	RFQ	OTM (NCB)	PD	PD	৭/১৭/২০১৯	১/১৯/২০২২	৩,৫৭৫,০৮৩.৭৪	৩,০৭৯,৭০৮.৯৪	৫/২৭/২০২০	৭/১৯/২০২২	
ডব্লিউডি-১৯	৫/১৫/২০১৯	১১/২/২০২১	RFQ	OTM (NCB)	PD	PD	৭/১৭/২০১৯	১/১৯/২০২২	২,৩৮৩,৩৮৯.১৬	১,৯৪৬,৯৩৬.১২	৫/২৭/২০২০	৭/১৯/২০২২	

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের প্রকৃত তারিখ		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ		প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ সমাপ্তের তারিখ		মন্তব্য
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত			ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তি অনুযায়ী	
ডব্লিউডি-২০	৫/১৫/২০১৯	১১/২/২০২১	RFQ	OTM (NCB)	PD	PD	৭/১৭/২০১৯	১/১৯/২০২২	৯৩৮,৭৮৮.৭৮	৭৬৬,৪৩৮.৮৩	৫/২৭/২০২০	৭/১৯/২০২২	
ডব্লিউডি-২১	৫/১৫/২০১৯	১১/২/২০২১	RFQ	OTM (NCB)	PD	PD	৭/১৭/২০১৯	১/১৯/২০২২	৯৩৮,৭৮৮.৭৮	৭৩২,১৯৩.৮৩	৫/২৭/২০২০	৭/১৯/২০২২	
ডব্লিউডি-২২	৫/১৫/২০১৯	১১/২/২০২১	RFQ	OTM (NCB)	PD	PD	৭/১৭/২০১৯	১/১৯/২০২২	৯৩৮,৭৮৮.৭৮	৭১২,০৫৮.৮৩	৫/২৭/২০২০	৭/১৯/২০২২	
LDDP/ডব্লিউ-১১৫	-	১১/৩/২০২১	-	OTM (NCB)	-	PD	-	২/১/২০২২	২৭,৩৮৭,৪৫৩.৯২	২১,৯৬৯,৮৫৪.০৩	-	১১/১/২০২২	
LDDP/ডব্লিউ-১৫	৪/২০/২০২০	৩/২০/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৫/১৭/২০২০	৭/২৭/২০২২	১৮,৮৯৯,৪০২.৪০	১৭,৬১০,১৫৩.০৮	৯/১৫/২০২০	৪/২৭/২০২৩	
ডব্লিউ-১৭	৪/২০/২০২০	৩/২১/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৫/১৭/২০২০	৬/৭/২০২২	৯,৪৪৯,৭০১.২০	৮,৯৯৯,৭৩১.৪১	৯/১৫/২০২০	৭/৩/২০২৩	
ডব্লিউ-১১৬A	-	৩/১৫/২০২২	-	OTM (NCB)	PD	PD	-	৬/৮/২০২২	৭,৫৯৯,৯৮১.৫৮	৫,৯৯৫,২৪০.১২	-	৮/৩/২০২৩	
ডব্লিউ-১১৭	-	৩/১৫/২০২২	-	OTM (NCB)	PD	PD	-	৬/১/২০২২	৭,৫৯৯,৮৭৯.৬২	৬,৩১৩,৮০২.৭০	-	৩/১/২০২৩	
ডব্লিউ-১১৮	-	৩/১৬/২০২২	-	OTM (NCB)	PD	PD	-	৫/২৬/২০২২	৭,৫৯৯,৮৭৯.৬২	২,৮৯৩,৭৯৮.৬০	-	২/২৬/২০২৩	
ডব্লিউ-১১৯	-	৩/১৬/২০২২	-	OTM (NCB)	PD	PD	-	৬/৮/২০২২	৩,৫৫৯,১৩৭.৬৪	৩,০৪৯,৯০৪.১৫	-	৩/৮/২০২৩	
ডব্লিউ-৪০	১২/১৫/২০২০	৬/২২/২০২১	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	২/১৭/২০২১	১০/১১/২০২১	৯,৬০৬,২৭১.৫৩	৯,৬০০,০০০.১৯	৮/১৯/২০২১	৪/১১/২০২২	
LDDP/ডব্লিউ-৮	১/১৫/২০২০	৫/১৭/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১৭/২০২০	৮/৩১/২০২২	১০,৪৩৯,০০০.০০	৮,৩৫৭,৫৮৪.৪০	৯/১৫/২০২০	৮/৩০/২০২৩	
LDDP/ডব্লিউ-৫	১/১৫/২০২০	৫/১৭/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১৭/২০২০	৮/৩১/২০২২	৮,৭০৮,০০০.০০	৬,৯৩৫,২৯৮.৪৭	৯/১৫/২০২০	৮/৩০/২০২৩	
LDDP/ডব্লিউ-৩৩	১২/১৫/২০২০	৪/২৪/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	২/১৭/২০২১	৮/২১/২০২২	২২,৮২০,২৯৬.১৩	১৮,৯৫৮,৬৪৪.৭০	৮/১৯/২০২১	৮/২১/২০২৩	
LDDP/ডব্লিউ-৩৪	১২/১৫/২০২০	৪/২৮/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	২/১৭/২০২১	৮/২১/২০২২	২২,২৪৬,৫১৯.৯৮	১৯,৩০৭,২১৮.৯৮	৮/১৯/২০২১	৮/২১/২০২৩	
LDDP/ডব্লিউ-৩৫	১২/১৫/২০২০	৫/১৯/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	২/১৭/২০২১	৮/২১/২০২২	২২,৬৯২,০৮২.১৭	১৯,৯৯৫,৯৭৩.৮২	৮/১৯/২০২১	৮/২১/২০২৩	
LDDP/ডব্লিউ-৩৬	১২/১৫/২০২০	৫/৩১/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	২/১৭/২০২১	৮/১৬/২০২২	২১,৩৪৪,৯৪০.৮৬	১৮,০২৭,৮৯২.০৩	৮/১৯/২০২১	৮/১৬/২০২৩	
LDDP/ডব্লিউ-৩৭	১২/১৫/২০২০	৬/৬/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	২/১৭/২০২১	১০/১৯/২০২২	২২,৪০০,০০০.০০	১৯,২৬০,৮১১.৮৫	৮/১৯/২০২১	১০/১৯/২০২৩	
LDDP/ডব্লিউ-৩৮	১২/১৫/২০২০	৫/৩১/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	২/১৭/২০২১	৮/৩০/২০২২	২৩,৬৩১,২৮৩.৬১	১৯,৯৯৬,৫৪০.৫০	৮/১৯/২০২১	৮/৩০/২০২৩	
LDDP/ডব্লিউ-৩৯	১২/১৫/২০২০	৫/২২/.২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	২/১৭/২০২১	৮/২৩/২০২২	১৯,৭৯২,০০০.০০	১৭,৬৬০,৭১১.৩৩	৮/১৯/২০২১	৮/২৩/২০২৩	

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের প্রকৃত তারিখ		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ		প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ সমাপ্তের তারিখ		মন্তব্য
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত			ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তি অনুযায়ী	
LDDP/ডব্লিউ-৪১	১২/১৫/২০২০	৬/৬/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	২/১৭/২০২১	৮/১৭/২০২২	১৯,৩০০,০০০.০০	১৭,০৯১,৮৯৬.৩৯	৮/১৯/২০২১	৮/১৭/২০২৩	
LDDP/ডব্লিউ-১	১/১৫/২০২০	১২/৮/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১৭/২০২০	২/১৯/২০২৩	৭,৬৩২,০০০.০০	৬,৪৪৪,০৭২.০০	৯/১৫/২০২০	৬/১৮/২০২৩	
LDDP/ডব্লিউ-২	১/১৫/২০২০	১০/২৪/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১৭/২০২০	২/২০/২০২৩	১৫,৪৯২,৬৪২.৫৫	১৩,২৩৮,৪৭৫.৮২	৯/১৫/২০২০	২/১৯/২০২৪	
LDDP/ডব্লিউ-৩	১/১৫/২০২০	১০/২৪/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১৭/২০২০	৩/৩০/২০২৩	১৩,৬২৯,৪৯৯.১৯	১২,৫৩১,৪০৫.৮৮	৯/১৫/২০২০	৩/২৯/২০২৪	
LDDP/ডব্লিউ-৪	১/১৫/২০২০	১০/২৪/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১৭/২০২০	২/২০/২০২৩	১৩,৬২৯,৪৯৯.১৯	১১,৫০৩,৬১৮.২১	৯/১৫/২০২০	২/১৯/২০২৪	
LDDP/ডব্লিউ-৬	১/১৫/২০২০	১০/২৪/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১৭/২০২০	২/২০/২০২৩	১৩,৬২৯,৪৯৯.১৯	১১,৯৫৯,৫১১.৭৮	৯/১৫/২০২০	২/১৯/২০২৪	
LDDP/ডব্লিউ-৭	১/১৫/২০২০	১০/২৪/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৩/১৭/২০২০	২/২০/২০২৩	১৩,৬২৯,৪৯৯.১৯	১১,৯৪২,৯৯৭.৬৭	৯/১৫/২০২০	২/১৯/২০২৪	
LDDP/ডব্লিউ-১০	৪/২০/২০২০	১১/১/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৫/১৭/২০২০	২/১৪/২০২৩	১৪,১৭৪,৫৩৩.৮০	১৩,৩৯৫,৪১৬.২০	৯/১৫/২০২০	২/১৩/২০২৪	
LDDP/ডব্লিউ-১১	৪/২০/২০২০	১১/১/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৫/১৭/২০২০	২/২৫/২০২৩	৯,৪৪৯,৬৮৯.২০	৮,৪৪৯,৯১৫.২৮	৯/১৫/২০২০	২/২৪/২০২৪	
LDDP/ডব্লিউ-১২	৪/২০/২০২০	১১/১/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৫/১৭/২০২০	১/২৯/২০২৩	১৪,১৭৪,৫৩৩.৮০	১৩,০৩৬,৮৯৬.৬২	৯/১৫/২০২০	১/২৮/২০২৪	
LDDP/ডব্লিউ-১৩	৪/২০/২০২০	১/১২/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৫/১৭/২০২০	১/২৫/২০২৩	১৮,৮৯৯,৩৭৮.৪০	১৭,৫৮৬,৫৫২.২৩	৯/১৫/২০২০	১/২৪/২০২৪	
LDDP/ডব্লিউ-১৪	৪/২০/২০২০	২/১২/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৫/১৭/২০২০	১/৫/২০২৩	২৩,৬২৪,২২৩.০০	২১,১২৪,৩৯৩.১৯	৯/১৫/২০২০	১/৪/২০২৪	
LDDP/ডব্লিউ-৪৩	৭/১৫/২০১৯	৬/২৯/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৯/১৬/২০১৯	৯/৭/২০২২	৮৪,২৩৪,৮২১.৭৭	৭৯,৬০১,৯০৬.৫৭	৩/১৬/২০২১	৯/৬/২০২৩	
LDDP/ডব্লিউ-৪৪	৭/১৫/২০১৯	১২/২০/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	MOFL	PD	৯/১৬/২০১৯	৩/১০/২০২৩	১০৬,৮৭৫,৫০৫.০০	৮৯,৮৩৯,৩৮৫.৬৩	৩/১৬/২০২১	৩/৯/২০২৪	
LDDP/ডব্লিউ-৪৫	৭/১৫/২০১৯	১২/২০/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	MOFL	PD	৯/১৬/২০১৯	৩/২৮/২০২৩	১০০,২৪২,০৪৩.০০	৮৯,২২৪,৬৩১.২২	৩/১৬/২০২১	৩/২৭/২০২৪	
LDDP/ডব্লিউ-৪৬	৭/১৫/২০১৯	৩/১৯/২০২৩	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৯/১৬/২০১৯	৪/২/২০২৩	৮৩,০৮৩,২৮৬.৩৯	৭৪,১০৫,০৪৯.৪৬	৩/১৬/২০২১	৩/১৮/২০২৩	
LDDP/ডব্লিউ-৪৭	৯/১৬/২০১৯	১/৮/২০২৩	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	১১/১৭/২০১৯	৩/২৯/২০২৩	৮৭,৩৪৮,৮৯০.৬৫	৭৬,৩৬৯,৪৩৩.৪৪	৫/১৬/২০২১	৩/২৮/২০২৪	
LDDP/ডব্লিউ-৪৮	৯/১৬/২০১৯	১/৮/২০২৩	OTM (NCB)	OTM (NCB)	MOFL	PD	১১/১৭/২০১৯	৩/২৯/২০২৩	৮২,৩০০,৫১৯.০০	৭৩,৮৪৭,৭৫২.৭৬	৫/১৬/২০২১	৩/২৮/২০২৪	
LDDP/ডব্লিউ-৮৮/১	২/১৪/২০২০	১১/১০/২০২২	OTM (NCB)	OTM (NCB)	PD	PD	৪/১৫/২০২০	২/২৩/২০২৩	১০৭,২৬১,০৪৬.৩৬	৯৫,৫৭৪,০২১.০৮	৫/১৮/২০২২	৮/২৪/২০২৪	

সারণি ৩.৬: প্রকল্পের (সেবা ক্রয়) পরিকল্পনা পর্যালোচনা (এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত সম্পাদিত চুক্তি সমূহ)

প্যাকেজ নং	দরপত্র আহ্বানের প্রকৃত তারিখ		ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		চুক্তির তারিখ		প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	কাজ সমাপ্তের তারিখ		মন্তব্য
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত			ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তি অনুযায়ী	
EAP/ER/NCS-1	-	৭/১৫/২০২০	-	RFQ	-	PD	-	৭/২১/২০২০	৩৮২,৫০০.০০	২৪৫,০০০.০০	-	৭/২৭/২০২০	
EAP/ER/NCS-2	-	৭/১৫/২০২০	-	RFQ	-	PD	-	৭/২১/২০২০	৩৮২,৫০০.০০	২৪৫,০০০.০০	-	৭/২৭/২০২০	
EAP/ER/NCS-3	-	৫/১৭/২০২০	-	RFQ	-	PD	-	৫/২০/২০২০	৫১০,০০০.০০	২৫৩,০০০.০০	-	৫/২৭/২০২০	
EAP/ER/NCS-4	-	৫/২০/২০২০	-	RFQ	-	PD	-	৫/২৭/২০২০	৫১০,০০০.০০	৫০৬,০০০.০০	-	৫/৩১/২০২০	
EAP/ER/NCS-5	-	১০/২০/২০২০	-	RFQ	-	PD	-	১১/১/২০২০	৬৩৭,৫০০.০০	৬৩০,০০০.০০	-	১১/১৭/২০২০	
EAP/ER/NCS-6	-	১০/৮/২০২০	-	RFQ	-	PD	-	১০/১৯/২০২০	৬৩৭,৫০০.০০	৬৩৫,০০০.০০	-	১১/১৭/২০২০	
EAP/ER/NCS-7	-	১০/২০/২০২০	-	RFQ	-	PD	-	১১/১/২০২০	৭২২,৫০০.০০	৬৮৫,০০০.০০	-	১১/২৯/২০২০	
EAP/ER/NCS-8	-	৩/২৮/২০২০	-	RFQ	-	PD	-	৪/৮/২০২০	৭২২,৫০০.০০	৬৯০,০০০.০০	-	৪/১৫/২০২০	
এসডি-০৭	৮/৭/২০১৯	৭/১২/২০২০	QCBS	QCBS	PD	PD	১০/৫/২০১৯	৬/১৩/২০২১	৩০,০০০,০০০.০০	৯,৭৮১,৫৩৪.০০	২/২/২০২০	৯/২৬/২০২৪	
এসডি-৩৯	৪/৩/২০১৯	৮/৭/২০১৯	QCBS	QCBS	CCGP	MOFL	৩/১০/২০১৯	৫/১৫/২০২১	৩১১,২৫০,০০০.০০	২২২,৪৬৮,৫০৬.০০	১২/২৪/২০২৩	-	চলমান
এসডি-৬৭	২/২৫/২০২০	২/২৪/২০২০	Direct	QCBS	CCGP	CCGP	৪/১৯/২০২০	১১/২৩/২০২১	৪৯৮,০০০,০০০.০০	US$৩,২১০,৯৯৯.০০ TK২১০,২০৩,৮৮৭.০০	৫/১৪/২০২৩	১২/২২/২০২৩	
এসডি-৭১(L-১) & (L-২)	-	৪/২৩/২০১৯	-	QCBS	-	As per DOFP	-	৮/৯/২০১৯	৫৪১,৮৮৯,০০০.০০	৬৩৫,৫৫১,০০০.০০	-	১২/৩১/২০২৩	চলমান
এসডি-৭১(L-১) & (L-২)	২/২০/২০১৯	৪/২৩/২০১৯	QCBS	QCBS	DG	CCGP	৪/২০/২০১৯	৮/৯/২০১৯	৫৪১,৮৮৯,০০০.০০	৬৩৫,৫৫১,০০০.০০	৩১/১২/২০২৩	১২/৩১/২০২৩	চলমান
এসডি-৭২/১	-	১/৭/২০১৯	-	Direct	-	PD	-	১/৭/২০১৯	৯৬০,০০০.০০	৯৪২,০০০.০০	-	১২/৩১/২০১৯	চলমান
এসডি-৬৫(FAO)	২/২৫/২০২০	৬/২/২০২০	Direct	Direct	PD	PD	৪/১৯/২০২০	১২/৬/২০২০	৩৬,৪০৫,০০০.০০	৩৬,৩৯৭,০০০.০০	৫/১৪/২০২৩	৪/৩০/২০২১	
এসডি-৭৬(FAO)	-	৬/২/২০২০	-	Direct	-	MoFL	-	৭/৮/২০২১	-	US$১,৮৩০,৮০০.০০	-	৯/৩০/২০২৩	
এসডি-৭৭(FAO)	-	৬/২/২০২০	-	Direct	-	DG	-	১২/৫/২০২০	-	৬২,৩৫৬,০০০.০০	-	১২/৩১/২০২২	
এসডি-৭৪ (UNIDO)	-	৬/২/২০২০	-	Direct	-	MoFL	-	৭/১৩/২০২১	-	US$১২,৪২৩,৫৩১.০০	-	১২/৩১/২০২৩	
এসডি-৭৫ (UNIDO)	-	৬/২/২০২০	-	Direct	-	PD	-	৩/১১/২০২১	-	৪৭,১০০,০৩০.০০	-	৩/৩১/২০২৩	
এসডি-৭২	-	৭/৩০/২০১৯	-	QCBS	-	PD	-	৫/১৭/২০২০	-	৮,৩০০,০০০.০০	-	৫/১৬/২০২১	চলমান
এসডি-৮০ (PSN)	-	৮/১১/২০২১	-	SBCQ	-	PD	-	১০/১২/২০২১	-	৪,৪৮২,০০০.০০	-	১২/৩১/২০২৩	
NCS-৮৩	-	২/১৭/২০২২	-	LCS	-	PD	-	২/২৮/২০২২	-	৩,৯৬৫,০০০.০০	-	১১/২৭/২০২২	
LDDP/এস-৮৮	-	১২/৯/২০২১	-	QCBS	-	PD	-	৩/২২/২০২২	-	৩,৫৪১,৪৭৭.৭২	-	৫/২২/২০২২	
LDDP/এস-৮৬	-	১০/২৭/২০২১	-	Direct	-	PD	-	১২/১৩/২০২১	-	১১,০১৯,৯৯৯.০০	-	৩/১৩/২০২২	
LDDP/NCS/৮৯	-	৬/৫/২০২২	-	Direct	-	PD	-	৬/১৫/২০২২	-	২,৩২৫,০০০.০০	-	৬/২৯/২০২২	
LDDP/NCS/৯০	-	২/১৭/২০২২	-	Direct	-	PD	-	২/২৮/২০২২	-	৫৭৫,০০০.০০	-	১১/২৭/২০২২	
LDDP/NCS/৯১	-	২/১৫/২০২৩	-	Direct	-	PD	-	২/২৩/২০২৩	৭,০০০,০০০.০০	৬,৮০০,০০০.০০	-	৩/১৫/২০২৩	
LDDP/NCS/৯২	-	২/৯/২০২৩২	-	Direct	-	PD	-	২/২০/২০২৩	২,০০০,০০০.০০	২,০০০,০০০.০০	-	৪/৫/২০২৩	

ডিপিপিতে উল্লিখিত নির্দেশনার সাথে পরিবীক্ষণকৃত প্যাকেজসমূহের ক্রয় প্রক্রিয়ায় যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়েছে তা নিম্নের সারণিতে প্রদর্শিত হলো-

প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	পর্যালোচনা/ মন্তব্য
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত			
পণ্য প্যাকেজসমূহ							
জিডি- ৮৬ (Rev)	OTM (NCB)	DPM	PD	PD	৭৪,৯৮৪,০০০.০০	৭৪,৯৮৪,০০০.০০	ডিপিপি-তে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ক্রয় নির্ধারিত থাকলেও উক্ত পণ্যের ক্রয় DPM পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসের বক্তব্যে জানা যায় যে, সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী পণ্য বা গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয়ের সুপারিশ রয়েছে এবং উক্ত পরিপত্র অনুযায়ী হোপ কর্তৃক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ATLAS Bangladesh Ltd. হতে DPM পদ্ধতিতে মোটর সাইকেল ক্রয় সম্পন্ন হয়।
জিডি-৭৯	OTM (NCB)	RFQ	PD	PD	৮০০,০০০.০০	৭৯৭,৯০০.০০	ডিপিপি-তে উক্ত প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ২৬০.০০ লক্ষ টাকা এবং উন্মুক্ত পদ্ধতিতে প্যাকেজটির ক্রয় সম্পন্ন হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু উক্ত প্যাকেজের আওতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেজ RFQ পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়। এতে ডিপিপি এঁর সাথে ক্রয় প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগত ব্যত্যয় ঘটলেও প্যাকেজটির অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। প্রকল্প দপ্তরের বক্তব্যে জানা যায় যে, WB প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন অনুযায়ী, একক RFQ-এর মাধ্যমে পণ্য, আইটি এবং নন-কনসাল্টিং সার্ভিস সংগ্রহের মূল্যসীমা ইউএসডি ৫০,০০০ হওয়ায় প্যাকেজটি RFQ পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়।
জিডি-৭৯/১	OTM (NCB)	RFQ	PD	PD	-	৩৭৫,০০০.০০	
জিডি-১৬(১)	OTM (NCB)	OTM (NCB)	DG	PD	৩৬,০০০,০০০.০০	৩৫,৪৬০,০০০.১৮	ডিপিপি এর প্রাক্কলিত মূল্য ১০ কোটি টাকার বেশি ছিল তবে মূল প্যাকেজটি ৩টি পৃথক প্যাকেজে বিভক্তির ফলে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পৃথক পৃথক প্যাকেজের দাপ্তরিক প্রাক্কলনের মূল্য সীমা অনুযায়ী পুনঃনির্ধারিত হয়। প্রকল্প দপ্তরের বক্তব্য অনুযায়ী প্যাকেজের পণ্য সমূহের স্পেসিফিকেশনে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতা থাকায় একজন সরবরাহকারি কর্তৃক তা সরবরাহ করা অসম্ভব ছিল এবং পৃথককৃত প্যাকেজসমূহ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তিকরণপূর্বক হোপ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
জিডি-১৬(২)	OTM (NCB)	OTM (NCB)	DG	PD	২৫,১৮২,০০০.০০	২৩,১৯০,০০০.০৩	
জিডি-১৬(৩)	OTM (NCB)	OTM (NCB)	DG	PD	৬,৫১৩,০৫০.০০	৬,৪৬৬,৯১৫.৭০	
জিডি-৬৭	OTM (ICB)	OTM (ICB)	CCGP	MoFL	৬৫৪,৮৫৭,০০০.০০	৫৯০,০৬২,৮৩৭.৫০	ডিপিপি অনুযায়ী মূল প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ১০০ কোটি টাকার বেশি যার কিছু অংশের (১৮০ ইউনিটের মধ্যে ৬১ ইউনিট) ক্রয় EAP এর আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হয়। তবে নির্ধারিত ইউনিটের তুলনায় কম সংখ্যক ইউনিট (১১৯টি) ক্রয় করায় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ দাপ্তরিক প্রাক্কলনের মূল্য সীমা অনুযায়ী পুনঃনির্ধারিত হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, উক্ত প্যাকেজের ক্রয় ৩টি পৃথক প্যাকেজে সম্পাদিত হয়। প্রকল্প দপ্তরের বক্তব্য অনুযায়ী প্যাকেজের পণ্য সমূহের স্পেসিফিকেশনে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতা থাকায় একজন সরবরাহকারি কর্তৃক তা সরবরাহ করা অসম্ভব ছিল এবং পৃথককৃত প্যাকেজসমূহ Prior Review প্যাকেজ হিসেবে বিশ্ব ব্যাংক এবং হোপ কর্তৃক অনুমোদিত। ৩টি পৃথক প্যাকেজে সম্পাদিত হলেও প্যাকেজসমূহের সামষ্টিক ক্রয়মূল্য ১০০ কোটি টাকার কম। অতএব যে কোন বিবেচনায় প্যাকেজটির অনুমোদনের জন্য সিসিজিপি-তে প্ররণের প্রয়োজন পড়ে না।
জিডি-৬৭(i)	OTM (ICB)	OTM (NCB)	CCGP	PD	৬৬,৫৬১,০০০.০০	৫৯,৭৯৬,৯১০.৭১	
জিডি-৭৬	OTM (NCB)	RFQ	PD	PD	৪১০,০০০.০০	৪০৭,৭৫০.০০	ডিপিপি-তে উক্ত প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ১৮.৬৮ লক্ষ টাকা এবং উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ক্রয় নির্ধারিত ছিল। তবে প্যাকেজটির দাপ্তরিক প্রাক্কলন ৫ লক্ষ টাকার কম এবং WB প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন অনুযায়ী, একক RFQ-এর মাধ্যমে পণ্য, আইটি এবং নন-কনসাল্টিং সার্ভিস সংগ্রহের মূল্যসীমা ইউএসডি ৫০,০০০ হওয়ায় প্যাকেজটি RFQ পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয় তবে প্যাকেজটির অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কোন পরিবর্তন ঘটেনি।
জিডি-৬৬	OTM (ICB)	OTM (ICB)	CCGP	MoFL	৯৯০,৫৪০,০০০.০০	৯৫১,১২০,৫২২.০০	ডিপিপি এর প্রাক্কলিত মূল্য ১০০ কোটি টাকার বেশি ছিল তবে মূল প্যাকেজটি ৩টি পৃথক প্যাকেজে বিভক্তির ফলে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পৃথক পৃথক প্যাকেজের দাপ্তরিক প্রাক্কলনের মূল্য সীমা অনুযায়ী পুনঃনির্ধারিত হয়। প্রকল্প দপ্তরের বক্তব্য অনুযায়ী প্যাকেজের পণ্য সমূহের স্পেসিফিকেশনে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতা থাকায় একজন সরবরাহকারি কর্তৃক তা সরবরাহ করা অসম্ভব ছিল এবং পৃথককৃত প্যাকেজসমূহ Prior Review প্যাকেজ হিসেবে বিশ্ব ব্যাংক এবং হোপ কর্তৃক অনুমোদিত।
LDDP/জি-৬৬(i)	OTM (ICB)	OTM (ICB)	CCGP	PD	১৫০,৬২৫,০০০.০০	৯৩,৫৮৮,৫০০.০০	
LDDP/জি-৬৬(ii)	OTM	OTM	CCGP	PD	৫৩,৯০৭,০০০.০০	৫৩,৬৯৬,৭৫৯.৪৪	

প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্য (টাকা)	পর্যালোচনা/ মন্তব্য
	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত	ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত			
	(ICB)	(ICB)					
জিডি-৪৩	OTM (NCB)	RFQ	PD	PD	১,৬০০,০০০.০০	১,৫৯৫,০০০.০০	ডিপিপি-তে উক্ত প্যাকেজের উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ক্রয় নির্ধারিত থাকলেও তা RFQ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্প দপ্তরের বক্তব্যে জানা যায় যে, WB প্রকিউরমেন্ট রেগুলেশন অনুযায়ী, একক RFQ-এর মাধ্যমে পণ্য, আইটি এবং নন-কনসাল্টিং সার্ভিস সংগ্রহের মূল্যসীমা ইউএসডি ৫০,০০০ হওয়ায় প্যাকেজটি RFQ পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয় তবে প্যাকেজটির অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কোন পরিবর্তন ঘটেনি।
কার্য প্যাকেজসমূহ							
ডব্লিউডি-১৮	RFQ	OTM (NCB)	PD	PD	৩,৫৭৫,০৮৩.৭৪	৩,০৭৯,৭০৮.৯৪	ডিপিপি-তে উক্ত প্যাকেজসমূহের প্রাক্কলিত মূল্য প্রায় ২৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা হওয়ায় পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী উন্মুক্ত পদ্ধতিতে সকল ক্রয় সম্পন্ন হওয়ার কথা তবে ডিপিপি-তে ত্রুটিবশত RFQ পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করে সকল ক্রয় উন্মুক্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়।
ডব্লিউডি-১৯	RFQ	OTM (NCB)	PD	PD	২,৩৮৩,৩৮৯.১৬	১,৯৪৬,৯৩৬.১২	
ডব্লিউডি-২০	RFQ	OTM (NCB)	PD	PD	৯৩৮,৭৮৮.৭৮	৭৬৬,৪৩৮.৮৩	
ডব্লিউডি-২১	RFQ	OTM (NCB)	PD	PD	৯৩৮,৭৮৮.৭৮	৭৩২,১৯৩.৮৩	
ডব্লিউডি-২২	RFQ	OTM (NCB)	PD	PD	৯৩৮,৭৮৮.৭৮	৭১২,০৫৮.৮৩	
LDDP/ডব্লিউ-৪৪	OTM (NCB)	OTM (NCB)	MOFL	PD	১০৬,৮৭৫,৫০৫.০০	৮৯,৮৩৯,৩৮৫.৬৩	ডিপিপি এর প্রাক্কলিত মূল্য এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলন উভয়ই ২০ কোটি টাকার কম হওয়ায় প্যাকেজসমূহের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প পরিচালক নির্ধারিত হওয়ার কথা তবে ডিপিপি-তে অনুমোদন ক্ষমতা ত্রুটিবশত মন্ত্রনালয়ে অর্পণ করা হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।
LDDP/ডব্লিউ-৪৫	OTM (NCB)	OTM (NCB)	MOFL	PD	১০০,২৪২,০৪৩.০০	৮৯,২২৪,৬৩১.২২	
LDDP/ডব্লিউ-৪৮	OTM (NCB)	OTM (NCB)	MOFL	PD	৮২,৩০০,৫১৯.০০	৭৩,৮৪৭,৭৫২.৭৬	
সেবা প্যাকেজসমূহ							
এসডি-৩৯	QCBS	QCBS	CCGP	MOFL	৩১১,২৫০,০০০.০০	২২২,৪৬৮,৫০৬.০০	ডিপিপি এর প্রাক্কলিত মূল্য এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলন উভয়ই ৩০ কোটি টাকার অধিক হওয়ায় প্যাকেজটির অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সিসিজিপি নির্ধারিত হয়। তবে QCBS পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের চুক্তি মূল্য ৩০ কোটি টাকার কম হওয়ায় আর্থিক মূল্য সীমা অনুযায়ী প্যাকেজটির অনুমোদন ক্ষমতা মন্ত্রণালয়ে অর্পিত হয়। অতএব এক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পরিবর্তিত হলেও ক্রয় কার্যক্রমে কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।
এসডি-৬৭	Direct	QCBS	CCGP	CCGP	৪৯৮,০০০,০০০.০০	ইউএসডি-৩,২১০,৯৯৯.০০ +টাকা-২১০,২০৩,৮৮৭.০০	ডিপিপি-তে প্যাকেজটি DPM পদ্ধতিতে সম্পন্ন হওয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও প্যাকেজটির ক্রয় Prior Review প্যাকেজ হিসেবে বিশ্ব ব্যাংক এবং হোপ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে QCBS পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। এতে ডিপিপি-এর সাথে ক্রয় পদ্ধতিতে ভিন্নতা থাকলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রস্তাব দাখিল ও রেসপনসিভ হওয়ায় প্যাকেজটির টেন্ডার প্রক্রিয়া যথেষ্ট প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কিছু ক্ষেত্রে প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনার দুর্বলতা রয়েছে তবে যে কোন প্যাকেজের বিভাজন অথবা তার ক্রয় পদ্ধতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ডিপিপি সংশোধন বাঞ্ছনীয়। ডিপিপি সংশোধন ব্যাতিরেকে শুধুমাত্র অধিদপ্তর প্রধান কর্তৃক তার বিভাজন ও ক্রয় সমীচীন নয়।

৩.৩ ক্রয় কার্যক্রমে উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইনস্ অনুসরণ সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা

প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমসমূহ পিডি অফিস কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের সকল ক্রয় সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাই-বাছাই করাসহ প্রকল্পের পণ্য ক্রয়, নির্মাণ ও পরামর্শ সেবা সংক্রান্ত মোট ১৫টি প্যাকেজের (পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত ৮টি, নির্মাণ সংক্রান্ত মোট ৫টি প্যাকেজের এবং সেবা ক্রয় সংক্রান্ত ২টি প্যাকেজের) ক্রয় সংক্রান্ত নথির বিস্তারিত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্যাকেজসমূহের দরপত্র আহ্বান, দরপত্র প্রকাশ, দরপত্র খোলা, দরপত্র মূল্যায়ন, মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা, চুক্তি সম্পাদন এবং কার্যাদেশ প্রদান ইত্যাদি পিপিআর-২০০৮/ বিশ্ব ব্যাংকের গাইড লাইনস্ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা হয়েছে।

প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে পরিবীক্ষণকৃত ১৫টি নমুনা প্যাকেজ বিশ্লেষণ ও পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, মাত্র ১ টি প্যাকেজের ক্রয় প্রাক্কলিত মুল্যের তুলনায় বেশি মূল্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৪টি প্যাকেজের ক্রয় প্রাক্কলিত মুল্যের তুলনায় কম মূল্যে সম্পন্ন হয়েছে যার সর্বোচ্চ ৬৭.৩৯% কম। নমুনা প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী বিশ্ব ব্যাংকের গাইড লাইনস্ অনুসরণ করা হয়েছে। তবে ডিপিপি-তে উল্লিখিত ক্রয় পদ্ধতি ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের বিষয়ে যে নির্দেশনা রয়েছে তার সাথে কিছু ক্ষেত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ক্রয় সংক্রান্ত নথির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নের সারণিতে দেয়া হয়েছে।

সারণি ৩.৭: ক্রয় সংক্রান্ত নমুনা প্যাকেজ পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ

ক্রঃ নংঃ	প্যাকেজ চুক্তি / নং	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত তথ্য	দরপত্র বিক্রির সংখ্যা	দরপত্র জমার সংখ্যা	দরপত্র খোলার তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মূল্যায়ন কমিটিতে মূল্যায়ন কমিটির আহবায়ক সভাপতির / নাম (পদবীসহ)	মূল্যায়ন কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা	মূল্যায়ন কমিটিতে সংস্থা বহির্ভূত কয়জন এবং কোন সংস্থার সদস্য	Responsive দরপত্রের সংখ্যা	প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তিমুল্য (টাকা)	চুক্তিমুল্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় কম বা বেশি (%)	চুক্তির তারিখ	কার্যাদেশ মোতাবেক কাজ সমাপ্তের তারিখ	মন্তব্য
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
১	জি-১৬ (১)	১৭-নভে-২০২১	দৈনিক আমার বার্তা, দি বাংলাদেশ টুডে	২	১	১৫-ডিসে-২০২১	ওটিএম-এনসিটি	প্রকল্প পরিচালক	মোঃ শামিম হোসেইন, উপ-পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা পরিচালকের কার্যালয়	৩	১	১	৩৬,০০০,০০০.০০০	১০-জানু-২০২২	Gentech International Limited	৩৫,৪৬০,০০০.১৮০	১.৫% কম	১৯-জানু-২০২২	১৯-মে-২০২২	কার্য সমাপ্তির সংশোধিত তারিখ ১২-জুন-২০২২
২	জি-১৬ (২)	০৭-অক্টো-২০২১	দৈনিক আজকের খবর, দি এশিয়ান এইজ	২	২	৩১-অক্টো-২০২১	ওটিএম-এনসিটি	প্রকল্প পরিচালক	মোঃ শামিম হোসেইন, উপ-পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা পরিচালকের কার্যালয়	৩	১	২	২৫,১৮২,০০০.০০০	১০-জানু-২২	The Metal (Private) Limited	২৩,১৯০,০০০.০৩০	৭.৯১% কম	২৪-জানু-২০২২	২৪-মে-২০২২	কার্য সমাপ্তির সংশোধিত তারিখ ১৬-জুন-২০২২

ক্রঃ নংঃ	প্যাকেজ চুক্তি / নং	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত তথ্য	দরপত্র বিক্রির সংখ্যা	দরপত্র জমার সংখ্যা	দরপত্র খোলার তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মূল্যায়ন কমিটিতে মূল্যায়ন কমিটির আহবায়ক সভাপতির / নাম (পদবীসহ)	মূল্যায়ন কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা	মূল্যায়ন কমিটিতে সংস্থা বহির্ভূত কয়জন এবং কোন সংস্থার সদস্য	Responsive দরপত্রের সংখ্যা	প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তিমুল্য (টাকা)	চুক্তিমুল্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় কম বা বেশি (%)	চুক্তির তারিখ	কার্যাদেশ মোতাবেক কাজ সমাপ্তের তারিখ	মন্তব্য
৩	জি-১৬ (৩)	২৩-ফেব্রু-২০২২	দৈনিক স্বদেশ বিচিত্রা, দি ডেইলি ট্রিবিউনাল	৩	৩	২০-মার্চ-২০২২	ওটিএম-এনসিটি	প্রকল্প পরিচালক	মোঃ শামিম হোসেইন, উপ-পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা পরিচালকের কার্যালয়	৩	১	১	৬,৫১৩,০৫০.০০	১০-মে-২০২২	HN Enterprise	৬,৪৬৬,৯১৫.৬৯৬	০.৭১% কম	১৭-মে-২০২২	১৭-সেপ্ট-২০২২	
৪	জি-৩৯	২৮-অক্টো-২০২১	দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দি ডেইলি অব-জারভার, UNDB ওয়েব সাইট, এলডিডিপি ওয়েব সাইট	লট-১: ৪ লট-২: ৫ লট-৩: ৩	লট-১: ৪ লট-২: ৪ লট-৩: ৩	০৫-জানু-২০২২	ওটিএম-আইসিবি	হোপ	ডঃ দেবাশিষ দাস, পরিচালক (প্রশাসন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৭	৩	লট-১: ১ লট-২: ১ লট-৩: ১	২০০,০০০,০০০.০০	২৫-জুলাই-২০২২	Bangladesh Science House	লট -১: ৭৯,০৭৫,৮১৯.৬০০+ লট -২: ৭৩,৮১৭,৮৬৩.২০০ + লট -৩: ১৮,৩৩০,৯৮৬.০০০ মোট: ১৭১,২২৪,৬৬৮.৮০০	১৪.৪% কম	২৮-জুলাই-২০২২	২৭-নভে-২০২২ (চুক্তি সম্পাদন হতে ৪ মাস)	সংশোধিত চুক্তিমূল্য ১৬৭,৭৩২,৫৮৬.৪০০
৫	জি-৬৬ (১)	২৫-অক্টো-২০২১	দৈনিক কালের কণ্ঠ, দি ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, UNDB ওয়েব সাইট	লট-১: ৬ লট-২: ৪	লট-১: ৬ লট-২: ৪	০৭-ডিসে-২০২১	ওটিএম-আইসিবি	প্রকল্প পরিচালক	ডঃ দেবাশিষ দাস, পরিচালক (প্রশাসন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৭	৩	লট-১: ২ লট-২: ০ (পুনঃ দরপত্র)	১৫০,৬২৫,০০০.০০	১৬-মে-২০২২	Techno-worth Associates Limited	৯৩,৫৮৮,৫০০.০০	৩৭.৮৭ % কম	২৪-মে-২০২২	২২-আগস্ত-২০২২	
৬	জি-৬৭ (১)	৩১-অক্টো-২০২১	দৈনিক আমার সংবাদ,	৮	৫	৩০-নভে-২০২১	ওটিএম-আইসিবি	প্রকল্প পরিচালক	মোঃ শামিম হোসেইন, উপ-পরিচালক, হিসাব,	৩	১	২	৬৬,৫৬১,০০০.০০০	১৩-মার্চ-২০২২	Bangladesh Advance Technologies	৫৯,৭৯৬,৯১০.৭১২	১০.১৬% কম	২২-মার্চ-২০২২	২০-জুন-২০২২	সংশোধিত সমাপ্তির তারিখ ০৭-জুলাই-

ক্রঃ নংঃ	প্যাকেজ চুক্তি / নং	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত তথ্য	দরপত্র বিক্রির সংখ্যা	দরপত্র জমার সংখ্যা	দরপত্র খোলার তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মূল্যায়ন কমিটিতে মূল্যায়ন কমিটির আহবায়ক সভাপতির / নাম (পদবীসহ)	মূল্যায়ন কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা	মূল্যায়ন কমিটিতে সংস্থা বহির্ভূত কয়জন এবং কোন সংস্থার সদস্য	Responsive দরপত্রের সংখ্যা	প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তিমুল্য (টাকা)	চুক্তিমুল্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় কম বা বেশি (%)	চুক্তির তারিখ	কার্যাদেশ মোতাবেক কাজ সমাপ্তের তারিখ	মন্তব্য
			দি নিউ এইজ			(সংশোধিত তারিখ ০৬-ডিসে-২০২২)			বাজেট ও নিরীক্ষা পরিচালকের কার্যালয়											২০২২
৭	জি-৮৬	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	সরাসরি	হোপ	-	-	-	-	৮২,৯৬০,০০০.০০	-	M/S Atlas Bangladesh Limited	৭৫,৬৭৪,০০০.০০	৮.৭৮% কম	১৬-জানু-২০২০	০৬-মার্চ-২০২০	সংশোধিত সমাপ্তির তারিখ ৩০-এপ্রিল-২০২০
৮	জি-৮৮	০৬-নভে -২০১৯	দৈনিক কালের কণ্ঠ, দি ঢাকা ট্রিবিউন	৯	৬	০৯-ডিসে-১৯	ওটিএম-এনসিটি	প্রকল্প পরিচালক	আবুল বাশার, চিফ, AIET প্রোজেক্ট	৩	১	৪	৯২,৪০০,০০০.০০০	-	-	-		-	-	সবকয়টি ফার্ম পোস্ট-কোয়ালিফিকেশনে অযোগ্য সাব্যস্ত হয়।
		০৯-ফেব্রু-২০২০ (পুনঃ দরপত্র)	দৈনিক ভোরের কাগজ, দি ঢাকা ট্রিবিউন	৮	৪	২৬-ফেব্রু-২০	ওটিএম-এনসিটি	প্রকল্প পরিচালক	আবুল বাশার, চিফ, AIET প্রোজেক্ট	৩	১	১	৯২,৪০০,০০০.০০০	২৫-মার্চ-২০	M/S Flora Limited	৯০,২০৭,৬০৪.০০০	২.৩৭% কম	২০-এপ্রিল -২০২০	২০-জুন-২০২০	সংশোধিত সমাপ্তির তারিখ ৩০-জুলাই-২০২০
৯	ডব্লিউ-২৭	২৮-জুলাই-২০১৯	দৈনিক ভোরের কাগজ, দি ডেইলী নিউজ টুডে	১	১	২৭-আগস্ট ২০১৯	ওটিএম-এনসিটি	প্রকল্প পরিচালক	আবুল বাশার, চিফ, AIET প্রোজেক্ট	৩	১	১	৬০,৪১৯,৯৪৯.২০	০৮-সেপ্ট-২০১৯	M/S Mastura Enterprise	৬০,৩৫১,৫৬৫.৬৬৭	০.১১% কম	২২-সেপ্ট-২০১৯	২১-সেপ্ট-২০২০	সংশোধিত সমাপ্তির তারিখ ০৬-ডিসে-২০২০
১০	ডব্লিউ-৩০	০৪-আগস্ট-২০১৯	দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ, দি ডেইলী অবজারভার	১	১	০৪-সেপ্ট-২০১৯	ওটিএম-এনসিটি	প্রকল্প পরিচালক	আবুল বাশার, চিফ, AIET প্রোজেক্ট	৩	১	০	৬০,৪১৯,৯৪৯.২০	-	-	-		-	-	একমাত্র দরদাতা M/S Rupali Construction নন-রেস্পন্সিভ হওয়ায় পুনঃ-দরপত্র আহ্বানের

ক্রঃ নংঃ	প্যাকেজ চুক্তি / নং	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত তথ্য	দরপত্র বিক্রির সংখ্যা	দরপত্র জমার সংখ্যা	দরপত্র খোলার তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মূল্যায়ন কমিটিতে মূল্যায়ন কমিটির আহবায়ক সভাপতির / নাম (পদবীসহ)	মূল্যায়ন কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা	মূল্যায়ন কমিটিতে সংস্থা বহির্ভূত কয়জন এবং কোন সংস্থার সদস্য	Responsive দরপত্রের সংখ্যা	প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তিমুল্য (টাকা)	চুক্তিমুল্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় কম বা বেশি (%)	চুক্তির তারিখ	কার্যাদেশ মোতাবেক কাজ সমাপ্তের তারিখ	মন্তব্য
																				করা হয়।
		১০-অক্টো-২০১৯ (পুনঃ-টেন্ডার)	দৈনিক ভোরের কাগজ, দি ডেইলী নিউজ টুডে	৩	৩	২৯-অক্টো-২০১৯	ওটিএম-এনসিটি	প্রকল্প পরিচালক	আবুল বাশার, চিফ, AIET প্রোজেক্ট	৩	১	৩	৬০,৪১৭,৩৪৯.২০০	১৯-নভে-২০১৯	M/S Shahid Construc-tion	৫৮,৬৩৩,৫৯৫.৯৮৪	২.৯৫% কম	০২-ডিসে-২০১৯	০৪- ডিসে -২০২০	সংশোধিত সমাপ্তির তারিখ ৩১-মার্চ-২০২১
১১	ডব্লিউ-৮৮	১৫-জুলাই-২০১৯	দৈনিক ভোরের কাগজ, দি ডেইলী নিউজ টুডে	২	১	০৭-আগস্ট-১৯	ওটিএম-এনসিবি	প্রকল্প পরিচালক	এমদাদুল হক তালুকদার, ডিএলও, AIET প্রোজেক্ট	৩	১	১	৯,০৫৯,৮৬৬.৯২০	-	-	-		-	-	একমাত্র দরদাতা M/S Mustura Enterprise-এর দর (১২,৪৮১,২০৮.৭২৬) প্রাক্কলিত মূলের তুলনায় ৩৭.৭৬% বেশি।
		০৩- সেপ্ট-২০১৯	দৈনিক ভোরের কাগজ, দি ঢাকা ট্রিবিউন	৫	১	২৩-সেপ্ট-২০১৯	ওটিএম-এনসিবি	প্রকল্প পরিচালক	এমদাদুল হক তালুকদার, ডিএলও, AIET প্রোজেক্ট	৩	১	১	১২,৫৪০,৫১৯.৩০০	৩০-সেপ্ট-২০১৯	M/S Mustura Enterprise	১২,৫৫৭,৯৮৭.২১৩	০.১৪% বেশি	০২-অক্টো-২০১৯	০৩-এপ্রিল-২০২০	
১২	ডব্লিউ-৮৮(১)	১০-নভে-২০২২	দৈনিক আমাদের নতুন সময়, দি ঢাকা ট্রিবিউন	৯	৯	১১-ডিসে-২০২২	ওটিএম-এনসিবি	প্রকল্প পরিচালক	এমদাদুল হক তালুকদার, ডিএলও, AIET প্রোজেক্ট	৩	১	৯	১০৭,২৬১,০৪৬.৩৬০	৯-ফেব্রু-২০২৩	Electro Globe-Karigar Develop-ment Technolo-gies Ltd (JV)	৯৫,৫৭৪,০২১.০৮১	১০.৯% কম	২৩-ফেব্রু--২০২৩	-	সমাপ্তির তারিখ ২৪-আগস্ট-২০২৪ (প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল সংশোধন সাপেক্ষে)
১৩	ডব্লিউ-১১৯	১৬-মার্চ -২০২২	দৈনিক বাংলাদেশের খবর, দি এশিয়ান	৪	৪	০৬-এপ্রিল-২২	ওটিএম-এনসিবি	প্রকল্প পরিচালক	মোঃ শামিম হোসেইন, উপ-পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা পরিচালকের	৩	১	৪	৩,৫৫৯,১৩৭.৬৪০	২৬-মে-২০২২	M/S Rabbi Enterprise	৩,০৪৯,৯০৪.১৫০	১৪.৩১ % কম	০৮-জুন-২০২২	০৭-মার্চ-২০২৩	সংশোধিত সমাপ্তির তারিখ ২৫- মার্চ-২০২৩

ক্রঃ নংঃ	প্যাকেজ চুক্তি / নং	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত তথ্য	দরপত্র বিক্রির সংখ্যা	দরপত্র জমার সংখ্যা	দরপত্র খোলার তারিখ	ক্রয় পদ্ধতি	দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	মূল্যায়ন কমিটিতে মূল্যায়ন কমিটির আহবায়ক সভাপতির / নাম (পদবীসহ)	মূল্যায়ন কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা	মূল্যায়ন কমিটিতে সংস্থা বহির্ভূত কয়জন এবং কোন সংস্থার সদস্য	Responsive দরপত্রের সংখ্যা	প্যাকেজের প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তিমুল্য (টাকা)	চুক্তিমুল্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় কম বা বেশি (%)	চুক্তির তারিখ	কার্যাদেশ মোতাবেক কাজ সমাপ্তের তারিখ	মন্তব্য
			এইজ						কার্যালয়											
১৪	এস-৭	১২-জুলাই-২০২০	দি ফাইন্যান সিয়াল এক্সপ্রেস, বাংলাদেশ প্রতিদিন	৩০ (EOI দাখিল)	৭ (শর্ট-লিস্টেড)	২৯-জুলাই-২০২০	কিউসিবিএস	প্রকল্প পরিচালক	ডঃ দেবাশিষ দাস, পরিচালক (প্রশাসন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৭	৩	৬ প্রস্তাব দাখিল হয় ও ৪টি রেস্প-ন্সিভ)	৩০,০০০,০০০.০০০	১০-জুন-২০২১	JV ENRAC-MSL	৯,৭৮১,৫৩৪.০০০	৬৭.৩৯% কম	১৩-জুন-২১	১২-জুন-২০২২	সংশোধিত সমাপ্তির তারিখ ২৯-জুন-২০২৩
১৫	এস-৬৭	৩০-জুলাই-২০১৯	দৈনিক মানব কণ্ঠ, দি ফাইন্যান সিয়াল এক্সপ্রেস, CPTU, LDDP, WB, dg Market	৬ (EOI দাখিল)	৪ (শর্ট-লিস্টেড)	EOI Open-ing on ২৮-আগস্ট -২০১৯	কিউসিবিএস	সিসিজিপি	ড. দেবাশিষ দাস, পরিচালক (সম্প্রসারণ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৭	৩	-	৪৯৮,০০০,০০০.০০	-	-	-		-	-	শর্ট লিস্টের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫টি ফার্ম না হওয়ায় EOI বাতিল পূর্বক তা পুনরায় আহ্বানের করা হয়
		০৩-ফেব্রু-২০২০	কালের কণ্ঠ, দি নিউ নেশন, CPTU, LDDP, WB, dg Market	১৬ (EOI দাখিল)	৭ (শর্ট-লিস্টেড)	EOI Opening on ২৪-ফেব্রু-২০	কিউসিবিএস	সিসিজিপি	ড. দেবাশিষ দাস, পরিচালক (সম্প্রসারণ), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৭	৩	৬ (প্রস্তাব দাখিল হয় ও সকলেই রেস্প-ন্সিভ)	৪৯৮,০০০,০০০.০০	১৬-নভে-২০২১	AFC-SSIL JV	ইউএসডি ৩,২১০,৯৯৪.০০ + টাকা ২১০,২০৩,৮৮৭.০০ (মোট টাকা ৪৮২,৫১২,২৩৩.০০)	৩.১১% কম	২৩-নভে-২০২১	৩১-ডিসে-২০২৩	চলমান রয়েছে

পণ্য প্যাকেজ জি-১৬ - Goods and Farm Equipment for Beef Cattle - Breed improvement Program on Breeding Centers

প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি-তে নির্ধারিত পণ্য প্যাকেজ-১৬ এর ক্রয় পদ্ধতি আরএফবি অর্থাৎ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার নির্দেশনা রয়েছে। প্যাকেজটির প্রাক্কলিত মূল্য ১০.৩০৭ কোটি টাকা ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ অনুযায়ী দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে হোপ (মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর) নির্ধারিত ছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরে উক্ত পণ্য প্যাকেজটি ক্রয়ের লক্ষ্যে ডিপিপি-এর নির্দেশনাকে প্রতিপালন না করে ৩টি আলাদা প্যাকেজে বিভক্ত করা হয়। প্যাকেজসমূহের নাম হলো - জিডি-১৬(১) Procurement of Heifer for Breed improvement program of Govt. 06 nos breeding center under Livestock and Dairy Development Project, জিডি-১৬(২) Procurement of Machineries and equipment (Roughage, Feed Mixer and Tractor) for 06 nos of Govt breeding center under Livestock and Dairy Development Project এবং জিডি-১৬(৩) Procurement of Feed (For cow & calves) and related Utility for 06 nos of Govt. breeding center under Livestock and Dairy Development Project। বিভক্তকৃত কোন প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ১০ কোটি টাকা অতিক্রম না করায় প্যাকেজ ৩টির অনুমোদন ক্ষমতা হোপ থেকে পরিবর্তিত হয়ে প্রকল্প পরিচালকের নিকট অর্পিত হয়।

পরবর্তীতে প্রস্তাবিত জি-১৬(১), জি-১৬(২) ও জি-১৬(৩) প্যাকেজের পণ্য ক্রয়ের জন্য বিশ্ব ব্যাংক গাইড লাইনস্ অনুযায়ী ওটিএম (এনসিটি) পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বানের নোটিশ যথাক্রমে ১৭-নভে-২০২১, ০৭-অক্টো-২০২১ ও ২৩-ফেব্রু-২০২২ তারিখে ১টি করে বাংলা ও ১টি করে ইংরেজি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দরপত্র গ্রহণ ও খোলার শেষ তারিখে জি-১৬(১) প্যাকেজে ১টি, জি-১৬(২)-তে ২টি ও জি-১৬(৩)-তে ৩টি করে দরপত্র দাখিল হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩ জন এবং কমিটিতে সংস্থা বহির্ভূত সদস্য সংখ্যা ১ জন। মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ শামিম হোসেইন, উপ-পরিচালক, হিসাব, বাজেট ও নিরীক্ষা পরিচালকের কার্যালয়। মূল্যায়নান্তে জি-১৬(১) প্যাকেজে ১টি, জি-১৬(২)-তে ২টি ও জি-১৬(৩)-তে ১টি দরপত্র রেসপনসিভ হয়। নিয়ম অনুযায়ী মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই-বাছাই কালে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তাদের দরপত্র প্রস্তাবের সাথে যে সমস্ত কাগজ পত্র দাখিল করেছিল, যেমনঃ ফাইনান্সিয়াল টার্নওভার, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ওয়ার্ক কমপ্লিশন সার্টিফিকেটসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ দপ্তরে পত্র প্রেরণ/ টেলিফোন/ ই-মেইল যোগে যাচাই-বাছাই করা হয়। যথাযথ মূল্যায়ন শেষে প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদনপূর্বক উত্তীর্ণ ঠিকাদার Gentech International Limited, The Metal (Private) Limited ও HN Enterprise এবং পরবর্তীতে উক্ত ঠিকাদারগণের সাথে যথাক্রমে ১৯-জানু-২০২২, ২৪-জানু-২০২২ এবং ১৭-মে-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই ঠিকাদারের চুক্তি মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের তুলনায় কম পরিলক্ষিত হয়।

প্যাকেজ নং	ঠিকাদারের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তিমুল্য (টাকা)	চুক্তিমূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের বেশি বা কম (%)
জি-১৬(১)	Gentech International Limited	৩৬,০০০,০০০.০০০	৩৫,৪৬০,০০০.১৮০	১.৫০% কম
জি-১৬(২)	The Metal (Private) Limited	২৫,১৮২,০০০.০০০	২৩,১৯০,০০০.০৩০	৭.৯১% কম
জি-১৬(৩)	HN Enterprise	৬,৫১৩,০৫০.০০	৬,৪৬৬,৯১৫.৬৯৬	০.৭১% কম

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সল্প সংখ্যক দরপত্র বিক্রয় ও দাখিল এবং একই সাথে দাখিলকৃত বেশকিছু দরপত্র নন-রেসপনসিভ হওয়ায় ৩টি প্যাকেজের মধ্যে কোনটির টেন্ডার প্রক্রিয়া যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়নি।

পণ্য প্যাকেজ জি-৩৯ - Laboratories Equipment for Improve DLS Existing Laboratory

প্রকল্পের আওতায় জি-৩৯ প্যাকেজের জন্য ওটিএম (আইসিবি) পদ্ধতিতে ৩টি আলাদা লটে ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ২৮ অক্টোবর ২০২১ তারিখে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দি ডেইলি অব-জারভার, UNDB ওয়েব সাইট এবং এলডিডিপি ওয়েব সাইটে দরপত্র আহ্বানের নোটিশ প্রকাশিত হয়। দরপত্রটির বিজ্ঞপ্তি পিপিএ-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৪০(২) মোতাবেক কমপক্ষে একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা, একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা ও একটি আন্তর্জাতিক মাধ্যমে আহ্বান করা হয়। দরপত্র গ্রহণ ও খোলার শেষ তারিখ, অর্থাৎ ০৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে লট-১ এ ৪টি, লট-২ এ ৪টি ও লট-৩ এ ৩টি দরপত্র দাখিল হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৭ জন এবং কমিটিতে সংস্থা বহির্ভূত সদস্য সংখ্যা ৩ জন। মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন ডঃ দেবাশিষ দাস, পরিচালক (প্রশাসন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। নিয়ম অনুযায়ী মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। মূল্যায়নকালে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তাদের দরপত্র প্রস্তাবের সাথে যে সমস্ত কাগজ পত্র দাখিল করেছিল, যেমনঃ ফিনেনসিয়াল টার্নওভার, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ওয়ার্ক কমপ্লিশন সার্টিফিকেট সমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/দপ্তরে পত্র

প্রেরণ/টেলিফোন যোগে যাচাই বাছাই করা হয়। মূল্যায়নান্তে মাত্র ১টি দরপত্র ছাড়া সকল দরপত্র নন-রেস্পন্সিভ হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক লট-১, লট-২ ও লট-৩ এর মূল্যায়িত কারিগরি ও আর্থিক প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক 'No objection' প্রদান করায় রেস্পন্সিভ দরদাতা ৫ জুলাই ২০২২ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান Bangladesh Science House কে ২৫ জুলাই ২০২২ তারিখে 'Notification of Award' প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উত্তীর্ণ ঠিকাদারের সাথে ২৮ জুলাই ২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঠিকাদারের চুক্তিমূল্য ১৭১,২২৪,৬৬৮.৮০০ টাকা যা প্রাক্কলিত মূল্য ২০০,০০০,০০০.০০ টাকার ১৪.৩৯% কম। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যথেষ্ট সংখ্যক দরপত্র বিক্রয় ও দাখিল হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র একটি ঠিকাদারের দাখিলকৃত দরপত্র রেসপনসিভ হওয়ায় প্যাকেজটির টেন্ডার প্রক্রিয়া মোটেও প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়নি।

পণ্য প্যাকেজ জি-৬৬ – Procurement of Equipment for Mobile Veterinary Clinic

প্রকল্পের আওতায় ডিপিপি-তে নির্ধারিত পণ্য প্যাকেজ-৬৬ এর ক্রয় পদ্ধতি আরএফবি অর্থাৎ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার নির্দেশনা রয়েছে। প্যাকেজটির প্রাক্কলিত মূল্য ১১০.৩০৪ কোটি টাকা ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ অনুযায়ী দরপত্র অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ সিসিজিপি নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ২০২১-২২ অর্থবছরে উক্ত প্যাকেজের আওতায় পণ্য ক্রয়ের লক্ষ্যে ডিপিপি-এর নির্দেশনাকে প্রতিপালন না করে প্যাকেজটিকে বিভক্ত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেজে পরিণত করা হয় যার একটি প্যাকেজের [জি-৬৬(১)] প্রাক্কলিত মূল্য ১৫.০৬২৫ কোটি টাকা। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অনুমোদনের সময় আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ অনুযায়ী উক্ত প্যাকেজের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হোপ হওয়া সত্ত্বেও তা প্রকল্প পরিচালকের উপর অর্পণ করা হয়।

পরবর্তীতে প্রস্তাবিত জি-৬৬(১) প্যাকেজের পণ্য ক্রয়ের জন্য ওটিএম (আইসিবি) পদ্ধতিতে ২টি আলাদা লটে ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ২৫ অক্টোবর ২০২১ তারিখে দৈনিক কালের কণ্ঠ, দি ফাইন্যানসিয়াল এক্সপ্রেস, UNDB ওয়েব সাইট এবং এলডিডিপি ওয়েব সাইটে দরপত্র আহ্বানের নোটিশ প্রকাশিত হয়। দরপত্রটির বিজ্ঞপ্তি পিপিএ-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৪০(২) মোতাবেক কমপক্ষে একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা, একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা ও একটি আন্তর্জাতিক মাধ্যমে আহ্বান করা হয়। দরপত্র গ্রহণ ও খোলার শেষ তারিখ, অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বের ২০২১ তারিখে লট-১ এ ৬টি ও লট-২ এ ৪টি দরপত্র দাখিল হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৭ জন এবং কমিটিতে সংস্থা বহির্ভূত সদস্য সংখ্যা ৩ জন। মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন ডঃ দেবাশিষ দাস, পরিচালক (প্রশাসন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। নিয়ম অনুযায়ী মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। মূল্যায়নকালে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তাদের দরপত্র প্রস্তাবের সাথে যে সমস্ত কাগজ পত্র দাখিল করেছিল, যেমনঃ ফিনেনসিয়াল টার্নওভার, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ওয়ার্ক কমপ্লিশন সার্টিফিকেট সমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/দপ্তরে পত্র প্রেরণ/টেলিফোন যোগে যাচাই বাছাই করা হয়। মূল্যায়নান্তে লট-১ এ ২টি দরপত্র রেস্পন্সিভ হয় ও লট-২ এ সকল দরপত্র নন-রেস্পন্সিভ হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক লট-১ মূল্যায়িত কারিগরি ও আর্থিক প্রতিবেদন এবং লট-২ এর পুনঃ দরপত্র আহ্বানের সুপারিশের বিষয়ে বিশ্বব্যাংক 'No objection' প্রদান করায় রেস্পন্সিভ দরদাতা ২১ এপ্রিল ২০২২ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি যথাযথ কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান Technoworth Associates Limited কে ১৬ মে ২০২২ তারিখে 'Notification of Award' প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উত্তীর্ণ ঠিকাদারের সাথে ২৪ মে ২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঠিকাদারের চুক্তিমূল্য ৯৩,৫৮৮,৫০০.০০ টাকা ফলে প্যাকেজটির ক্রয় মূল্য ১০ কোটি টাকা অতিক্রম না করায় প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদনক্রমে এর টেন্ডারিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তবে উল্লেখ্য যে, লট-২ এ প্রস্তাবিত পণ্যের ক্রয় সম্পন্ন না হওয়ায় প্যাকেজটির মোট মূল্য এর প্রাক্কলিত মূল্যের তুলনায় কতটা কম বা বেশি তা পর্যালোচনা সম্ভবপর নয়। পর্যালোচনায় আরোও দেখা যায় যে, যথেষ্ট সংখ্যক দরপত্র বিক্রয় ও দাখিল হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র একটি লটে ২টি ঠিকাদারের দাখিলকৃত দরপত্র রেসপনসিভ হওয়ায় প্যাকেজটির টেন্ডার প্রক্রিয়া প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়নি।

কার্য প্যাকেজ- ডব্লিউ-২৭ - Vertical Extension of 1st/2nd floor for Construction of Training Hall Area 84 sqm including stair case & Supply of Furniture etc in 26 Twenty-Six nos existing Upazila Livestock Office Building at Faridpur District 6 nos Kishoregonj District 7 nos Khulna District 6 nos Satkhira District 5 nos Feni District 2 nos Under the Livestock & Dairy Development Project

প্রকল্পের আওতায় কার্য প্যাকেজ-২৭ এর জন্য বিশ্ব ব্যাংক গাইড লাইনস্ অনুযায়ী ওটিএম (এনসিটি) পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ২৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে দৈনিক ভোরের কাগজ ও দি ডেইলী নিউজ টুডে পত্রিকায় দরপত্র আহ্বানের নোটিশ প্রকাশিত হয়। দরপত্রটির বিজ্ঞপ্তি পিপিএ-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৪০(২) মোতাবেক কমপক্ষে একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা ও একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় আহ্বান করা হয়। দরপত্র গ্রহণ ও খোলার শেষ তারিখ, অর্থাৎ ২৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে শুধুমাত্র ১টি বিক্রিত দরপত্র দাখিল হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩ জন এবং কমিটিতে সংস্থা বহির্ভূত সদস্য সংখ্যা ১ জন। মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব আবুল বাশার, চিফ, AIET প্রোজেক্ট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। নিয়ম অনুযায়ী মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। মূল্যায়নকালে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তাদের দরপত্র প্রস্তাবের সাথে যে সমস্ত কাগজ পত্র দাখিল করেছিল, যেমনঃ ফাইনান্সিয়াল টার্নওভার, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ওয়ার্ক কমপ্লিশন সার্টিফিকেটসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ দপ্তরে পত্র প্রেরণ/ টেলিফোন/ ই-মেইল যোগে যাচাই-বাছাই করা হয়। মূল্যায়নান্তে দাখিলকৃত দরপত্রটি রেসপনসিভ হয়। যথাযথ মূল্যায়ন শেষে প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদনপূর্বক উত্তীর্ণ ঠিকাদার M/S Mastura Enterprise কে ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত ঠিকাদারের সাথে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঠিকাদারের চুক্তি মূল্য ৬০,৩৫১,৫৬৫.৬৬৭ টাকা যা প্রাক্কলিত মূল্য ৬০,৪১৯,৯৪৯.২০ টাকার ০.১১% কম।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যথেষ্ট সংখ্যক দরপত্র বিক্রয় ও দাখিল না হওয়া এবং শুধুমাত্র একটি ঠিকাদারের দাখিলকৃত দরপত্র রেসপনসিভ হওয়ায় প্যাকেজটির টেন্ডার প্রক্রিয়া প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়নি। ফলে প্রাক্কলিত মূল্যের প্রায় শতভাগ অর্থ ব্যয়ে প্যাকেজটির ক্রয় সম্পাদিত হয়।

কার্য প্যাকেজ- ডব্লিউ-৮৮ - Repair & Renovation of Auditorium and Class Room at Officers Training Institute, Savar, Dhaka.

প্রকল্পের আওতায় কার্য প্যাকেজ-৮৮ এর জন্য বিশ্ব ব্যাংক গাইড লাইনস্ অনুযায়ী ওটিএম (এনসিটি) পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ১৫ জুলাই ২০১৯ তারিখে দৈনিক ভোরের কাগজ ও দি ডেইলী নিউজ টুডে পত্রিকায় দরপত্র আহ্বানের নোটিশ প্রকাশিত হয়। দরপত্রটির বিজ্ঞপ্তি পিপিএ-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৪০(২) মোতাবেক কমপক্ষে একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকা ও একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় আহ্বান করা হয়। দরপত্র গ্রহণ ও খোলার শেষ তারিখ, অর্থাৎ ৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে বিক্রিত ২টি দরপত্রের মধ্যে শুধুমাত্র ১টি দরপত্র দাখিল হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৩ জন এবং কমিটিতে সংস্থা বহির্ভূত সদস্য সংখ্যা ১ জন। মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব এমদাদুল হক তালুকদার, ডিএলও, AIET প্রোজেক্ট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। নিয়ম অনুযায়ী মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্যাকেজটির প্রাক্কলিত মূল্য ৯,০৫৯,৮৬৬.৯২০ টাকার বিপরীতে একমাত্র দরদাতা M/S Mustura Enterprise-এর প্রস্তাবিত দর ১২,৪৮১,২০৮.৭২৬ টাকা। প্রস্তাবিত দর প্রাক্কলিত মূলের তুলনায় ৩৭.৭৬% বেশি হওয়ায় মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক টেন্ডারটি বাতিল করে পুনঃদরপত্র আহ্বানের সুপারিশ করা হয় এবং প্যাকেজটির প্রাক্কলন সঠিক না হওয়ায় তা যাচাইপূর্বক পুনরায় প্রস্তুত করা যার বর্ধিত মূল্য ১২,৫৪০,৫১৯.৩০০ টাকা।

পরবর্তীতে ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে পুনরায় ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে দৈনিক ভোরের কাগজ ও দি ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকায় পুনঃদরপত্র আহ্বানের নোটিশ প্রকাশিত হয়। দরপত্র গ্রহণ ও খোলার শেষ তারিখ, অর্থাৎ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে বিক্রিত ৫টি দরপত্রের মধ্যে শুধুমাত্র ১টি দরপত্র দাখিল হয়। মূল্যায়নকালে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তাদের দরপত্র প্রস্তাবের সাথে যে সমস্ত কাগজ পত্র দাখিল করেছিল, যেমনঃ ফাইনান্সিয়াল টার্নওভার, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ওয়ার্ক কমপ্লিশন সার্টিফিকেটসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ দপ্তরে পত্র প্রেরণ/ টেলিফোন/ ই-মেইল যোগে যাচাই-বাছাই করা হয়। মূল্যায়নান্তে দাখিলকৃত দরপত্রটি রেসপনসিভ হয়। যথাযথ মূল্যায়ন শেষে প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদনপূর্বক উত্তীর্ণ ঠিকাদার M/S Mastura Enterprise কে

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত ঠিকাদারের সাথে ২ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঠিকাদারের চুক্তি মূল্য ১২,৫৫৭,৯৮৭.২১৩ টাকা যা প্রাক্কলিত মূল্য ১২,৫৪০,৫১৯.৩০০ টাকার ০.১৪% বেশি।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, যথেষ্ট সংখ্যক দরপত্র বিক্রয় হওয়া সত্ত্বেও এবং শুধুমাত্র একটি দরপত্র দাখিল ও রেসপনসিভ হওয়ায় প্যাকেজটির টেন্ডার প্রক্রিয়া মোটেও প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়নি। ফলে প্রাক্কলিত মূল্যের কিছুটা অধিক অর্থ ব্যয়ে প্যাকেজটির ক্রয় সম্পাদিত হয়।

সেবা প্যাকেজ- এস-৭ - Consultancy Services for Environmental Impact Assessment (EIA)

প্রকল্পের আওতায় সেবা প্যাকেজ এস-৭ এর জন্য বিশ্ব ব্যাংক গাইড লাইনস্ অনুযায়ী কিউসিবিএস (এনসিবি) পদ্ধতিতে পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে ১২ জুলাই ২০২০ তারিখে দি ফাইন্যানসিয়াল এক্সপ্রেস ও বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় আগ্রহী ফার্মের প্রতি EOI আহ্বানের নোটিশ প্রকাশিত হয়। এছাড়া EOI নোটিশটি CPTU এবং LDDP ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়। EOI গ্রহণের শেষ তারিখ, অর্থাৎ ২৮ জুলাই ২০২০ তারিখে মোট ৩০টি EOI দাখিল হয়। কারিগরি মূল্যায়ন কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৭ জন এবং কমিটিতে সংস্থা বহির্ভূত সদস্য সংখ্যা ৩ জন (মন্ত্রণালয় হতে ১ জন, SRDI হতে ১ জন, DAE হতে ১ জন)। ব্যাংকের গাইড লাইনস্/ পিপিআর-২০০৮-এর নিয়ম অনুযায়ী কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী উক্ত কমিটির মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই-বাছাইকালে পরামর্শ প্রতিষ্ঠান তাদের EOI প্রস্তাবের সাথে যে সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করেছিল, যেমনঃ ফিন্যানসিয়াল টার্নওভার, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ওয়ার্ক কমপ্লিশন সার্টিফিকেটসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ দপ্তরে পত্র প্রেরণ/ টেলিফোন/ ই-মেইল যোগে যাচাই-বাছাই করা হয়। মূল্যায়নান্তে ৭টি যোগ্যতা সম্পন্ন ফার্মকে শর্ট লিস্ট করে আরএফপি ইস্যু করা হয়। শর্ট লিস্টেড ফার্মগুলো হলো–EQMS; DTCL; IIFC-Aurora JV; Samahar; CEGIS; ERACL-MSL JV এবং PWC-Bangladesh। পরবর্তীতে ৬টি পরামর্শক ফার্ম নির্ধারিত সময় ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করে। কারিগরি প্রস্তাবের মূল্যায়নে ৬টি দাখিলকৃত প্রস্তাবের মধ্যে ২টি প্রস্তাব নন-রেস্পন্সিভ হয় এবং অপর ৪টি প্রস্তাব রেস্পন্সিভ হয়। যথাযথ মূল্যায়ন শেষে ৪টি প্রস্তাবের কারিগরি ও আর্থিক স্কোরের উপর ভিত্তি করে উত্তীর্ণ ফার্স্ট র‌্যাংকড প্রতিষ্ঠান ENRAC-MSL JV-কে নির্ধারণ করা হয় এবং প্রকল্প পরিচালকের অনুমোদনপূর্বক ১০ জুন ২০২১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত পরামর্শকের সাথে ১৩ জুন ২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের চুক্তি মূল্য ৯,৭৮১,৫৩৪.০০০ টাকা যা প্রাক্কলিত মূল্য ৩০,০০০,০০০.০০০ টাকার ৬৭.৩৯% কম।

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্বাচিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের (ENRAC-MSL JV) কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়নে তৃতীয় স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও তার উদ্ধৃত আর্থিক প্রস্তাব দ্বিতীয় সর্বনিম্ন আর্থিক প্রস্তাবের তুলনায় লক্ষণীয় মাত্রায় কম হওয়ায় (৫০% কম), সম্মিলিত মূল্যায়নে তা প্রথম স্থান অধিকার করে। এতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবার যথাযথ মান বজায় রেখে চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পন্ন করা দুরূহ হবে। উল্লেখ্য যে, প্যাকেজটির ক্রয় কার্যক্রমে ডিপিপি-তে উল্লিখিত ক্রয় পদ্ধতি ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের বিষয়ে যে নির্দেশনা রয়েছে তা সঠিক ভাবে প্রতিপালিত হয়েছে।

সেবা প্যাকেজ- এস-৬৭ - Consultancy Services for Agro Business Planning, Technologies and Marketing Advice and implementation Support under LDDP

প্রকল্পের আওতায় সেবা প্যাকেজ এস-৬৭ এর জন্য বিশ্ব ব্যাংক গাইড লাইনস্ অনুযায়ী কিউসিবিএস (আইসিবি) পদ্ধতিতে পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে ৩০ জুলাই ২০১৯ তারিখে দৈনিক মানবকণ্ঠ ও দি ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় আগ্রহী ফার্মের প্রতি EOI আহ্বানের নোটিশ প্রকাশিত হয়। এছাড়া EOI নোটিশটি CPTU, LDDP এবং dgMarket ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়। EOI গ্রহণের শেষ তারিখ, অর্থাৎ ২৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখে মোট ৬টি EOI দাখিল হয়। কারিগরি মূল্যায়ন কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৭ জন এবং কমিটিতে সংস্থা বহির্ভূত সদস্য সংখ্যা ৩ জন) মন্ত্রণালয় হতে ১ জন, SRDI হতে ১ জন, DAE হতে ১ জন)। ব্যাংকের গাইড লাইনস্/ পিপিআর-২০০৮-এর নিয়ম অনুযায়ী কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি গঠিত হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী উক্ত কমিটির মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই-বাছাইকালে পরামর্শ প্রতিষ্ঠান তাদের EOI প্রস্তাবের সাথে যে সমস্ত কাগজপত্র দাখিল করেছিল, যেমনঃ ফাইনান্সিয়াল টার্নওভার, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, ওয়ার্ক কমপ্লিশন সার্টিফিকেটসমূহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/ দপ্তরে পত্র প্রেরণ/ টেলিফোন/ ই-মেইল যোগে যাচাই-বাছাই করা হয়। মূল্যায়নান্তে ৪টি EOI শর্ট লিস্ট করা হয়

কিন্তু বিশ্বব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান শর্ট লিস্টের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৫টি ও সর্বোচ্চ ৮ টি হতে হবে। এমতাবস্থায় আহ্বানকৃত EOI বাতিল পূর্বক পুনরায় EOI আহ্বানের সুপারিশ করা হয়।

পরবর্তীতে REOI আহ্বানের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে প্যাকেজটির পরামর্শক নিয়োগের নিমিত্তে ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে দৈনিক কালের কণ্ঠ ও দি নিউ ন্যাশন পত্রিকাসহ অন্যান্য মাধ্যমে পুনঃবিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় যা। EOI গ্রহণের শেষ তারিখ, অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মোট ১৬টি EOI দাখিল হয়। মূল্যায়নান্তে ৭টি যোগ্যতা সম্পন্ন ফার্মকে শর্ট লিস্ট করা হয় এবং প্রতিটি শর্ট ফার্মকে ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে আরএফপি ইস্যু করা হয়। শর্ট লিস্টেড ফার্মগুলো হলো –AFC & SSIL; AESA & SODEV; NIRAS; PCI & Pathmark; Agrer, IDELE, Shushilan & DTCL; Landell Mills এবং SOFRECO। পরবর্তীতে ৬টি পরামর্শক ফার্ম নির্ধারিত সময় ২৪ জানুয়ারি ২০২১ হতে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখের মধ্যে কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করে। যথাযথ মূল্যায়ন শেষে কারিগরি ও আর্থিক স্কোরের উপর ভিত্তি করে উত্তীর্ণ ফার্স্ট র‍্যাঙ্কড প্রতিষ্ঠান AFC & SSIL-কে নির্ধারণ করা হয় এবং ০৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে সিসিজিপি-এর অনুমোদনপূর্বক ২৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে নেগোসিয়েশনের জন্য আহ্বান করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত পরামর্শকের সাথে ১৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের চুক্তি মূল্য ইউএসডি ৩,২১০,৯৯৪.০০ এবং টাকা ২১০,২০৩,৮৮৭.০০ (মোট মূল্য টাকায় ৪৮২,৫১২,২৩৩.০০) যা প্রাক্কলিত মূল্য ৪৯৮,০০০,০০০.০০ টাকার ৩.১১% কম।

উল্লেখ্য যে, প্যাকেজটির ক্রয় কার্যক্রমে ডিপিপি-তে উল্লিখিত ক্রয় পদ্ধতি ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের বিষয়ে যে নির্দেশনা রয়েছে তা সঠিক ভাবে প্রতিপালিত হয়েছে।

৩.৪ প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি (Monitoring)

প্রকল্পের নথি পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ৪ (চার) বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্প শুরু থেকে অদ্যাবধি ৮টি পিআইসি সভা এবং ৬টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিপত্র অনুযায়ী যে কয়টি পিআইসি ও পিএসসি সভা হওয়া প্রয়োজন তা অনুষ্ঠিত হয়নি। তবে পিআইসি এবং পিএসসি'র পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রকল্পের পিআইসি ও পিএসসি সভা অনুষ্ঠানের বিস্তারিত নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হয়েছে -

সারণি ৩.৮.: পিআইসি এবং পিএসসি সভা সংক্রান্ত তথ্য

সভার নাম	সময়ের ধরন		এই সময় পর্যন্ত মোট লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	চলতি বছরে লক্ষ্যমাত্রা (অর্থবছর: ২০২২-২৩)	চলতি বছরে প্রকৃত অর্জন (অর্থবছর: ২০২২-২৩)
	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী	পরিপত্র অনুযায়ী	ডিপিপি অনুযায়ী			
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) সভা	২ মাস অন্তর	-	২৬	-	৮	৬	১
প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভা	৩ মাস অন্তর	-	১৭	-	৬	৪	১

সারণি ৩.৯ প্রকল্পের পিআইসি সভার তথ্য

সভার নাম ও তারিখ	প্রধান প্রধান সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি
পিআইসি সভা ২৭ মার্চ ২০২৩	প্রডিউসার গ্রুপ (পিজি) সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পাদনে আরোও জোড় দিতে হবে।	মোট ৫৫০০টি পিজি (৩২৬৬টি ডেইরি, ১২৫টি মহিষ ডেইরি, ৬৫৭টি বিফ ফ্যাটেনিং, ৩৯৭ টি ছাগল, ৮৬টি ভেড়া, ৭৬৬টি স্কাভেনজিং চিকেন, ১৯০টি ডাঁক/হাঁস, ২টি কোয়েল ও ১১টি কবুতর পিজি) গঠিত হয়েছে। সকল পিজি কেন্দ্রিক এলএফএফএস গঠিত হয়েছে। নিয়মিত পিজির মাসিক সভা এবং সকল সদস্য সঞ্চয় জমা আরম্ভ করেছে।
	বিসিএস লাইভস্টক একাডেমিতে ৭ম তলা	নতুন রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রাক্কলন সাপেক্ষে টেন্ডার

	ডরমেটরি ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে পিএসসি'র অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন রেট সিডিউল অনুযায়ী দরপত্র আহ্বান করা যেতে পারে, যা পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপিতে অর্ন্তভূক্ত করতে হবে।	কার্যক্রম সম্পাদিত হবে।
	স্লটার হাউজ নির্মাণ সংক্রান্ত প্যাকেজগুলো স্পিল্ট/ বিভাজন করা হলেও ডিপিপিতে উল্লিখিত মূল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ অপরিবর্তিত থাকবে।	নির্দেশনা অনুযায়ী স্লটার হাউজ নির্মাণ সংক্রান্ত প্যাকেজগুলো ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
	ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় প্রাপ্ত আবেদনগুলো মূল্যায়ন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং বিজনেস প্লান আহ্বান করতে হবে।	ম্যাচিং গ্রান্টের আওতার মোট ৯টি ক্যাটাগরির মধ্যে তিনটি ক্যাটাগরিতে প্রাপ্ত ব্যবসায় পরিকল্পনার জিআরসি এর মুল্যায়ন সদ্য অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি (ডেইরি হাব এবং ডিএমসিসি/দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত আগ্রহী বড় ও ছোট আকারের দুগ্ধজাত পণ্য বহুমুখীকরণ) ক্যাটাগরিতে ইওআই ভেরিফিকেশন পর্যায়ে রয়েছে।
	ক্রয় কাজসহ সকল কাজের অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্পের ক্রয় কাজের অগ্রগতি আরোও ত্বরান্বিত করা এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত অনুমোদিত প্যাকেজসমূহের কাজ সঠিক নিয়মে এবং পরিকল্পনামাফিক সম্পন্ন করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।
পিআইসি সভা ০৫ জুন ২০২২	প্রডিউসার গ্রুপ (পিজি) এ প্রকল্পের মেরুদন্ড। পিজি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সম্পাদনে জোড় দিতে হবে।	প্রকল্পের আওতায় ভেল্যু চেইন ভিত্তিক ৫৫০০টি প্রডিউসার গ্রুপ (পিজি) গঠন ও মবিলাইজেশন করা হবে। তন্মধে, ৫,২৯৪টি পিজি (৩,২৩৪টি (১১২টি মহিষসহ) ডেইরি (গরু/মহিষ) পিজি + ৪৬৭টি ছাগল/ভেড়া পিজি + ৬৪৪টি গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ সিজি + ৯৪৯টি পারিবারিক মুরগি, হাঁস ও বিশেষায়িত পাখি পিজি) গঠন করা হয়েছে (জুন/২২ পর্যন্ত)
	উপকূলীয় এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ সমাপান্তে ব্যবহারকারী এবং অধিদপ্তরের উপজেলা অফিসের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে হবে। নলকূপগুলোর সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর মনিটরিং করবে।	উপকূলীয় এলাকায় গবাদিপশুর জন্য ২০টি স্থানে নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে গভীর নলকূপ স্থাপন কাজ চলমান। তন্মধ্যে, আশাসুনি-সাতক্ষীরাতে সম্পন্ন হয়েছে, ৮টি উপজেলায় বোরিং হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১১টি উপজেলায় চলতি মাসে কার্যক্রম শুরু হবে।
	ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় প্রাপ্ত আবেদনগুলো মূল্যায়ন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং বিজনেস প্ল্যান আহ্বান করতে হবে।	প্রাপ্ত আবেদনগুলো প্রাথমিক যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হয়েছে। চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
	মোবাইল ভেটেরিনারী ক্লিনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন, ডিজাটাল নম্বর সংযোজন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মোবাইল ভেটেরিনারী ক্লিনিক (এমভিসি) বিতরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
	মোবাইল ভেটেরিনারী ক্লিনিকে ড্রাইভার নিয়োগ কার্যক্রম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ম-কানুন মেনে দ্রুত নিয়োগ প্রদান করতে হবে।	মোবাইল ভেটেরিনারী ক্লিনিকে ড্রাইভার নিয়োগ ও পদায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
	এমএস, পিএইচডি এবং রিসার্চ গ্রান্টের জন্য	মন্ত্রণালয়ের গত ৩১/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখের এক

	মনোনীত প্রার্থীর অনুকূলে জিও জারী বিষয় প্রকল্প অফিস মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।	পত্রে এলডিডিপি'র আওতায় এমএস ও পিএইচডি কোর্স অংশগ্রহণের বিষয়টি আপাততঃ স্থগিত করা হয়েছে।
	শর্ট কোর্সের বয়স শিথিলের বিষয়ে জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়ের নিয়ম অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	শার্ট কোর্সের বয়স শিথিলের বিষয়ে জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়ের নিয়ম অনুসরণ করা হবে।
	ক্রয় কাজ সকল কাজের অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করার এবং বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।	২০১১-২০২২ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৮৯% ।

সারণি ৩.১০: সর্বশেষ পিএসসি সভার তথ্য

সভার নাম ও তারিখ	গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ
পিআইসি সভা ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২২	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার আলোকে প্রডিউসার অর্গানাইজেশন সমূহের উৎপাদনশীলতা এবং বিপণন উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণসহ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করণে নিয়মিতভাবে কার্যক্রম মনিটরিং নিশ্চিত করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন।
	প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত কৃত্রিম প্রজনন সেবাসহ, ভ্যাক্সিনেশন, কৃমিনাশক, ঔষধ ও ভিটামিন- প্রিমিক্স, ঘাস উৎপাদন, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুফলভোগীদের NID উল্লেখপূর্বক Databse প্রণয়ন ও দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে উপযুক্ত কার্যক্রমসমূহের Intervention Area Mapping তৈরিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
	দেশে Skimmed Milk-এর ব্যবহার বৃদ্ধিতে প্রচার-প্রচারণা চালানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিতরণকৃত মেশিনগুলোর ব্যবহার সম্পর্কিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।
	আগামী ৩১/১০/২০২২ এর মধ্যে Slaughter House-এর স্থান বরাদ্দ প্রদানের সময় সীমা নির্ধারণ-পূর্বক সংশ্লিষ্ট মেট্রো এলাকা, জেলা কর্তৃপক্ষকে প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক অবহিত করতে হবে।
	Value for Money নিশ্চিত করতে Slaughter House নির্মাণ Piloting Basis-এ প্রথম পর্যায়ে ৩টি মেট্রো ও জেলা পর্যায়ে স্থাপন করতে হবে।
	মোট প্রকল্প ব্যয়ের বৃদ্ধি না হওয়া এবং প্রকল্প সংশোধনের সময়ে বিষয়টি বিবেচনা করার শর্তে যে সমস্ত অঙ্গসমূহের দরপত্র (পূর্ত/ নির্মাণ) এখনও আহ্বান করা হয়নি। সে সমস্ত অঙ্গের ব্যয় প্রাক্কলন পিডব্লিউডি রেট সিডিউল ২০২২ অনুযায়ী প্রস্তুত করা যেতে পারে।
	প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য Slaughter House-এর কার্যকরভাবে পরিচালনা (Fully Operation) নিশ্চিতকল্পে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বাজার পরিচালন কমিটি এর সাথে ত্রিপক্ষীয় MoU সম্পাদন করতে হবে।
	বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস প্রণীত Poverty Maps of Bangladesh-২০১৬ অনুসরণ করে ৩০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্বাচনপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়নের তারিখ চূড়ান্ত করতে হবে।
	দেশে গাভীর কৌলিক মান উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান নীতিমালা পরিবর্তনের উদ্যোগ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর শীঘ্রই গ্রহণ করবে।

৩.৫ প্রকল্পের অডিট সম্পর্কিত তথ্য

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের বিগত ৪ বছর অর্থাৎ ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে FAPAD কর্তৃক প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ২৮টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় যার মধ্যে ২টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি হয়েছে এবং বাকি ২৬টি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। ২৬টি অডিট আপত্তির মোট আর্থিক সংশ্লিষ্টতা টাকা ১৩৫১৬.৬৬ লক্ষ, ইউএসডি ২.৭৪৬ লক্ষ এবং ইউরো ০.৩৮৭ লক্ষ। বছর অনুযায়ী আপত্তির সংখ্যা ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ নিম্নের সারণিতে প্রদান করা হলো-

সারণি ৩.১১: অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ

অডিট কর্তৃপক্ষ	অডিটের অর্থবছর	আপত্তির সংখ্যা	অডিট আপত্তির পুর্ণ শিরোনাম	জড়িত অর্থের পরিমাণ	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গৃহিত পদক্ষেপ	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা
FAPAD	২০২১-২০২২	১০টি	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে গাড়ি কেনার জন্য আর্থিক ক্ষতি।	৭,৭৬,৫৬,০২৪.০০	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			পণ্য সরবরাহ না করে এবং চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে নিয়মবহির্ভূত ব্যয়।	২৪,৯০,০০০.০০	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			পিপিআর-২০০৮ লঙ্ঘন করে কনসালটেন্সি সার্ভিসের জন্য চুক্তি নবায়নকরণ।	২৩,২৪,৪৮,০৬৪.০০	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			উচ্চতর কর্তৃপক্ষের (CCGP) অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা এড়ানোর উদ্দেশ্যে একটি প্যাকেজকে ভেঙ্গে একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করা।	-	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			চুক্তি মূল্যের চেয়ে বেশি বিল পরিশোধের কারণে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,৮৭,৪৫,৬৫২.০০	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			পিপিআর-২০০৮ এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি ২০১৫ লঙ্ঘন করে কনসালটেন্সি সার্ভিস চুক্তি নবায়নকরণ।	২৩,০৬,৩৮,৯৭৩.০০	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			ডেপুটেশনে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রকল্প কর্মকর্তাদের দৈনিক ভাতা (DA) সরকারি হারের চেয়ে বেশি হারে প্রদানের কারণে আর্থিক ক্ষতি।	৯,৯২,১৮১.০০	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ বিধি-২০১৫ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়মবহির্ভূত ব্যয়।	৯,৩১,৯১,৮৩৬.০০	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	অনিষ্পন্ন রয়েছে
			ডিপিপি-তে উল্লিখিত প্যাকেজ সংস্থানের বাইরে নিয়মবহির্ভূত চুক্তি স্বাক্ষর।	-	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	-
			গাড়ি ব্যবহারের জন্য পরিশোধ বিল হতে টাকা না কর্তনের কারণে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫০,৪০০.০০	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	অনিষ্পন্ন রয়েছে
FAPAD	২০২০-	৭টি	মার্কেট রেট-এর চেয়ে বেশি রেটে	৪১,৭৯,৯৮৫.০০	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে

	২০২১		ঔষধ কেনার কারণে প্রকল্পের অর্থের ক্ষতি।		নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			খাদ্য ব্যয় বাবদ ভ্যাট কম কাটার কারণে ক্ষতি।	**২৮,১৩,২৫০.০০**	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			মজুত/ স্টক রেজিস্টারে ১,২০,০০০.০০/- টাকা মূল্যের উপকরণ লিপিবদ্ধ হয়নি।	**১,২০,০০০.০০**	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			কোভিড শাটডাউনের সময় জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে অর্থ প্রদানের ফলে ৬০,৪০,০০০.০০ টাকাক্ষতি	**৬০,৪০,০০০.০০**	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			পিপিআর-২০০৮ লঙ্ঘন করে ৪৬,০৯,৬৯৫/- টাকা ব্যয়।	**৪৬,০৯,৬৯৫.০০**	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			জরিপ প্রতিবেদন, টেকনিক্যাল প্রতিবেদন এবং প্রাক-পরিমাপ ছাড়াই সংস্কার ও মেরামত কাজের জন্য ৩,৬৮,৬০,৫৭৭.০০ টাকার নিয়মবহির্ভূত ব্যয়।	**৩,৬৮,৬০,৫৭৭.০০**	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			পিকআপ ভ্যান ও অটোরিকশার মালিককে ভাড়ার মূল্য বাবদ টাকা ৯.১৯,০০০.০০ নিয়মবহির্ভূত ব্যয়।	**৯,১৯,০০০.০০**	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
FAPAD	২০১৯-২০২০	৯টি	পিপিআর ২০০৮ বিধি ৬১ এবং ডিপিপি বিধান লঙ্ঘন করে উচ্চ মূল্যে মোটরসাইকেল সংগ্রহের কারণে প্রকল্পের অর্থের ক্ষতি।	**৫৬,২৮,০০০.০০**	-	নিষ্পত্তি হয়েছে।
			আউটসোর্সিং ফার্মের আউটসোর্সড ব্যক্তিদের বেতন হিসাবে চুক্তির অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের কারণে প্রকল্পের অর্থের ক্ষতি।	**২৩,৯৪,৯২৪.০০**	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			M/S Atlas Bangladesh Ltd এ পরিবহন খরচের কারণে প্রকল্পের অর্থের ক্ষতি।	**১৪,৬৪,০০০.০০**	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			খানা জরিপ ও পশুখাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন উপজেলা অফিসে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু সংশ্লিষ্ট সমন্বয় নথি অনুপস্থিত।	**১৭,৭৭,০৭,৬৬২.০০**	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	অনিষ্পন্ন রয়েছে
			ডিপিপি বিধান অনুযায়ী সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম নিয়োগ ব্যতীত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা।	**৪১,০৮,২২,০.৩১.০০**	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			পিপিআর ২০০৮ লঙ্ঘন করে বিভিন্ন বিদেশী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ প্রদান।	USD **২,৭৪,৬০০.০০ &** EURO **৩৮,৭৫৮.৯১**	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			আউটসোর্সিং ফার্ম থেকে সার্ভিস চার্জের বিপরীতে ভ্যাট না কাটার কারণে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	**১৯,৪৮,১০০.০০**	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			ডিপিপি বিধান লঙ্ঘন করে AMR তত্ত্বাবধান বিশেষজ্ঞ নিয়োগ না	**১,৮৪,০৭,৫০০.০০**	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে

			করে AMR প্রশিক্ষণ সম্পাদন।			
			পিএমইউ ভবনের কাজ সমাপ্ত হওয়ার আগেই আসবাবপত্র ক্রয়।	৮৮,০০,৯০০.০০	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
FAPAD	২০১৮-২০১৯	২টি	বিলকৃত আইটেমের কাজ বুঝে না নিয়ে নিয়মবহির্ভূত অর্থপ্রদান করা।	২৪,৩৮,১৫০.০০	প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে
			প্রকল্পের আর্থিক বিবরণীর তুলনায় iBAS++এ কম ব্যয় প্রদর্শন।	১,০২,৯৯,৯০০.০০	-	নিষ্পত্তি হয়েছে।

৩.৬ প্রকল্পের আওতাধীন পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও খামার সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতাধীন ৮টি বিভাগের ১৭টি জেলার ৯৩টি উপজেলা হতে নমুনা জরিপের মাধ্যমে ১০২০ জন পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও তাদের খামার পরিচালনা বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বর্ণনা নিম্নের সারণি/ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো-

৩.৬.১ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের শ্রেণী/ পিজি ক্যাটাগরি ভিত্তিক বিভাজন

খামারির শ্রেণী/ পিজি ক্যাটাগরি	পিজি সদস্য সংখ্যা	শতকরা
ডেইরি পালন	৬২৯	৬১.৭%
গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ	১২২	১২.০%
মহিষ পালন	২৩	২.৩%
ছাগল/ ভেড়া পালন	৬৮	৬.৭%
দেশী বা পারিবারিক মুরগি পালন	১৩১	১২.৮%
বাণিজ্যিক লেয়ার/ হাঁস/ কোয়েল ইত্যাদি পালন	৪৭	৪.৬%
মোট	**১০২০**	**১০০.০%**

তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল

সারণি-৩.১২ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারির শ্রেণী/ পিজি ক্যাটাগরিভিত্তিক বিভাজন

সারণি ৩.১২ এ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারির শ্রেণী/ পিজি ক্যাটাগরিভিত্তিক বিভাজনের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জরিপকৃত খামারিদের মধ্যে ৬১.৭% ডেইরি, ১২.০% গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ, ২.৩% মহিষ পালন, ৬.৭% ছাগল/ ভেড়া পালন, ১২.৮% দেশী বা পারিবারিক মুরগি এবং ৪.৬% বাণিজ্যিক লেয়ার/ হাঁস/ কোয়েল ইত্যাদি লালন পালন করছেন।

৩.৬.২ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের লিঙ্গাভিত্তিক বিভাজন

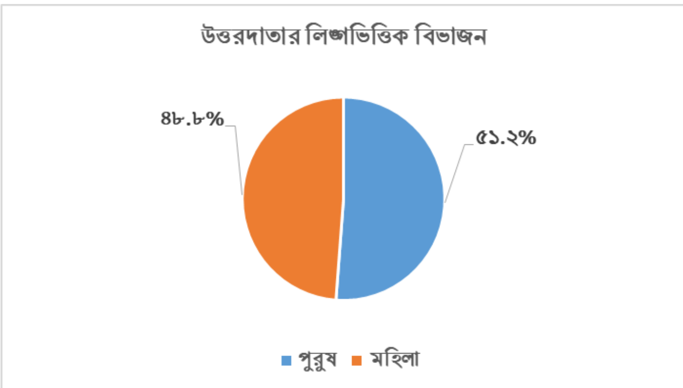

তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল

চিত্রঃ ৩.২ - জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের লিঙ্গাভিত্তিক বিভাজন

চিত্র ৩.২ এ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের লিঙ্গাভিত্তিক অবস্থার শতকরা হার উপস্থাপন করা হয়েছে। লিঙ্গাভিত্তিক অবস্থা বলতে খামারিদের বাড়ির প্রধান পুরুষ অথবা মহিলাকে বোঝানো হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, ৪৮.৮% পিজি সদস্যভূক্ত খামারি মহিলা, অপরপক্ষে ৫১.২% পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের বাড়ির প্রধান পুরুষ। দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত খামারিদের মধ্যে মহিলা প্রধান খামারির তুলনায় পুরুষ প্রধান খামারি কিছুটা বেশি নির্বাচন করা হয়েছে।

৩.৬.৩ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের পেশাভিত্তিক অবস্থা

উত্তরদাতার পেশাঃ	শতকরা
কৃষি	৬০.২%
ব্যবসা	৩৭.২%
চাকুরি	২.৩%
অন্যান্য	০.৪%

তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল

সারণি ৩.১৩ এ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের পেশাভিত্তিক অবস্থার শতকরা হার দেখানো হয়েছে। জরিপকৃত খামারিদের মধ্যে দেখা যায় যে, ৬০.২% খামারি কৃষি কাজে, ৩৭.২% ব্যবসা, ২.৩% চাকুরি এবং ০.৪% অন্যান্য পেশায় জড়িত রয়েছেন।

৩.৬.৪ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে ধারনা

বিষয়	শতকরা
গবাদিপশু/ পাখির পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে	৯৭.৯%
গবাদিপশু/ পাখির চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে	৯৫.০%
গবাদিপশু/ পাখির বাসস্থান নির্মাণ ও মেরামত করে থাকে	৩০.৩%
গবাদিপশু/ পাখি পালনে খাদ্য ও প্রণোদনা দিয়ে থাকে	৩১.৬%
প্রদর্শনী খামার করে থাকে	১৮.৫%
পশু পালনের জন্য উপকরণাদি দিয়ে থাকে	২০.১%
পশু পালনের জন্য বীমার ব্যবস্থা করে থাকে	১১.৪%
অন্যান্য	০.৭%

তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল

সারণি ৩.১৪ এ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে জরিপকৃত খামারিদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মতামতের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। জরিপকৃত খামারিদের মধ্যে ৯৭.৯% গবাদিপশু/ পাখি পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, ৯৫.০% গবাদিপশু/ পাখির চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে, ৩১.৬% গবাদিপশু/ পাখি পালনে খাদ্য ও প্রণোদনা দিয়ে থাকে, ৩০.৩% গবাদিপশু/ পাখির বাসস্থান নির্মাণ ও মেরামত করে থাকে, ২০.১% পশু পালনের জন্য উপকরণাদি দিয়ে থাকে, ১৮.৫% প্রদর্শনী খামার করে থাকে, ১১.৪% পশু পালনের জন্য বীমার ব্যবস্থা করে থাকে এবং ০.৭% অন্যান্য বিষয়ে মতামত প্রদান করেন।

৩.৬.৫ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির উপর মতামত

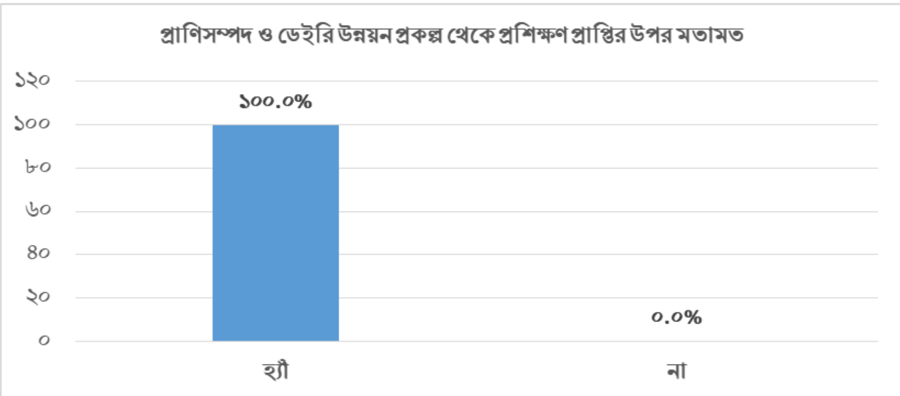

চিত্র ৩.৩ এ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের শতকরা হার।

জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, পিজি সদস্যভূক্ত সকল খামারি (১০০.০%) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ।

৩.৬.৬ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে কতবার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তার উপর মতামত

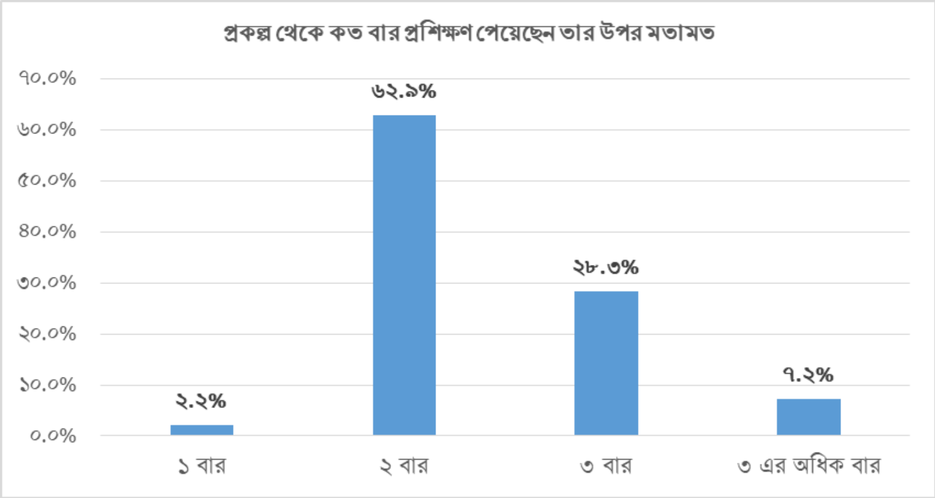

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

চিত্রঃ ৩.৪ - জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির উপর মতামত

চিত্র ৩.৪ এ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের প্রকল্প থেকে কতবার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তার শতকরা হার উপস্থাপন করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৬২.৯%) খামারি ২ বার প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন । ২৮.৩% খামারি ৩ বার, ৭.২% খামারি ৩ এর অধিক বার এবং সবচেয়ে কম ২.২% খামারি মাত্র ১ বার প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৩.৬.৭ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণকালীন ভাতা প্রাপ্তির উপর মতামত

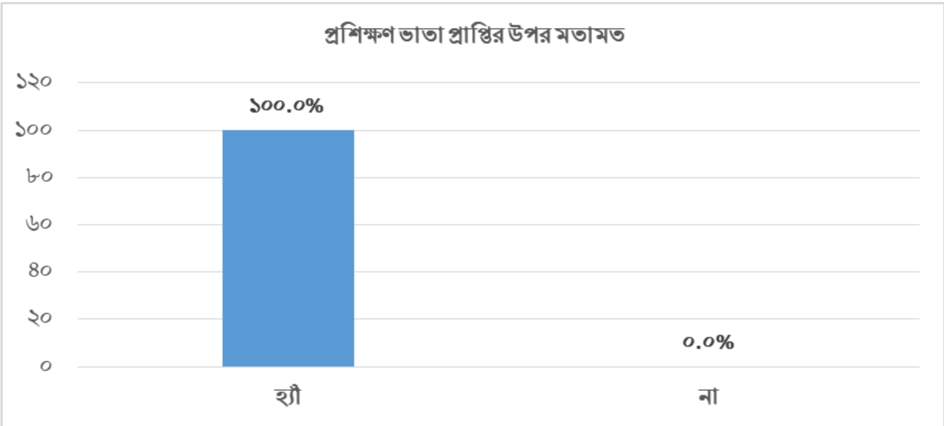

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

চিত্রঃ ৩.৫ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্তির উপর মতামত

চিত্র ৩.৫ এ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রাপ্তির উপর মতামতের শতকরা হার উপস্থাপন করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, পিজি সদস্যভূক্ত সকল খামারি (১০০.০%) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কালীন ভাতা পেয়েছেন।

৩.৬.৮ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণকালীন প্রাপ্ত ভাতার পরিমাণের উপর মতামত

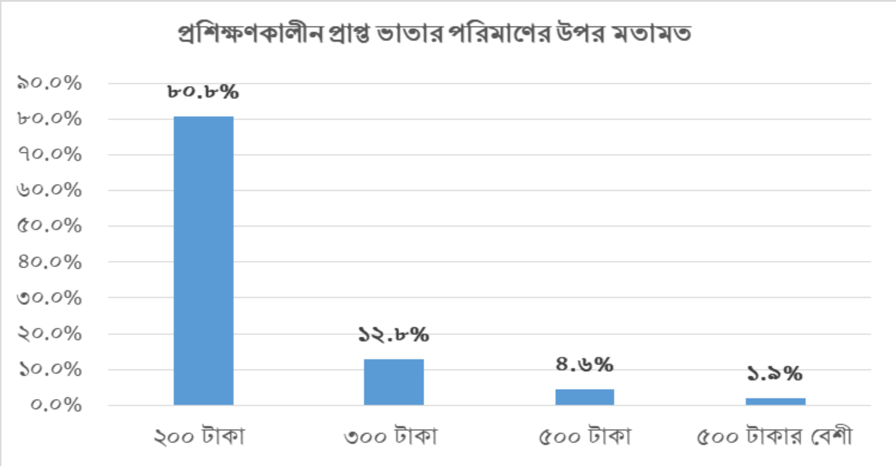

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

চিত্রঃ ৩.৬- জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণকালীন প্রাপ্ত ভাতার পরিমাণের উপর মতামত

চিত্র ৩.৬ এ জরিপকৃত পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের প্রশিক্ষণকালীন প্রাপ্ত ভাতার পরিমাণের শতকরা হার উপস্থাপন করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, খামারিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (৮০.৮%) খামারি দৈনিক ২০০ টাকা করে প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অন্যান্যদের মধ্যে ১২.৮% খামারি দৈনিক ৩০০ টাকা করে, ৪.৬% খামারি দৈনিক ৫০০ টাকা করে এবং ১.৯% খামারি দৈনিক ৫০০ টাকার অধিক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণভাতা গ্রহণ করেছেন।

৩.৬.৯ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে খামার পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনের বিষয়ের উপর মতামত

প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে খামার পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনের বিষয়ের উপর মতামত	শতকরা
গবাদিপশু/পাখির বাসস্থান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে	৯৪.৪%
সুষম খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে	৮১.৬%
পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে	৬২.০%
গবাদিপশু/পাখির জাত নির্বাচনে	৫৭.৭%
জলবায়ু সহনশীল বাসস্থান নির্মাণে	৫৩.৯%
ঔষধ ও প্রতিষেধক ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে	৩৭.২%
উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে	১৫.৮%
আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রসঙ্গে	১১.৬%

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

সারণি ৩.১৫ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে খামার পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনের বিষয়ের উপর মতামত

সারণি ৩.১৫ এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে খামার পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনের বিষয়ের উপর মতামতের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মাল্টিপল মতামত গৃহিত হয়েছে । জরিপকৃত খামারিদের মধ্যে ৯৪.৪% গবাদিপশু/পাখির বাসস্থান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের বিষয়ে, ৮১.৬% গবাদিপশু/ পাখির সুষম খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে, ৬২.০% পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে, ৫৭.৭% গবাদিপশু/ পাখির জাত নির্বাচনে, ৫৩.৯% জলবায়ু সহনশীল বাসস্থান নির্মাণে, ৩৭.২% ঔষধ ও প্রতিষেধক ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে, ১৫.৮% উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে এবং ১১.৬% আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.১০ পশুর স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য প্রকল্প থেকে হেলথ কার্ড প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত

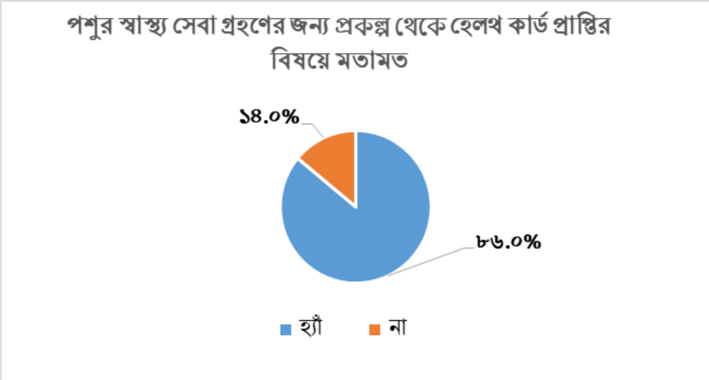

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

চিত্রঃ ৩.৭ - জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে পশুর স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য হেলথ কার্ড প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত

চিত্র ৩.৭ এ জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে পশুর স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য হেলথ কার্ড প্রাপ্তির শতকরা হার উপস্থাপন করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, খামারিদের মধ্যে বেশিরভাগ খামারি (৮৬.০%) পশুর স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য প্রকল্প থেকে হেলথ কার্ড পেয়েছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অবশিষ্ট ১৪.০% খামারি পশুর স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য প্রকল্প থেকে হেলথ কার্ড পাননি বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.১১ প্রকল্প থেকে পিজি সদস্যদের যন্ত্রপাতি প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত

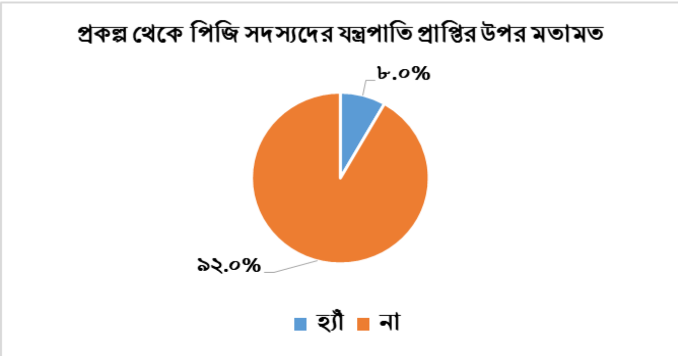

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

চিত্রঃ ৩.৮ - জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে যন্ত্রপাতি প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত

চিত্র ৩.৮ এ জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে যন্ত্রপাতি প্রাপ্তির শতকরা হার উপস্থাপন করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, খামারিদের মধ্যে বেশিরভাগ খামারি (৯২.০%) প্রকল্প থেকে যন্ত্রপাতি পায়নি বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। মাত্র ৮.০% খামারি প্রকল্প থেকে যন্ত্রপাতি পেয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.১২ প্রকল্প থেকে পিজি সদস্যগণ কী ধরনের যন্ত্রপাতি পেয়েছেন তার উপর মতামত

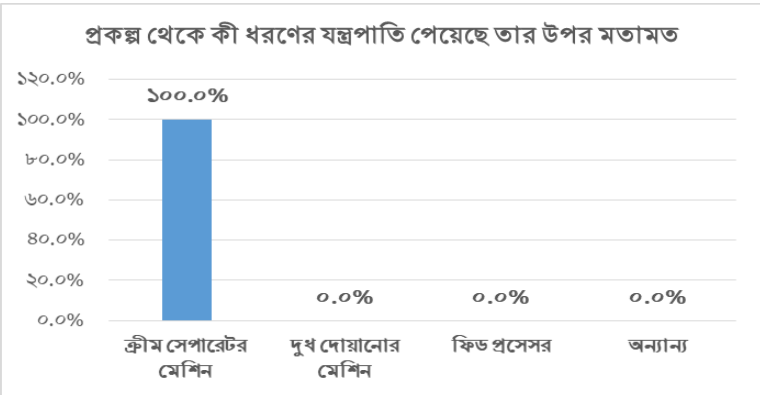

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

চিত্রঃ ৩.৯ - জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে যন্ত্রপাতি প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত

চিত্র ৩.৯ এ জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে কী ধরনের যন্ত্রপাতি পেয়েছেন তার শতকরা হার উপস্থাপন করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্প থেকে যে সকল খামারি যন্ত্রপাতি পেয়েছেন তাদের সকলেই (১০০.০%) শুধুমাত্র ক্রীম সেপারেটর পেয়েছেন, অন্য কোন যন্ত্রপাতি এখনোও প্রকল্প থেকে তাদের মধ্যে সরবরাহ করা হয়নি বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.১৩ খামারিদের প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিষয়ে মতামত

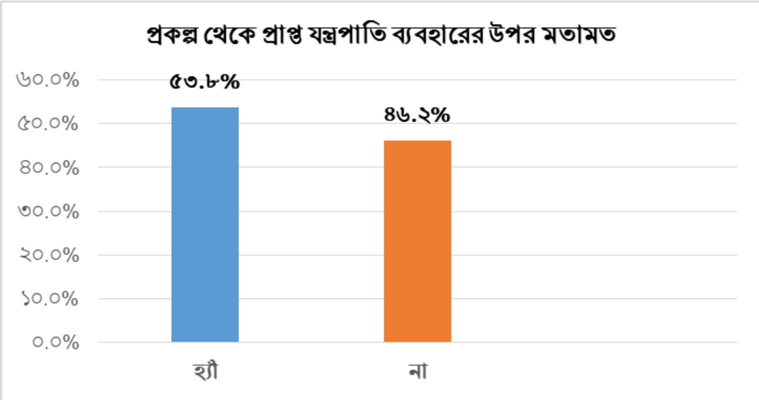

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

চিত্রঃ ৩.১০ - জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিষয়ে মতামত

চিত্র ৩.১০ এ জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের শতকরা হার উপস্থাপন করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্প থেকে যে সকল খামারি যন্ত্রপাতি পেয়েছেন তাদের মধ্যে (৫৩.৮%) খামারি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছেন, বাকী খামারিগণ প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি এখনোও ব্যবহার করতে পারেননি বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.১৪ গবাদিপশু/ পাখি কোথায় লালনপালন করেন এ বিষয়ে মতামত

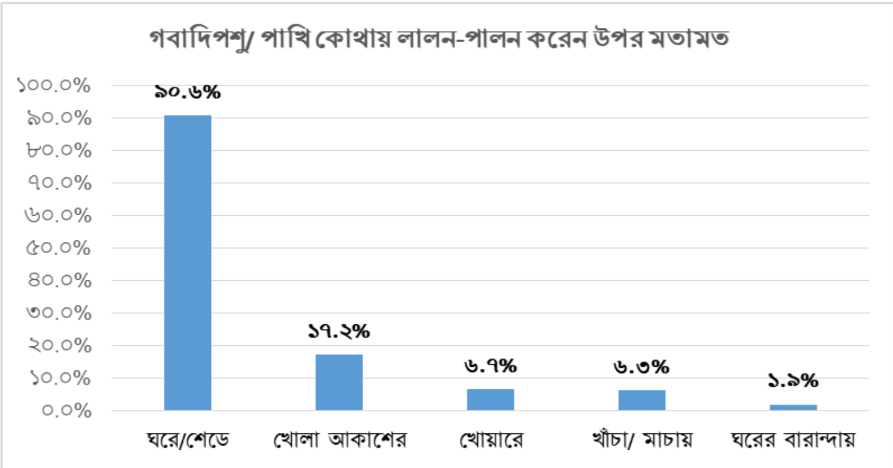

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

চিত্রঃ ৩.১১ - জরিপকৃত খামারিদের গবাদিপশু/ পাখি কোথায় লালনপালন করেন এ বিষয়ে মতামত

চিত্র ৩.১১ জরিপকৃত খামারিদের গবাদিপশু পাখি কোথায় লালন পালন করেন তার শতকরা হার উপস্থাপন করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, খামারিরা তাদের গবাদিপশু পাখি (৯০.৬%) ঘরে বা শেডে লালন পালন করে থাকেন। (১৭.২%) খামারি খোলা আকাশের নিচে লালন পালন করে থাকেন। (৬.৭) খামারি খোয়ারে, (৬.৩%) খাঁচা বা মাঁচায় এবং সবচেয়ে কম সংখ্যক (১.৯%) ঘরের বারান্দায় গবাদিপশু/ পাখি লালন পালন করে থাকেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.১৫ আপনার গবাদিপশু/ পাখির জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ কিভাবে নিশ্চিত করেন এ বিষয়ে মতামত

গবাদিপশু/ পাখির জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরনের বিষয়	শতকরা
ঘর/ শেড নিয়মিত পরিষ্কার করে	৯৮.৩%
প্রাকৃতিক আলো বাতাসের ব্যবস্থা করে ঘর তৈরি করে	৭৫.৪%
ঘরে/ শেডের চারপাশ দিয়ে মলমূত্র/ বিষ্ঠা নির্গমনের ড্রেন তৈরি করে	৬৫.৪%
গোয়ালঘরে মশারির ব্যবস্থা করে	৪৩.৮%
নিয়মিত ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করে	৩১.১%
জীবাণুনাশক এবং ফুটবাথ ব্যবহার করে	২১.৬%
কয়েল ব্যবহার করে	৩.৬%

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

সারণি ৩.১৬ জরিপকৃত খামারিদের গবাদিপশু পাখির স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণের উপর মতামত

সারণি ৩.১৬ জরিপকৃত খামারিদের গবাদিপশু পাখির স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ কিভাবে নিশ্চিত করেন তার মতামতের শতকরা হার উপস্থাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মাল্টিপল রেসপন্স গৃহিত হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় (৯৮.৩%) খামারি ঘর/ শেড নিয়মিত পরিষ্কার করেন, (৭৫.৪%) খামারি প্রাকৃতিক আলো বাতাসের ব্যবস্থা করেন, (৬৫.৪%) খামারি ঘরে/ শেডের চারপাশ দিয়ে মলমূত্র/ বিষ্ঠা নির্গমনের ড্রেন তৈরি করেন। এছাড়াও (৪৩.৮%) খামারি গোয়ালঘরে মশারির ব্যবস্থা করেন, (৩১.১%) খামারি নিয়মিত ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করে থাকেন, (২১.৬%) খামারি জীবাণুনাশক এবং ফুটবাথ ব্যবহার করেন এবং খুবই অল্পসংখ্যক খামারি (৩.৬%) তাদের খামারে কয়েল ব্যবহার করেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.১৬ গবাদিপশু/ পাখিকে প্রতিদিন কী কী খাদ্য দিয়ে থাকেন এ বিষয়ে মতামত

আপনার গবাদিপশু/ পাখিকে প্রতিদিন কী কী খাদ্য দিয়ে থাকেন?	শতকরা
ভুষি/কুড়া/ খৈল	৮৪.৪%
ঘাস	৮২.৪%
খড়	৭৮.১%
সুষম দানাদার খাদ্য	৬৬.৩%
সাইলেজ	৪.২%
চাউল/ডাল	২.৮%
অন্যান্য	০.২%

সারণি ৩.১৭ খামারিদের গবাদিপশু/ পাখিকে প্রতিদিন কী কী খাদ্য দেওয়া হয় তার উপর মতামতের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে মাল্টিপল রেসপন্স গৃহিত হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় (৮৪.৪%) খামারি ভুষি/কুড়া/খৈল দিয়ে থাকেন, (৮২.৪%) খামারি ঘাস, (৭৮.১%) খামারি খড়, (৬৬.৩%) খামারি সুষম দানাদার খাদ্য দিয়ে থাকেন। খুব অল্প সংখ্যক (৪.২%) খামারি সাইলেজ এবং (৩.০%) খামারি চাউল/ডাল দিয়ে থাকেন বলেন মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.১৭ প্রকল্প থেকে দানাদার সুষম খাদ্য পেয়েছেন কিনা এ বিষয়ে মতামত

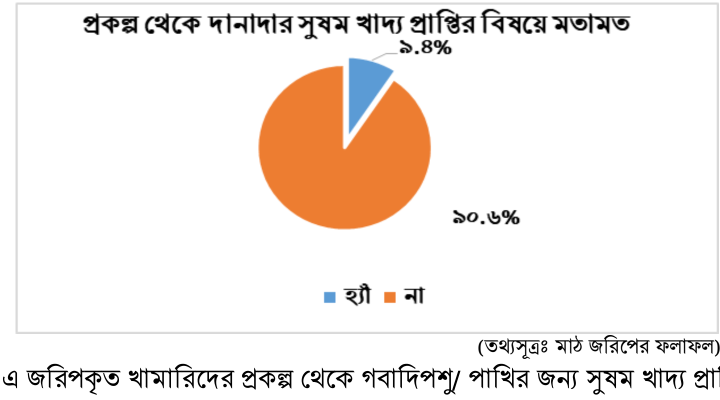

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

চিত্র ৩.১২ এ জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে গবাদিপশু/ পাখির জন্য সুষম খাদ্য প্রাপ্তির মতামত

চিত্র ৩.১২ এ জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে গবাদিপশু/ পাখির জন্য সুষম খাদ্য প্রাপ্তির শতকরা হার উপস্থাপন করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, যে খামারিদের মধ্যে প্রকল্প থেকে অল্প সংখ্যক (মাত্র ৯.৪%) গবাদিপশু/ পাখির জন্য দানাদার সুষম খাদ্য পেয়েছেন এবং বেশিরভাগ খামারি (৯০.৬%) প্রকল্প থেকে কোন সুষম খাদ্য পায়নি বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.১৮ গবাদিপশু/ পাখির সুপেয় পানি সরবরাহের উৎস বিষয়ে মতামত

গবাদিপশু/ পাখির (সুপেয়) পানির উৎস	শতকরা
নলকূপ	৬২.৭%
টিউবওয়েল	২৮.৯%
পাইপ লাইনের পানি	১৪.২%
খাল/ বিল/ নদী/ ডোবা	৭.০%
কুপ	০.৯%
অন্যান্য	১.৫%

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

সারণি ৩.১৮ জরিপকৃত খামারিদের গবাদিপশু পাখির সুপেয় পানি সরবরাহের উৎসের উপর মতামত

সারণি ৩.১৮ এ জরিপকৃত খামারিদের গবাদিপশু পাখির সুপেয় পানির সরবরাহের উৎসের উপর মতামতের শতকরা হার দেখানো হয়েছে । জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, (৬২.৭%) খামারি তাদের গবাদিপশু পাখিকে নলকুপের পানি সরবরাহ করে থাকেন । অনঃপর (২৮.৯%) খামারি টিউবওয়েলের পানি, (১৪.২%) পাইপ লাইনের পানি, (৭.০%) খাল/ বিল/ নদী/ ডোবার পানি এবং সবচেয়ে কম ০.৯% কুপের পানি এবং ১.৫% অন্যান্য উৎস হতে পানি সরবরাহ করে থাকেন ।

৩.৬.১৯ গবাদিপশুকে কী পদ্ধতিতে প্রজনন কাজ সম্পন্ন করা হয় এ বিষয়ে মতামত

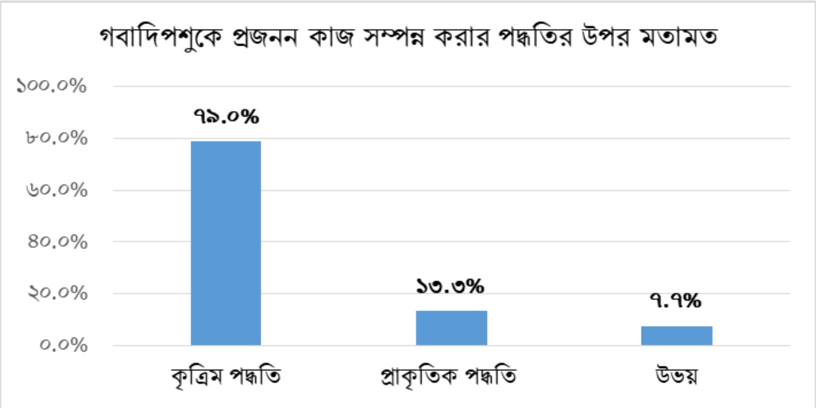

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

চিত্রঃ ৩.১৩ জরিপকৃত খামারিদের গবাদিপশুকে কী পদ্ধতিতে প্রজনন কাজ সম্পন্ন করা হয় তার বিষয়ে মতামত

চিত্রঃ ৩.১৩ জরিপকৃত খামারিদের গবাদিপশুর কী পদ্ধতিতে প্রজনন কাজ সম্পন্ন করা হয় তার মতামতের শতকরা হার উপস্থাপন করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, সর্বাধিক (৭৯.০%) খামারি তার গবাদিপশুকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রজনন কাজ সম্পন্ন করে থাকেন. এছাড়া ১৩.৩% খামারি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে, এবং ৭.৭% খামারি উভয় পদ্ধতিতে গবাদিপশুর প্রজনন কাজ সম্পন্ন করে থাকেন।

৩.৬.২০ পিজি সদস্য হওয়ার পর খামারে গবাদিপশুর কোন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা মতামত

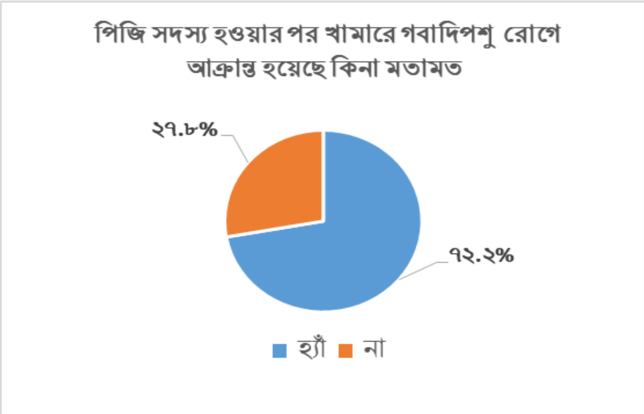

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

চিত্রঃ ৩.১৪ জরিপকৃত খামারিদের পিজি সদস্য হওয়ার পর গবাদিপশু রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা এ বিষয়ে মতামত

চিত্র ৩.১৪ এ জরিপকৃত খামারিদের পিজি সদস্য হওয়ার পর গবাদিপশু কোন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা এ বিষয়ে মতামতের শতকরা হার উপস্থাপন করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, খামারিদের পিজি সদস্য হওয়ার পর খামারের (৭২.২%) গবাদিপশু বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং ২৭.৮% গবাদিপশু কোন রোগে আক্তান্ত হয়নি বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.২১ খামারে গবাদিপশু কী ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছে এ বিষয়ে মতামত

খামারে গবাদিপশুর আক্রান্ত রোগ	শতকরা
খুরারোগ/ এফএমডি/ মুখের লালা	৫০.৪%
পেট ফাপা	৪৩.৫%
ডায়রিয়া	৩৮.৩%
অন্যান্য চর্মরোগ	৩৫.৪%
বাছুরের ডায়েরিয়া	২৬.৯%
মেসটাইটিস/ ওলান ফোলা	১৫.৬%
এলএসডি	১১.৯%
তড়কা/ এন্থ্রক্স	৬.৫%
বি কিউ (বাদলা)	৫.৪%
নাভী পাকা	৪.৮%
যক্ষ্মা রোগ	৪.৪%

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

সারণি ৩.১৯ জরিপকৃত খামারিদের গবাদিপশু কী ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছে তার উপর মতামত

সারণি ৩.১৯ এ জরিপকৃত খামারিদের গবাদিপশু কী ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছে তার উপর মতামতের শতকরা হার দেখানো হয়েছে । জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি (৫০.৪%) খামারে খুরারোগ/ এফএমডি/ মুখের লালা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এছাড়াও (৪৩.৫%) খামারে পেট ফাপা, (৩৮.৩%) খামারে ডায়রিয়া, (৩৫.৪%) খামারে চর্মরোগ, (২৬.৯%) খামারে বাছুরের ডায়েরিয়া, (১৫.৬%) খামারে মেসটাইটিস/ ওলান ফোলা, (১১.৯%) খামারে এলএসডি, (৬.৫%) খামারে তড়কা/ এন্থ্রক্স রোগে আক্রান্ত হয়েছে । এছাড়াও বি কিউ (বাদলা), নাভী পাকা ও যক্ষ্মা রোগে অল্প সংখ্যক খামার অক্রান্ত হয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন ।

৩.৬.২২ প্রকল্প থেকে গবাদিপশুর কোন ধরনের স্বাস্থ্য সেবা পেয়েছেন কিনা এ বিষয়ে মতামত

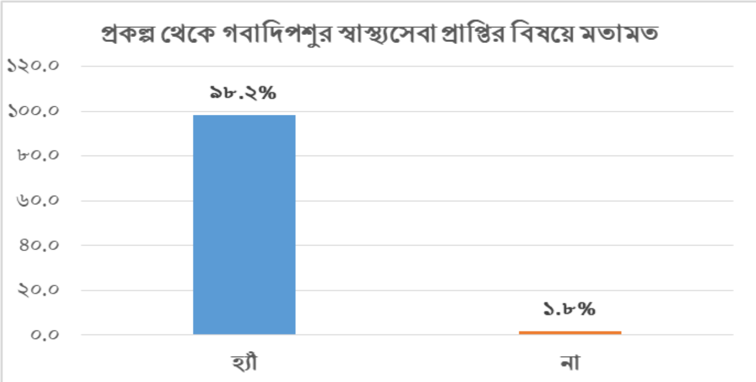

চিত্রঃ ৩.১৫ - জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত

চিত্র ৩.১৫ এ জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন কিনা এ বিষয়ে মতামতের শতকরা হার উপস্থাপন করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্প থেকে (৯৮.২%) খামারি তাদের গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন এবং অল্প সংখ্যক (১.৮%) খামারি প্রকল্প থেকে গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা পাননি বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.২৩ প্রকল্প থেকে স্বাস্থ্যসেবা বাবদ কী কী পেয়েছেন এ ব্যাপারে মতামত

স্বাস্থ্য সেবা বাবদ যা পেয়েছেন	শতকরা
কৃমিনাশক	৯৭.৫%
ভ্যাকসিন	৮৪.৭%
চিকিৎসা পরামর্শ	৭৭.৫%
জীবানু নাশক	৬.১%

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

সারণি ৩.২০ জরিপকৃত খামারিগণ গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা বাবদ কী কী পেয়েছেন এ ব্যাপারে মতামত

সারণি ৩.২০ এ জরিপকৃত খামারিগণ গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা বাবদ কী কী পেয়েছেন এ বিষয়ে মতামতের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায়, বেশির ভাগ খামারি (৯৭.৫%) গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা বাবদ প্রকল্প থেকে কৃমিনাশক ঔষধ পেয়েছেন। এছাড়াও (৮৪.৭%) খামারি ভ্যাকসিন এবং (৭৭.৫%) খামারি চিকিৎসা সেবা পেয়েছেন। খুবই অল্প সংখ্যক খামারি (৬.১%) গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা বাবদ প্রকল্প থেকে জীবানুনাশক পেয়েছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন ।

৩.৬.২৪ প্রকল্প থেকে কতবার ভ্যাকসিন পেয়েছেন এ ব্যাপারে মতামত

প্রকল্প থেকে কতবার ভ্যাকসিন পেয়েছেন এব্যাপারে মতামত	শতকরা
১ বার	৪৩.৫%
২ বার	৪০.৮%
৩ বার	১২.১%
৩ এর অধিক বার	৩.৬%

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

সারণি ৩.২১ জরিপকৃত খামারিগণ গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা বাবদ কতবার ভ্যাকসিন পেয়েছেন এ বিষয়ে মতামত

সারণি ৩.২১ এ জরিপকৃত খামারিগণ গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা বাবদ প্রকল্প থেকে কতবার ভ্যাকসিন পেয়েছেন এ বিষয়ে মতামতের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে (৪৩.৫%) খামারি মাত্র ১ বার ভ্যাকসিন পেয়েছেন, (৪০.৮%) খামারি ভ্যাকসিন পেয়েছেন ২ বার এবং ৩ বার ভ্যাকসিন পেয়েছেন (১২.১%) খামারি। এ ছাড়াও ৩ এর অধিকবার ভ্যাকসিন পেয়েছেন (৩.৬%) খামারি।

৩.৬.২৫ প্রকল্প থেকে গবাদিপশুর বিনামূল্যে ঔষধ ও স্বাস্থ্য সেবা পেয়েছেন কিনা এ ব্যাপারে মতামত

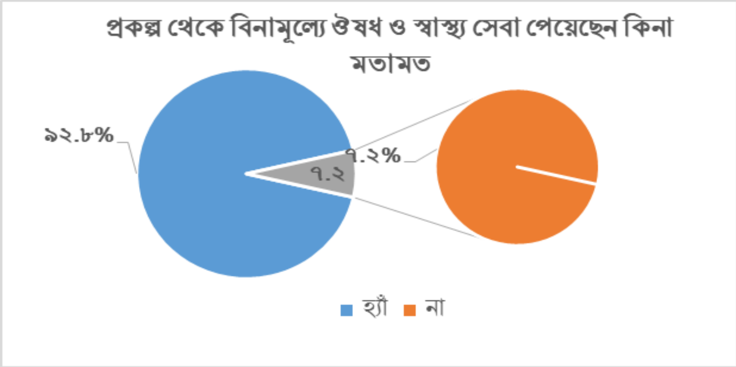

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

চিত্রঃ ৩.১৬ প্রকল্পে থেকে বিনামূল্যে গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন কিনা এ বিষয়ে মতামত

চিত্রঃ ৩.১৬ এ জরিপকৃত খামারিগণ প্রকল্প থেকে গবাদিপশুর বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন কিনা এ বিষয়ে মতামতের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। উপরের চিত্র থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্প থেকে বেশিরভাগ খামারি (৯২.৮%) বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা পেয়েছেন। অবশিষ্ট খামারি প্রকল্প থেকে বিনামূল্যে কোন স্বাস্থ্যসেবা পাননি বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

৩.৬.২৬ গবাদিপশুর খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য এলইও/এলএফএ/এলএসপি আসে কিনা এব্যাপারে মতামত

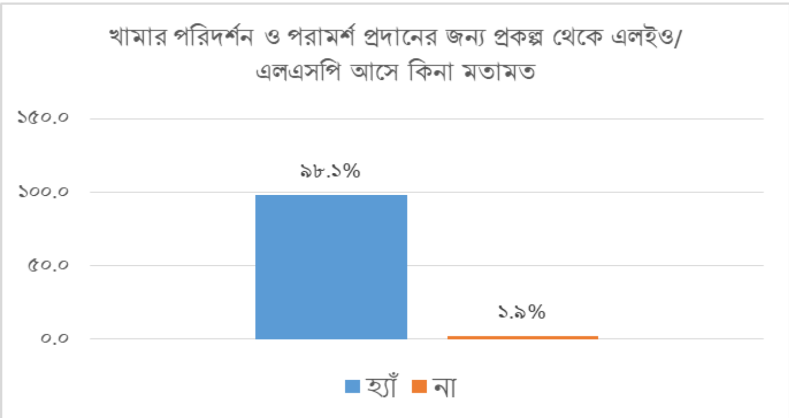

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

চিত্রঃ ৩.১৭ গবাদিপশুর খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য এলইও/এলএফএ/এলএসপি আসে কিনা মতামত

চিত্রঃ ৩.১৭ এ জরিপকৃত খামারিগণের গবাদিপশুর খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রকল্প থেকে কোন ফ্যাসিলিটেটর (যেমন এলইও/এলএফএ/এলএসপি) আসে কিনা এ ব্যাপারে মতামতের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্প থেকে (৯৮.১%) খামারির খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য এলইও/এলএফএ/এলএসপি আসেন। অবশিষ্ট খামারিদের খামার পরিদর্শনে প্রকল্প থেকে কোন এলইও বা এলএসপি আসেন না বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.২৭ গবাদিপশুর খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রকল্প থেকে কতদিন পর পর আসেন, মতামত

প্রকল্প থেকে খামারে কতদিন পর পর আসেন	শতকরা
মাসিক	৪৪.৯%
পাক্ষিক	৬.৭%
সাপ্তাহিক	৪৩.২%
অন্যান্য	৫.২%

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

সারণি ৩.২২ খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রকল্প থেকে কতদিন পর পর আসেন মতামত

সারণি ৩.২২ এ জরিপকৃত খামারিগণের গবাদিপশুর খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রকল্প থেকে কতদিন পর পর আসেন এ ব্যাপারে মতামতের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্পে থেকে (৪৪.৯%) মাসিক, (৬.৭%) পাক্ষিক, (৪৩.২%) সাপ্তাহিক হারে গবাদিপশুর খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য আসেন। এছাড়াও (৫.২%) খামারে প্রকল্প থেকে বিভিন্ন সময়ে গবাদিপশুর খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য আসেন।

৩.৬.২৮ জরিপকৃত খামারিদের পোল্ট্রি শেডের ধরনের উপর মতামত

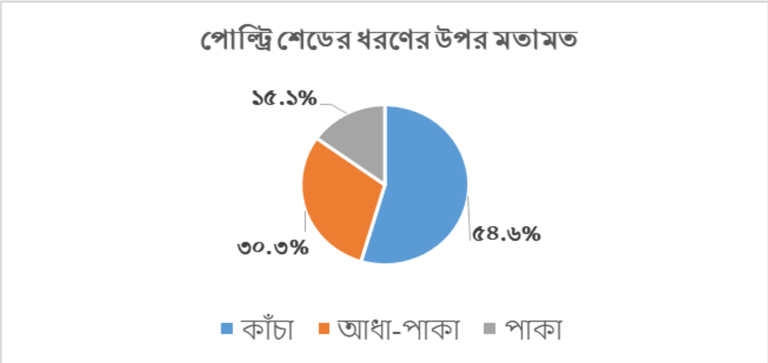

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

চিত্রঃ ৩.১৮ জরিপকৃত খামারিদের পোল্ট্রি শেডের ধরনের উপর মতামত

চিত্রঃ ৩.১৮ এ জরিপকৃত খামারিদের পোল্ট্রি শেডের ধরনের উপর মতামতের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, খামারিদের বেশিরভাগ পোল্ট্রি শেড (৫৪.৬%) কাঁচা। এছাড়াও (৩০.৩%) খামারিদের আধা-পাকা এবং (১৫.১%) খামারিদের পোল্ট্রি শেড পাকা বলে মতামত প্রদান করেন।

৩.৬.২৯ প্রকল্প থেকে পোল্ট্রির স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছে কিনা এ বিষয়ে মতামত

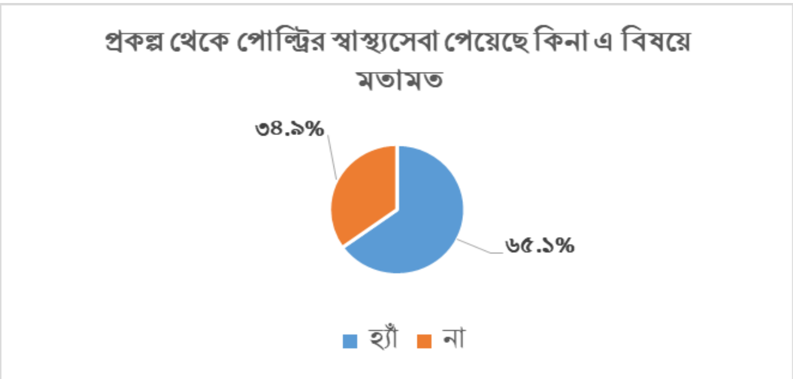

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

চিত্রঃ ৩.১৯ এ জরিপকৃত খামারিগণ প্রকল্প থেকে পোল্ট্রির স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন কিনা মতামত

চিত্রঃ ৩.১৯ এ জরিপকৃত খামারিগণ প্রকল্প থেকে পোল্ট্রির স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন কিনা এ বিষয়ে মতামতের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্প থেকে (৬৫.১%) খামারি পোল্ট্রির স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন এবং বাকী (৩৪.৯%) খামারি প্রকল্প থেকে পোল্ট্রির স্বাস্থ্যসেবা পাননি বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.৩০ প্রকল্প থেকে পোল্ট্রির স্বাস্থ্যসেবা বাবদ কী কী পেয়েছে এ বিষয়ে মতামত

প্রকল্প থেকে পোল্ট্রির স্বাস্থ্যসেবা বাবদ কী পেয়েছে মতামত	শতকরা
চিকিৎসা পরামর্শ	৯৬.৯%
ভ্যাকসিন	২৫.৮%
কৃমিনাশক	২৪.২%
জীবানু নাশক	৪.৭%

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

সারণি ৩.২৩ জরিপকৃত খামারিগণ পোল্ট্রির স্বাস্থ্যসেবা বাবদ কী কী পেয়েছেন এ ব্যাপারে মতামত

সারণি ৩.২৩ এ জরিপকৃত খামারিগণ পোল্ট্রির স্বাস্থ্যসেবা বাবদ কী কী পেয়েছেন এ বিষয়ে মতামতের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায়, বেশির ভাগ খামারি (৯৬.৯%) পোল্ট্রির স্বাস্থ্যসেবা বাবদ চিকিৎসা পরামর্শ পেয়েছেন। (২৫.৮%) খামারি পোল্ট্রির ভ্যাকসিন, (২৪.২%) খামারি কৃমিনাশক এবং (৪.৭%) খামারি জীবানুনাশক পেয়েছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.৩১ পোল্ট্রি খামার পরিদর্শন/ পরামর্শ প্রদানের জন্য এলইও/ এলএফএ/এলএসপি আসে কিনা এ বিষয়ে মতামত

পোল্ট্রি খামার পরিদর্শন/ পরামর্শ প্রদানের জন্য এলইও/ এলএফএ/এলএসপি আসে কিনা মতামত	শতকরা
হ্যাঁ	৯৩.১%
না	৬.৯%

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল

সারণি ৩.২৪ জরিপকৃত খামারিদের পোল্ট্রির খামার পরিদর্শনের জন্য এলইও/ এলএফএ/এলএসপি আসে কিনা মতামত

সারণি ৩.২৪ এ জরিপকৃত খামারিদের পোল্ট্রির খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রকল্প থেকে কোন ফ্যাসিলিটেটর (এলইও/ এলএফএ/এলএসপি) আসে কিনা এব্যাপারে মতামতের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় প্রকল্প থেকে (৯৩.১%) খামারির খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য এলইও/ এলএফএ/এলএসপি আসেন এবং অবশিষ্ট (৬.৯%) খামারির খামার পরিদর্শনে এলইও/ এলএফএ/এলএসপি আসেন না বলে মতামত প্রদান করেন।

৩.৬.৩২ পোল্ট্রি খামার পরিদর্শন/ পরামর্শ প্রদানের জন্য কতদিন পর পর এলইও/ এলএফএ/এলএসপি আসেন এ বিষয়ে মতামত

পোল্ট্রি খামারে কতদিন পর পর এলইও/ এলএফএ/এলএসপি আসেন এ বিষয়ে মতামত	শতকরা
মাসিক	৬৪.৬%
সাপ্তাহিক	২৪.২%
পাক্ষিক	১১.৮%
অন্যান্য	০.৬%

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

সারণি ৩.২৫ পোল্ট্রির খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য এলইও/এলএফএ/এলএসপি আসার ব্যাপারে মতামত

সারণি ৩.২৫ এ জরিপকৃত খামারিদের পোল্ট্রির খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রকল্প থেকে কতদিন পর পর এলইও/ এলএফএ/এলএসপি আসেন এ ব্যাপারে মতামতের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে । জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায়,

প্রকল্প থেকে (৬৪.৬%) পোল্ট্রির খামার মাসিক হারে পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য এলইও/ এলএফএ/এলএসপি আসেন। (২৪.২%) সাপ্তাহিক এবং (১১.৮%) পাক্ষিক হারে পোল্ট্রি খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য এলইও/ এলএফএ/এলএসপি আসেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে (০.৬%) পোল্ট্রির খামার পরিদর্শনে এলইও/ এলএফএ/এলএসপি আসেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.৩৩ প্রকল্পে থেকে বিনামূল্যে পোল্ট্রি ফিড পেয়েছেন কিনা এ বিষয়ে মতামত

প্রকল্পে থেকে বিনামূল্যে পোল্ট্রি ফিড পেয়েছেন কিনা, মতামত	শতকরা
হ্যাঁ	০.০%
না	১০০.০%

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

সারণি ৩.২৬ জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্পে থেকে পোল্ট্রির ফিড প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত

সারণি ৩.২৬ এ জরিপকৃত খামারিগণের বিনামুল্যে পোল্ট্রির ফিড প্রাপ্তির বিষয়ের মতামতের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, খামারিগণ বিনামূল্যে প্রকল্পে থেকে কোন পোল্ট্রির খাদ্য পাননি বলে মতামত ব্যক্ত করেন ।

৩.৬.৩৪ খামারে উৎপাদিত পণ্য কোথায় বাজারজাতকরণ করেন এ ব্যাপারে মতামত

খামারে উৎপাদিত পণ্য কোথায় বাজারজাতকরণ করেন, মতামত	শতকরা
স্থানীয় বাজারে	৯৭.৬%
ফরিয়ার নিকট	৩৯.৮%
প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত সেন্টারে	১.৫%
আড়তে	২.২%

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল

সারণি ৩.২৭ খামারে উৎপাদিত পণ্য কোথায় বাজারজাতকরণ করেন এ ব্যাপারে মতামত

সারণি ৩.২৭ এ খামারে উৎপাদিত পণ্য কোথায় বাজারজাতকরণ করেন এ ব্যাপারে মতামতের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ (৯৭.৬%) খামারি স্থানীয় বাজারে খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ করে থাকেন। (৩৯.৮%) খামারি ফরিয়ার নিকট এবং (১.৫%) খামারি প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত সেন্টারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ করে থাকেন। এছাড়াও খুবই অল্প সংখ্যক (২.২%) খামারি আড়তে পণ্য বাজারজাতকরণ করেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.৩৫ খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সহায়তার উপর মতামত

খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সহায়তার মতামত	শতকরা
হ্যাঁ	২.৫%
না	৯৭.৫%

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল

সারণি ৩.২৮ খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সহায়তার ব্যাপারে মতামত

সারণি ৩.২৮ এ খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সহায়তার ব্যাপারে মতামতের শতকরা হার দেওয়া হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে মাত্র (২.৫%) খামারিদের খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যাপারে প্রকল্প থেকে সহায়তা পেয়েছেন । অধিকাংশ (৯৭.৫%) খামারি খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যাপারে প্রকল্প থেকে কোন সহায়তা প্রদান করা হয়নি বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৩.৬.৩৬ প্রকল্পের (EAP) থেকে কোভিড-১৯ সময় প্রণোদনা পেয়েছেন কিনা মতামত

প্রকল্পের (EAP) থেকে কোভিড-১৯ সময় প্রণোদনা প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত	শতকরা
হ্যাঁ	২৯.৮%
না	৭০.২%

(তথ্যসূত্রঃ মাঠ জরিপের ফলাফল)

সারণি ৩.২৯ প্রকল্পের (EAP) থেকে কোভিড-১৯ সময় প্রণোদনা প্রাপ্তির বিষয়ে মতামত

সারণি ৩.২৯ এ প্রকল্পের (EAP) থেকে কোভিড-১৯ সময় প্রণোদনা প্রাপ্তির বিষয়ে মতামতের শতকরা হার দেয়া হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, জরিপকৃত খামারিদের মধ্যে অল্প সংখ্যক (২৯.৮%) খামারি প্রকল্পের (EAP) থেকে কোভিড-১৯ সময় প্রণোদনা পেয়েছেন এবং অবশিষ্ট (৭০.২%) খামারি প্রকল্পের (EAP) থেকে কোভিড-১৯ সময় কোন প্রণোদনা পাননি বলে মতামত ব্যক্ত করেন ।

৩.৬.৩৭ প্রকল্পের (EAP) থেকে প্রণোদনার অর্থ কি কাজে ব্যবহার করেছেন পেয়েছেন তার উপর মতামত

প্রকল্পের (EAP) থেকে কোভিড-১৯ সময় প্রাপ্ত প্রণোদনা ব্যবহারের মতামতের উল্লেখ করা হয়েছে। জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, জরিপকৃত খামারিদের মধ্যে যারা প্রণোদনা পেয়েছেন তাদের অধিকাংশই (৮২.৫%) পশু পাখির খাদ্য ক্রয় বাবদ খরচ করেছেন। এছাড়াও ঘর বা শেড মেরামত (১২.৪) এবং (৫.১%) মেডিসিন/ ভিটামিন ক্রয় বাবদ খরচ করেছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন ।

৩.৬.৩৮ জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্পের দুর্বলদিক সম্পর্কে মতামত

জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্পের দুর্বলদিক সম্পর্কে মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- পিজি গঠন সঠিকভাবে না করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রকৃত খামারিদের সমিতিতে অন্তর্ভূক্ত না করা
- নিয়মিত খামার পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত না করা এবং প্রকল্প থেকে বিনামূল্যে সকল ভ্যাকসিন, কৃমিনাশক ও মেডিসিন সরবরাহ না করা
- প্রয়োজনের তুলনায় প্রশিক্ষণের সময় কম এবং প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত ভাতা না দেওয়া
- পশু পাখির খাদ্যের দাম কমানোর ব্যবস্থা না করা, পশুপাখির পর্যাপ্ত খাদ্য প্রকল্প থেকে সরবরাহ না করা এবং পশু পাখীর খাদ্য তৈরির বিষয়ে প্রশিক্ষণ না দেওয়া
- প্রকল্প থেকে খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা না করা বা উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা না করা
- উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক অথবা এলইও এবং এলএসপি কর্তৃক নিয়মিত খামার পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত না করা
- খামারিদের প্রকল্প থেকে উন্নত জাতের পশু পাখি সরবরাহ না করা বা ক্রয়ে আর্থিক সহযোগিতা অথবা ঋণের ব্যবস্থা না করা;
- আর্থিকভাবে দুর্বল খামারিদের আর্থিক সহায়তা ও বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের প্রকল্প থেকে প্রণোদনার ব্যবস্থা না থাকা
- উন্নত জাতের ঘাস ও ঘাসের বীজ সরবরাহ না করা এবং পিজির জন্য একটা ঘরের/ স্থায়ী শেডের ব্যবস্থা না করা
- জরুরি ভিত্তিতে গবাদি পশু পাখির চিকিৎসার প্রয়োজনে দেরিতে সেবা পাওয়া ফলে কখনো কখনো বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া এবং পিজি সদস্যভূক্ত খামারির সকল পশু পাখি প্রকল্পের সুবিধার আওতায় না আনা
- বিজ্ঞানভিত্তিক খামার তৈরি করতে সহযোগিতা না করা; বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনে সহযোগিতা না করা।

৩.৬.৩৯ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প আরোও প্রসারিত ও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে জরিপকৃত খামারিদের মতামত

প্রকল্প আরোও প্রসারিত এবং ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে জরিপকৃত খামারিদের মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- প্রকৃত খামারিদের পিজির আওতায় আনতে হবে এবং আর্থিকভাবে দুর্বল খামারিদের আর্থিক সহায়তা ও বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা এবং ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের প্রকল্প থেকে প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে;
- চিকিৎসা সেবার পরিধি বাড়াতে হবে এবং নিয়মিত ভ্যাকসিন ও মেডিসিন সরবরাহ করতে হবে;
- এলডিডিপি কর্মকর্তাদের ফিল্ড মনিটরিং এর প্রতি জোড় দিতে হবে এবং গবাদি পশু পাখির জরুরি/ তাৎক্ষনিক চিকিৎসা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে ;
- পিজি সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণে পর্যাপ্ত ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে;
- পিজি সদস্যদের উন্নত জাতের পশু পাখি সরবরাহ বা ক্রয়ে আর্থিক সহযোগিতা অথবা ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাব মুক্ত থেকে পিজি সদস্যের মধ্যে উপকরণাদি বিতরণ করতে হবে;
- যেকোনো ধরনের উপকরণাদি প্রদানের ক্ষেত্রে ম্যাচিং গ্র্যান্ট পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে;
- পিজি সদস্যভূক্ত খামারির সকল পশু পাখি প্রকল্পের সুবিধার আওতায় আনতে হবে;
- প্রকল্প থেকে খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা বা উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে;
- খামারিদের গবাদি পশুর খাদ্য চাহিদা পুরণের জন্য প্রকল্প থেকে উন্নত জাতের ঘাসের বীজ/ কাটিং সরবরাহের পাশাপাশি ঘাস উৎপাদনের এবং সাইলেজ হে (hay)/পুষ্টি সমৃদ্ধ পশুখাদ্য তৈরির প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- পশু পাখির খাদ্যের দাম কমানোর ব্যবস্থা করা এবং পর্যাপ্ত দানাদার খাদ্য প্রকল্প থেকে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে;
- প্রকল্পের আওতায় ব্যাকওয়ার্ড ব্রিডিং সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি (যেমন প্রুভেন সিমেনের ব্যবহার)। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে খামারিদের সচেতন করতে হবে;
- পিজির জন্য একটা ঘরের/ স্থায়ী শেডের ব্যবস্থা করতে হবে এবং খামারিদের জন্য বীমার ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণসমূহঃ

প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়ার কারণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১। করোনাকালে (২০২০-২০২১ সালে) স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে মাঠ পর্যায়ে চলাচলে সীমাবদ্ধতা থাকায় পিজি গঠন ও মবিলাইজেশন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি ।

২ । প্রকল্পের অনেক ধরনের উপকরণ সরবরাহের সংস্থান রয়েছে কিন্তু তা সংগ্রহ করার প্রক্রিয়ায় দূর্বলতা/ জটিলতা থাকায় তা সংগ্রহে দেরি এবং সংগৃহিত উপকরণ মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করতে বিলম্ব হওয়া।

৩। প্রকল্পের কয়েকটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান যথা এফএও, ইউনিডো, আন্তর্জাতিক ডিজাইন এবং সুপারভিশন ফার্ম, এগ্রি বিজনেস ফার্ম যথাসময়ে নিয়োগ না করায় প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরী সেবা পেতে দেরি হয় ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বিত হয়।

৪। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ মডিউল জরুরি। কিছু প্রশিক্ষণ মডিউল সঠিক সময়ে তৈরি না হওয়ায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বিলম্বে শুরু হওয়া ।

৫ । যন্ত্রপাতি মাঠ পর্যায়ে সময়মত সরবরাহ এবং তা ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান না করার কারণে যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত থাকায় প্রকল্পের অগ্রগতি বিলম্বিত হয়।

৬ । মাঠ পর্যায়ে কোন উপজেলায় কয়টি পিজি হবে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য বা সঠিক সংখ্যা জানা না থাকায় পিজি গঠনে বিলম্ব হয়।

৭ । মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে মনিটরিং না করার কারণে বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে।

৯ । প্রকল্পের পরামর্শক এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে কিছুটা সমন্বয়হীনতার কারনে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে।

১০। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় মনিটরিং না হওয়ায় প্রকল্পের কাংখিত অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়।

১১। প্রকল্পের শুরুতে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকায় এবং জনবল নিয়োগ দেরিতে হওয়ায় এবং বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়েছে।

প্রকল্প সংশোধনের কারণসমুহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- COVID-19 কালীন সময়ে প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদান (Component) এ বরাদ্ধকৃত অর্থ থেকে কনটিনজেন্সি ইমারজেন্সি রেসপন্স কম্পোনেন্ট (CERC) বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ নেওয়া হয়। এর ফলে অন্যান্য উপাদানে অর্থের ঘাটতি দেখা দেয়। যা সমন্বয় করতে প্রকল্পটির সংশোধন প্রয়োজন।
- বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক জিনিস পত্র ক্রয় করার ক্ষমতা পিএমইউ-এর কর্তৃত্বের বাইরে থাকায় তা নির্দিষ্ট সময়ে ক্রয় করা যাচ্ছে না বিলম্বিত হচ্ছে। যার জন্য প্রকল্পটি আবার সংশোধন প্রয়োজন।

- প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নিমিত্তে শুরুতে খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কালীন নিয়োগ দেয়া হলেও নিয়োগ দেয়ার পর প্রকল্প পরিচালক ২ মাসের জন্য বিদেশ সফরে যাওয়াতে দায়িত্ব পালনে এবং অনেক গুরত্বপুর্ণ কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয় যা বাস্তবায়নে সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা এবং সে মোতাবেক প্রকল্পটি সংশোধন প্রয়োজন।
- যেহেতু প্রকল্পের মেয়াদ ২২ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেহেত ২২ মাস প্রকল্প বাস্তবায়নে কিভাবে কাজে লাগানে যায়, তা বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও টার্গেট সেট করতে প্রকল্পটি সংশোধন প্রয়োজন।
- মার্কেট লিংকেইজ বৃদ্ধিতে কসাইখানা স্থাপনে কয়েকটি দপ্তর সম্পৃক্ত থাকায় কসাইখানা স্থাপন বিলম্বিত হয়। প্রকল্পটির কার্যক্রম শেষ হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন মার্কেটিং সুযোগ-সুবিধা ও কসাই খানাসমুহ নির্মাণ ও সংস্কারে দৈনিক ফলোআপ প্রয়োজন। যার জন্য প্রকল্পটি সংশোধন প্রয়োজন।
- পিজি গ্রুপ খুব দ্রুত গঠন করার দরুন পিজি সদস্যদের বিভিন্ন অনুদান ও ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান করা সম্ভব হয়নি। গত বছর ২৫০০ পিজি সদস্যদের মধ্যে অনুদান পৌঁছানোর টার্গেট ছিল। পিজি সদস্যদের অনুদানের ৯ টি ক্লাস্টার চালু করা এবং অনুদান প্রদানে প্রকল্পের সংশোধন প্রয়োজন।
- প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল লিঙ্গা বৈষম্য দূর করা কিন্তু বেজলাইন অধ্যয়ন ফলাফলে দেখা যায় যে একটি বড় লিঙ্গা বৈষম্য বিদ্যমান। নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে নারীদের আর্থ-সামজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি দীর্ঘ/ অতিরিক্ত সময় চালিয়ে যেতে প্রকল্পটির সংশোধন প্রয়োজন।
- স্কুল মিল্ক ফিডিং প্রোগ্রাম (SMFP) বর্তমান বছরের শুরুতে জানুয়ারি ২০২৩-এ চালু হয়েছে, ৭০০ স্কুল এর মধ্যে মাত্র ৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল মিল্ক ফিডিং প্রোগ্রাম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ১৫০টি স্কুল নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। বাকী স্কুল নির্বাচন করে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে প্রকল্প সংশোধন প্রয়োজন।

প্রকল্পের Exit Plan সম্পর্কিত পর্যালোচনাঃ

প্রকল্প শেষে প্রকল্পের মানবসম্পদের ও সংগৃহিত যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণাদি এবং সেবাসমূহ পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। প্রকল্পের মূল ডিপিপি'তে প্রকল্পের Exit Plan সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু এলডিডিপি একটি প্রোগ্রাম্যাটিক প্রকল্প, তাই এর ফলাফলের স্থায়িত্বের বিবেচনায়, পিএমইউ বিভিন্ন পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করবে যাতে করে সমস্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মধ্যমে সকলে প্রকল্পের মালিকানা প্রাপ্ত হয় এবং স্থানীয় গোষ্ঠীগুলি প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য প্রতিপালনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.৭ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অর্জন অবস্থা পর্যোলোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আউটপুট (Output) পর্যায়ের অর্জন অবস্থা নিম্নে বর্ণনা করা হলো -

সারণি ৩.৩০ - প্রকল্পের ফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ের অর্জন অবস্থা

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	অর্জন
লক্ষ্য (Goal)		
▪ একটি প্রাণবন্ত, টেকসই এবং জলবায়ু সহিষ্ণু দুগ্ধ এবং মাংস শিল্প সৃষ্টি যার মাধ্যমে জাতির পুষ্টি, পরিবেশ এবং ব্যবসায়িক সাফল্য লাভে সক্ষমতা অর্জন।	▪ উৎপাদিত পশুর মাংসের প্রাপ্যতা এবং ভোগ বৃদ্ধি। ▪ উৎপাদক এবং ভোক্তাদের মধ্যে আরোও শক্তিশালী যোগসূত্র স্থাপন। ▪ গুঁড়া দুধের আমদানি প্রবণতা হ্রাস।	▪ বিস্তারিত পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে বলা যায় যে, প্রকল্প গ্রহণের যে লক্ষ্য ছিল তা হল একটি প্রাণবন্ত, টেকসই এবং জলবায়ু সহিষ্ণু দুগ্ধ এবং মাংস শিল্প সৃষ্টি যার মাধ্যমে জাতির পুষ্টি, পরিবেশ এবং ব্যবসায়িক সাফল্য লাভের সক্ষমতা যা প্রকল্পের সময় বৃদ্ধির মাধ্যমে সার্বিক বিবেচনায় অর্জন করা সম্ভব।
উদ্দেশ্য (Purpose)		
▪ দুগ্ধ এবং মাংসের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতার জন্য পশ্চাৎ (backward) ও সম্মুখস্থ (forward) সংযোগ (linkage) উভয়ের উন্নয়ন। ▪ বর্ধিত বাজার প্রবেশাধিকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ▪ ASP এর ভোগ বৃদ্ধি।	▪ দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনশীলতা ২০% বৃদ্ধি ▪ ৫৫০০ জন খামারি/ উৎপাদনকারী দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ খামারির সাথে প্রতিষ্ঠানের সংযোগ। ▪ দুগ্ধ ও মাংস প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিতরণ স্থির শৃঙ্খল ব্যবস্থার	▪ দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য জন কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দুগ্ধজাত পণ্যের বৈচিত্র্যের পরামর্শ প্রচারণা সম্পন্ন হয়েছে। ▪ ২০ হাব+৪০০ VMCC প্রস্তাবানা অবস্থায় রয়েছে। ▪ দুধ প্রক্রিয়াকরণে বৃহত্তর দুগ্ধ খামারিদের এবং হাব/পিওস এবং ছোট আকারের দুধ প্রক্রিয়াকরণ

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	অর্জন
	অধীনে আসা।	প্রযুক্তি এবং মিষ্টির দোকান প্রস্তাবনা অবস্থায় রয়েছে।
▪ শক্তিশালী জলবায়ু সহিষ্ণু উৎপাদন এবং নিরাপদ পণ্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির প্রচলন।	▪ কাঙ্ক্ষিত খামারের পশুদের মধ্যে কার্বন ফুট প্রিন্ট ১০% কমে যাওয়া।	▪ শক্তিশালী জলবায়ু সহিষ্ণু উৎপাদনে প্রদর্শনী খামারের ৬৪টির কাজ সম্পন্ন এবং ৩০টির কাজ চলমান।
আউটপুট (Output) – অঙ্গ-ভিত্তিক আউটপুটসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো		
কম্পোনেন্ট-ক: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ▪ খামারিরা PO/FO এর অধীনে সংগঠিত এবং দক্ষতা বৃদ্ধি	▪ ২০১৯ সালের মধ্যে ১১০০ POs/FOs-এর জন্য ৫০% সমষ্টিগত এবং/অথবা ব্যক্তিগত দক্ষতার উন্নতি, ২০২০-এর মধ্যে ২২০০ PO/FOs, ২০২১-এর মধ্যে ৩৩০০, ২০২২-এর মধ্যে ৪৪০০ এবং ২০২৩-এর মধ্যে ৫৫০০ POs/FOs-এর জন্য চিহ্নিত।	▪ ২০২২ সালের মধ্যে ৫৫০০ PO গঠন সম্পন্ন, এফএফএস প্রতিষ্ঠা এবং খামারিদের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি চলমান। এপ্রিল পর্যন্ত সদস্যদের সঞ্চয় জমা প্রায় ১৫ কোটি।
▪ কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের বিকাশ।	▪ ২০২৩ সালের মধ্যে ৪৬৫০ জন কৃষি উদ্যোক্তা বিভিন্ন ব্যবসায় সক্রিয়।	▪ ৫টি ওয়েট মার্কেটের কাজ চলমান, ১০টির দরপত্র আহ্বান, ৩৫ টির টেন্ডারের জন্য প্রায় প্রস্তুত।
▪ প্রাণিসম্পদ পরিষেবা গুলিতে প্রবেশ, CSA প্রযুক্তি বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি।	▪ পশু উৎপাদন প্রতি বছর ৫-৭% বৃদ্ধি	▪ পশু উৎপাদন প্রতি বছর ৫-৭% বৃদ্ধির কাজ চলমান।
▪ LSPs এর দক্ষতা বৃদ্ধি।	▪ প্রতি বছর LSPs এর দক্ষতা ৫-১০% বৃদ্ধি	▪ ৪২০০ LSP-র ১মাস ও ৭দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন, LSPs দের মধ্যে সাইকেল, ট্যাব, কিট বক্স ন্যূনতম পরিষেবা সরঞ্জাম বিতরণ সম্পন্ন।
▪ পশুরোগের প্রকোপ হ্রাস।	▪ প্রকল্পের সুবিধাভোগী খামারির পশু রোগ বছরে ৫-১০% হ্রাস।	▪ ডেইরি সপ্তাহে বিনামূল্যে টিকা ও কৃমিমুক্ত প্রচারণা ২ বছরে ২ বার করা সম্পন্ন হয়েছে।
▪ উৎপাদন ব্যবস্থা আরোও স্বাস্থ্যকর হওয়া।	▪ এলডিডিপি-এর সমাপ্তির পর নিরাপদ দুগ্ধ এবং মাংসের প্রাপ্যতা ১০% বৃদ্ধি	▪ উৎপাদন ব্যবস্থা আরোও স্বাস্থ্যকর করতে ১০০০০০ খামার এর জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিষ্কারক সরঞ্জাম, ক্যান এবং পেইলস সংগ্রহের ক্রয় কার্যক্রম চলমান।
কম্পোনেন্ট-খ: বাজার সংযোগ ও মূল্য শৃঙ্খল ব্যবস্থা ▪ দুধ এবং মাংসের মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়ন এবং বৈচিত্র্যময় পণ্য	▪ ২০২১ সালের মধ্যে বাজারে নতুন দুগ্ধ ও মাংসের পণ্য প্রাপ্তি	▪ দুগ্ধজাত পণ্যের বৈচিত্র্যের পরামর্শ প্রচারণা সম্পন্ন। বৃহত্তর দুগ্ধ খামারিদের এবং হাব/পিওস এবং ছোট আকারের দুধ প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি এবং মিষ্টির দোকান বিষয়ে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
▪ নতুন প্রতিষ্ঠিত জবাইখানা থেকে নিরাপদ মাংস উৎপাদন।	▪ ২০২৩ সালের মধ্যে নির্বাচিত এলাকায় নিরাপদ মাংসের প্রাপ্যতা ৫০% বৃদ্ধি	▪ ২০টি পুশু জবাইখানার মধ্যে ১৩টির কাজ চলমান ও ৭ টি টেন্ডার অবস্থায় আছে।
▪ নতুন ফিড উদ্যোক্তা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উদ্যোক্তা গড়ে তোলা।	▪ ৭৬০টি ফিড উদ্যোক্তা এবং ১০টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ২০২২ সালের মধ্যে সক্রিয় হবে	▪ ফিড উদ্যোক্তা - রাফেজ বেইলার, সাইলেজ, কনসেন্ট্রেট খনিজ/ভিটামিন (খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্র) সহ টিএমআর-এ সহায়তা। (ক্যাটা-১ এ মার্কেট সম্পর্কিত ফিড ও ফডার উৎপাদনে ৩২টির মধ্যে ২১ টি, ক্যাটা-২তে রাফেজ বেইলার ১৬টির মধ্যে ৮টি, ক্যাটা-৩ তে ছোট আকারে ফিড মিল-১০০টির মধ্যে ২৯টি এবং টিএমআর ৩৬০টির মধ্যে ১১৬টি কোয়ালিফাই করেছে (৯০% মূল্যায়ন কাজ সমাপ্ত।) ১০টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ৮০% কাজ সম্পন্ন।
▪ দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা।	▪ দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হবে	▪ বাংলাদেশ দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি পর্যায়ে রয়েছে।
▪ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে প্রশিক্ষণ ও সেবা সুবিধা এবং ওটিআই আধুনিকায়ন।	▪ নির্বাচিত ULO এবং OTI-এর সেবা প্রদানের দক্ষতা প্রতি বছর ৫-৭% বৃদ্ধি	▪ সকল কর্মকতাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন। ৩৬০টি MVC সরবরাহ সম্পন্ন। ক্লাসরুম নির্মাণ,অডিটোরিয়াম সংস্কার ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন।
▪ VMCC, দুগ্ধ হাব, দুধ প্রক্রিয়াকরণ/ কুলিং প্ল্যান্ট, ফিড প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা প্রতিষ্ঠিত।	▪ নির্বাচিত এলাকার উৎপাদনকারীর ভাল দামে ৩০-৫০% বেশি প্রবেশাধিকার প্রাপ্তি	▪ ২০ হাব+৪০০ VMCC এর প্রস্তাবনা অবস্থায় রয়েছে। ছোট পরিসরে দুধ ঠান্ডা করার সুবিধা এবং VMCC এ মান নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম শুর হয়নি।
▪ ভোক্তাদের সচেতনতা এবং নির্বাচিত স্কুল শিক্ষার্থীদের পুষ্টির অবস্থা উন্নয়ন।	▪ নির্বাচিত স্কুল শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধিতে বাধা, স্বাস্থ্যহানী এবং ওজন ঘাটতি ২০% হ্রাস এবং মেধাস্কোর উন্নয়ন	▪ ৫০ টি প্রাথমিক স্কুলে বাচ্চাদের দুগ্ধপান কার্যক্রম চলমান এছাড়াও ২৫০টি স্কুল নির্বাচন সম্পন্ন।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	অর্জন
কম্পোনেন্ট-গ: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থা ▪ খামারিদের উন্নত পশুচিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি। ▪ কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন। ▪ বিডিআরআই, বিডিডিবি, বিপিআরআই, টিএমআর-এর সম্ভাব্যতা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি। ▪ খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রক বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন। ▪ বীমার মাধ্যমে গবাদি পশু সম্পর্কিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ।	▪ উন্নত পশুচিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি প্রতি বছর ৫% উন্নীত ▪ DLS কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা প্রতি বছর ১০% উন্নীত ▪ নীতি নির্ধারকরা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে ▪ মূল্য শৃঙ্খল-ভিত্তিক খাদ্য নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রতি বছর ৫% বৃদ্ধি ▪ প্রাণিসম্পদ খামারিরা ০.৫ লাখ গবাদি পশু ২০২২ সালের মধ্যে এবং আরোও ০.৫ লাখ ২০২৩ সালের মধ্যে বীমাকৃত	▪ দুগ্ধজাত গবাদি পশুর প্রারম্ভিক গর্ভাবস্থা নির্ণয় টুল ক্রয় এবং সরবরাহ সম্পন্ন। ৪৫৩১ পিজির পশুর জন্য দেশব্যাপী বছরে দুবার ডি-ওয়ার্মিং কার্যক্রমের ৮ সেশনের মধ্যে ২ সেশন সম্পন্ন। ডেইরি সপ্তাহে বিনামূল্যে টিকা ও কৃমিমুক্ত প্রচারণা ২ বার সম্পন্ন। ▪ পিএমইউ, ডিএলএস এবং এমওএফএল থেকে এলডিডিপির সাথে যুক্ত মোট ১৯৭ (মহিলা-২০) বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের ডেইরি ফার্ম ব্যবস্থাপনা, দুধ প্রক্রিয়াকরণ, পণ্য বৈচিত্র্যকরণ এবং বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ এ বিদেশ সফর সম্পন্ন। ▪ এ অঙ্গের কাজ শুরু হয়নি। ▪ খাদ্য নিরাপত্তা এবং আইনি প্রয়োগের উপর মাল্টি স্টেকহোল্ডার প্রচার কর্মশালা ১০টির কাজ চলমান। ▪ বীমা কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। পশু চিহ্নিতকরণ বীমার লক্ষ্যে শুরু হয়নি।
কম্পোনেন্ট-ঘ: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ▪ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এবং পিআইইউ প্রতিষ্ঠা। PSC, PIC এবং অন্যান্য কমিটি সক্রিয় থাকা। ▪ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।	▪ PMU এবং PIU সক্রিয়। তফসিল অনুযায়ী, কমিটির সভা অনুষ্ঠিত এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত ▪ এই খাতে প্রায় ৩০০০ জন নতুন জনশক্তির সেবা প্রদান	▪ PMU এর জন্য বিল্ডিং নির্মাণ (১১০০ sqm) সম্পন্ন এবং PIU এর কার্যক্রম চলমান। পিআইসি ৮টি ও পিএসসির ৬টি মিটিং সম্পন্ন। মিনিটস সহজলভ্য আছে। ▪ ৪২০০ এলএসপি, ৪৬৩ এলইও, ৯৩০ এলএফএ এবং ৩০ জন মনিটরিং অফিসার কর্মরত রয়েছে।
ইনপুট (Input) – অঙ্গভিত্তিক ইনপুটসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো		
কম্পোনেন্ট-ক: উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ▪ খামারি/ উৎপাদনকারী সংগঠন (FOs/POs) এবং Farmers Field School (FFS) প্রতিষ্ঠা এবং চালুকরণ। ▪ খামারি/ উদ্যোক্তারা খামার ব্যবসার উন্নয়নে প্রশিক্ষিত। ▪ প্রাণিসম্পদ সেবা, CSA প্রযুক্তি এবং চর্চায় খামারিদের অ্যাক্সেস বৃদ্ধি। ▪ LSP নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ সম্পন্নকরণ এবং LSP কর্তৃক সেবা প্রদান। ▪ ক্রমবর্ধমান রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং অব্যাহত কার্যক্রম । ▪ কৃষক উদ্যোক্তাদের সহায়তা সামগ্রী সংগ্রহ এবং বিতরণ।	▪ ২০১৯ সালের মধ্যে ১১০০ টি ২০২০ সালের মধ্যে ২২০০ টি, ২০২১ সালের মধ্যে ৩৩০০ টি, ২০২২ সালের মধ্যে ৪৪০০ টি এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ৫৫০০ টি POs/FOs প্রতিষ্ঠা । ▪ ২০১৯ সালের মধ্যে ১১০০ জন, ২০২০ সালের মধ্যে ২২০০ জন, ২০২১ সালের মধ্যে ৩৩০০ জন, ২০২২ সালের মধ্যে ৪৪০০ জন এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ৫৫০০ জন কৃষক প্রশিক্ষিত । ▪ বিভিন্ন প্রযুক্তির জন্য ডেমো ২০২০ সালের মধ্যে ৫০% এবং ২০২১ সালের মধ্যে ১০০% প্রয়োগ। ▪ ২০১৯ সালের মধ্যে ২১০০ LSP এবং ২০২০ সালের মধ্যে ৪২০০ LSP প্রশিক্ষিত। ▪ ২০১৯ সালের মধ্যে ১৬০০টি, ২০২০ সালের মধ্যে ৩২০০টি, ২০২১ সালের মধ্যে ৪৮০০টি, ২০২২ সালের মধ্যে ৬৪০০টি এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ৮০০০টি টিকাদান ক্যাম্প বাস্তবায়ন। ▪ সেবা সরঞ্জাম ক্রয় ২০২১ সালের মধ্যে সম্পন্ন।	▪ ২০২২ সালের মধ্যে ৫৫০০ PO গঠন সম্পন্ন হয়েছে, এফএফএস প্রতিষ্ঠা এবং খামারিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি চলমান।এপ্রিল'২৩ পর্যন্ত সদস্যদের প্রায় ১৫ কোটি টাকা সঞ্চয় জমা হয়েছে। ▪ এ অঙ্গের কাজ চলমান রয়েছে। ▪ এ অঙ্গের কাজ চলমান রয়েছে। ৪৬৬ টি ডেমো ফার্মার নির্বাচন করা হয়েছে। ▪ LSP নির্বাচন এবং বেসিক ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে। রিফ্রেসার ট্রেনিংয়ের কাজ চলমান রয়েছে। ▪ ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ▪ এ অঙ্গের কাজ আংশিক সম্পন্ন এবং অবশিষ্ট চলমান রয়েছে।
কম্পোনেন্ট-খ: বাজার সংযোগ ও মূল্য শৃঙ্খল ব্যবস্থা। ▪ মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়নের জন্য কৃষক/উদ্যোক্তাদের সহায়তা	▪ ৩টি আধুনিক জবাইখানা এবং ২০টি জেলা পর্যায়ের জবাইখানা স্থাপন - ২০২০ সালের মধ্যে ২৫%, ২০২১	▪ জেলা পর্যায়ে পুশু জবাইখানা ২০ টির মধ্যে ১৩টির কাজ চলমান ও ৭ টি টেন্ডার অবস্থায় আছে। মেট্রো পর্যায়ের ৩টির ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	অর্জন
নির্বাচিত মেট্রো এবং জেলা পর্যায়ে আধুনিক পশু জবাই সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা।	সালের মধ্যে ৫০% এবং ২০২২ সালের মধ্যে ১০০%	
▪ জলবায়ুসহিষ্ণু সার ব্যবস্থাপনা উদ্যোক্তা এবং ফিড উদ্যোক্তা সৃষ্টি।	▪ ১০টি সার ডাইজেস্টারের কনস্ট্রাকশন - ২০২০ সালের মধ্যে ২৫%, ২০২১ এর মধ্যে ৫০% ও ২০২২ এর মধ্যে ১০০%	▪ ২৭ প্রস্তাবনা জমা দেওয়া হয়েছে, ২৩ জনের মাঠ যাচাই সম্পন্ন হয়েছে।
▪ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস ও ওটিআই-এ প্রশিক্ষণ ও সেবা সুবিধা উন্নয়ন।	▪ ULO অফিসের প্রশিক্ষণ ও সেবা সুবিধাসমূহের উন্নয়ন -২০১৯ সালের মধ্যে ৫০টি, ২০২০ সালের মধ্যে ১০০টি, ২০২২ সালের মধ্যে ৫০টি ২০২১ সালের মধ্যে ২০০টি এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ২৩৮টি।	▪ ২৩৮টি ট্রেনিং হল নির্মাণ সম্পন্ন ও ব্যবহৃত হচ্ছে। ক্লাসরুম নির্মাণ, অডিটোরিয়াম সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে।
▪ VMCC, দুগ্ধ কেন্দ্র, দুধ প্রক্রিয়াকরণ/ কুলিং প্ল্যান্ট, ফিড প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা, ইত্যাদি স্থাপন।	▪ ১০টি ডেইরি হাব, ৫টি বড় প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, ৪৬৫ জন খামারির মাংস দোকানের ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা, ২০২০ সালের মধ্যে ২৫%, ২০২১ এর মধ্যে ৫০%, ২০২২ এর মধ্যে ৭৫% এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ১০০%।	▪ ম্যাচিং গ্রান্ডের আওতায় ডেইরি হাবের EoI আহ্বান করা হয়েছে। EAP এর কারণে RDPPতে রিভিশন হয়েছে।
▪ নির্বাচিত স্কুলসমূহে নিরাপদ ও পুষ্টিকর দুগ্ধজাত পণ্যের প্রসার ও প্রদর্শনী।	▪ নিরাপদ দুগ্ধপানের প্রসার ২০২০ সালের মধ্যে ২০০টি স্কুলে প্রদর্শিত, ২০২১ সালের মধ্যে ৪০০টি এবং ২০২২ সালের মধ্যে ৭০০টি স্কুলে। ▪ ১০০০টি মোবাইল মিল্কিং মেশিন এবং ৮টি ভ্রাম্যমাণ জবাই করার সুবিধা বিতরণ - ২০২০ সালের মধ্যে ২৫%, ২০২১ এর মধ্যে ৫০%, ২০২২ এর মধ্যে ৭৫% এবং ২০২৩ সালের মধ্যে ১০০%। ▪ ২০২২ সালে মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড এবং ২০২১ সালের মধ্যে শক্তিশালীকৃত OTI।	▪ EAP এর কারণে ৭০০টির মধ্যে কমিয়ে ৩০০টি যার মধ্যে ৫০ টি প্রাথমিক স্কুলে বাচ্চাদের দুগ্ধপান কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ২৫০টি স্কুল নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ▪ এ অঙ্গের কাজ টেন্ডার পর্যায়ে রয়েছে। ▪ ডিজাইনের কাজ চলমান রয়েছে।
কম্পোনেন্ট-গ: ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থা ▪ পশুচিকিৎসা সেবা প্রদান, ডায়াগনস্টিক, রোগের তথ্য এবং বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।	▪ ৪৬৫টি উন্নত মিনি ডায়াগনস্টিক সুবিধা এবং ৭০টি শক্তিশালীকৃত রোগ নির্ণয় পরীক্ষাগার - ২০২০ সালের মধ্যে ২৫%, ২০২১ সালের মধ্যে ৭৫% এবং ২০২২ সালের মধ্যে ১০০% ▪ ২০২০ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গবাদি পশুর রোগের তথ্য এবং মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ব্যবস্থা প্রতি বছর ৮০টি করে ৩৬০টি পর্যন্ত প্রয়োগ করে।	▪ চলতি অর্থবছরে ১৫০ টি মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরির অ্যাপ অনুমোদিত, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ইজিপি ঘোষণা করা হয়েছে। ▪ ৩৬০টি MVC ক্রয় সম্পন্ন ও সরবরাহ করা হয়েছে এবং ব্যবহার করে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে।
▪ কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতার উন্নতি এবং জ্ঞান প্রতিষ্ঠা	▪ PMU কর্মকর্তাসহ ৭৫ জন সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষিত, ১০৫০ জন অফিসার/ খামারি/ উদ্যোক্তার ভ্রমণ সম্পন্ন এবং ৩০ জনের এমএস, ১৮ জনের পিএইচডি এবং ৬০ জনের পোস্ট-ডক্টরাল সম্পন্ন এবং জ্ঞানের প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা - প্রকল্পের ৩য় থেকে ৪র্থ বছরের মধ্যে।	▪ পিএমইউ, ডিএলএস এবং এমওএফএল থেকে এলডিডিপির সাথে যুক্ত মোট ১৯৭ (মহিলা-২০) বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা বিদেশ সফর সম্পন্ন। এমএস, পিএইচডি এবং পোস্ট-ডক্টরাল কোর্স বাদ দেওয়া হয়েছে (মিড টার্ম রিভিউতে)।
▪ BDRI, BDDB, BPRI, TMR, ইত্যাদির জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই	▪ BDRI, BDDB, BPRI, TMR, ইত্যাদির জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্পের ২ বছরের মধ্যে সম্পন্ন।	▪ এ অঙ্গের কাজ শুরু হয়নি।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)	অর্জন
▪ খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রক বিষয়সমূহে খাদ্য নিরাপত্তা আইন ২০১৩ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য কাঠামো উন্নয়ন। ▪ কার্যকরী প্রাণিসম্পদ বীমার জন্য পাইলটিং পূর্ব শর্ত পূরণ।	▪ ২০২০ সালের মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রকের ঘাটতি শনাক্ত ও কাঠামো তৈরি এবং ২০২২ সালের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন। ▪ অনলাইন লাইভস্টক ইন্স্যুরেন্স পদ্ধতি, রেজিস্ট্রেশন ডাটাবেইজ, পশুর শনাক্তকরণ এবং ট্যাগিং ২০২২ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত এবং ২০২৩ সালের মধ্যে গবাদি পশুর বীমা সুবিধা ও পাইলটিং করা ▪ প্রশিক্ষণ এবং বীমা সুবিধাসমূহের জনপ্রিয়তার মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারের সক্ষমতা ২০২১ সালের মধ্যে বৃদ্ধি।	▪ খাদ্য নিরাপত্তা এবং আইনি প্রয়োগের উপর মাল্টি স্টেকহোল্ডার প্রচার কর্মশালা ১০টির কাজ চলমান রয়েছে। ▪ বীমা কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। পশু চিহ্নিতকরণ এবং ট্যাগিং এর পাইলটিং ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ▪ এ অঙ্গের কাজ বাদ দেওয়া হয়েছে।
কম্পোনেন্ট-ঘ: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ▪ PMU জনবল, পরামর্শক সংস্থা, ব্যাক্তি বিশেষজ্ঞ এবং কর্মী নিয়োগ। ▪ PSC, PIC এবং অন্যান্য কমিটি গঠন। ▪ পণ্য এবং কার্য ক্রয়।	▪ ২০১৯ সালের শুরুতে প্রকল্প পরিচালক, চিফ টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর, ডিপিডিগণের নিয়োগ করা, ২০১৯ সালের মধ্যে পরামর্শক সংস্থা নির্বাচন, ২০১৯ সালের মধ্যে ব্যাক্তি বিশেষজ্ঞ এবং সহকারী কর্মী নিয়োগ। ▪ ২০১৯ সালের মধ্যে সকল কমিটি গঠন এবং প্রকল্পের শেষ পর্যন্ত কার্যকর। ▪ ২০১৯ সালের মধ্যে PMU লজিস্টিক সংগ্রহ এবং কার্যকর। ▪ বিভিন্ন স্তরে ৮৫৮৬০ জন-মাসের পূর্ণকাল সমতুল্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি।	▪ এ অঙ্গের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ▪ এ অঙ্গের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ▪ সফ্টওয়্যার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ইন্টারনেট ডিভাইস, প্রজেক্টর সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এফডিআইএল, সিডিআইএল এবং এলআরআইকে বিতরণ করা হয়েছে। প্যাকেজের মাধ্যমে ১০৯ ধরনের ভোগ্যপণ্য পরীক্ষার যন্ত্র ক্রয় করা হয়েছে এবং BAU এর ৩টি পরীক্ষাগারে বিতরণ করা হয়েছে। ▪ এ অঙ্গের কাজ প্রকল্পের পরিপক্ক স্টেজে চিন্তা করা হবে।

উৎস: ডিপিপি ও অগ্রগতি প্রতিবেদন

৩.৮ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পটির (এলডিডিপি) বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। প্রকল্পের সামগ্রী কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদান করার জন্য একজন যুগ্মসচিব প্রেষণে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব এবং ৫ জন উপ-প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। প্রকল্পের কারিগরি দিক নির্দেশনা প্রদানে একজন চীফ টেকনিক্যাল কো-অরডিনেট নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়াও প্রকল্পে সরাসরি এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের জনবল কাঠামো নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা হলো-

ক্র: নং	পদের নাম	নিয়োগের ধরন	সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত
১	প্রকল্প পরিচালক	প্রেষণে দায়িত্ব	০১	০১
২	চীফ টেকনিক্যাল কো-অরডিনেট	প্রেষণে দায়িত্ব	০১	০১
৩	উপ-প্রকল্প পরিচালক	প্রেষণে দায়িত্ব	০৫	০৫
৪	প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এক্সপার্ট	প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ	০১	০১
৫	এ্যানিমেল হেলথ এক্সপার্ট	প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ	০১	০১
৬	সিনিয়র মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অফিসার	প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ	০১	০১
৭	এনভারমেন্ট এন্ড সোশ্যাল সেফগার্ড স্পেশালিষ্ট	প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ	০১	০১
৮	সোস্যাল এন্ড জেন্ডার স্পেশালিষ্ট	প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ	০১	০১
৯	সিনিয়র প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিষ্ট	প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ	০১	০১
১০	ন্যাশনাল ডেইরি এক্সপার্ট	প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ	০১	০১
১১	এগ্রিবিজনেস স্পেশালিষ্ট	প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ	০১	০১
১২	আইসিটি এক্সপার্ট	প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ	০১	০১
১৩	ট্রেনিং এন্ড এক্সটেনশন এক্সপার্ট	প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ	০১	০১

ক্র: নং	পদের নাম	নিয়োগের ধরন	সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত
১৪	এ্যানিমেল রিপোডাকটিভ হেলথ এক্সপার্ট	প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ	০১	০১
১৫	জুনিয়র ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিষ্ট	প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ	০১	০১
১৬	ফুড সেফটি এন্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল এক্সপার্ট	প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ	০১	০১
১৭	জনিয়র প্রকিউরমেন্ট	প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ	০২	০২
১৮	কমিউনিকেশন এক্সপার্ট	প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ	১	০১
১৯	সহকারি প্রকৌশলী	প্রকল্পে সরাসরি নিয়োগ	০৩	০৩
২০	মনিটরিং অফিসার	আউট সোর্সিং	২০	২০
২১	লাইভস্টক এক্সটেনশন অফিসার	আউট সোর্সিং	৪৬৫	৪৬৫
২২	লাইভস্টক ফিল্ড অফিসার	আউট সোর্সিং	৯৩০	৯৩০
২৩	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	আউট সোর্সিং	০৩	০৩
২৪	অফিস সহায়ক	আউট সোর্সিং	০২	০২
২৫	ড্রাইভার	আউট সোর্সিং	০৮	০৮
		মোট =	১৪৫৪	১৪৫৪

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সামগ্রিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও ফিল্ড ইউনিটের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং বাস্তবায়ন কাজ তদারকি করে থাকেন। চীফ টেকনিক্যাল কো-অরডিনেট প্রকল্পের সমস্ত টেকনিক্যাল ইস্যু দেখবাল ও কো-অরডিনেট করে থাকেন। উপ প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পের সামগ্রীক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালককে সহায়তা করে থাকেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য কয়েকটি কমিটি রয়েছে, যেমনঃ প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি), প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি), প্রকিউরমেন্ট কমিটি এবং জনবল নিয়োগ কমিটি।

প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ

সারণি ৩.৩১ প্রকল্প পরিচালক মহোদয়গণের তালিকা

ক্রমিক নম্বর	নাম ও পদবী	দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ	দায়িত্ব হতে অবমুক্তির তারিখ	নিয়োগের ধরন	অন্য কোন প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কিনা
১	জনাব কাজী ওয়াসি উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	০৩ এপ্রিল ২০১৯	১২ ফেব্রুয়ারী ২০২০	খন্ডকালীন (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	না
২	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব), প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	১৩ ফেব্রুয়ারী ২০২০	অদ্যাবধি	পূর্ণকালীন	না

প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের সামগ্রিক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন ও দিক নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ তদারকি করে থাকেন। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য কয়েকটি কমিটি রয়েছে, যেমনঃ

- প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)
- প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)
- প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)
- প্রকিউরমেন্ট কমিটি

৩.৯ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প পরিচালক এবং উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে বিলম্ব হয়েছে। ফলে প্রকল্পের অন্যান্য জনবল নিয়োগ ও ক্রয় কার্যক্রম শুরু করতে বিলম্ব হয়। কোভিড-১৯ জনিত কারণে প্রকল্পের স্বাভাবিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, ফলে কার্যক্রম আরম্ভ প্রায় ২ বছর বিলম্বিত হয়েছে। কোভিড-১৯ জনিতসহ বিভিন্ন পদ্ধতিগত কারণে আন্তর্জাতিক ফার্ম/ প্রতিষ্ঠান (এফএও,

এগ্রিবিজনেস ফার্ম, ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম) নিয়োগে বিলম্ব হয় । ফলে এ সকল ফার্মের উপর নির্ভরশীল কার্যক্রম বিলম্বিত হয়েছে/হচ্ছে যেমন: এফএও উপর নির্ভরশীল ৫,৫০০ পিজি গঠন, মবিলাইজেশন এবং বেইজলাইন তৈরী; এগ্রিবিজনেস ফার্মের উপর নির্ভরশীল ভ্যালুচেইন ভিত্তিক ব্যবসা কার্যক্রম ও উদ্যোক্তা তৈরীতে সহায়তার জন্য ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান; ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্মের উপর নির্ভরশীল আধুনিক জবাইখানার কাজ ইত্যাদি।

জবাইখানা নির্মানের জন্য সিটি কর্পোরেশনের জমি প্রাপ্তি, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অনাপত্তি প্রাপ্তি এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় মেট্রো ও জেলা পর্যায়ে আধুনিক জবাইখানা নির্মাণ কার্যক্রম বিলম্বিত হচ্ছে; কোভিড- ১৯ জনিতকারণে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক স্কুল নির্বাচন বিলম্বিত হয়, ফলে প্রকল্পের অধীনে স্কুল মিল্ক কার্যক্রম শুরু করতে বিলম্ব হয় ।

অনেক ক্ষেত্রে পুন:দরপত্র আহবানে সময়ক্ষেপন এবং কোন কোন আইটেমের প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা অধিক বাজার মূল্য । প্রকল্পের কার্যক্রমের পরিধি অনেক বেশি এবং অন্য মন্ত্রণালয়ের/ অধিদপ্তরের উপর নির্ভরশীল কার্যক্রম বিশেষ করে জবাইখানা নির্মাণ কাজ প্রকল্প ডিজাইনে/ পরিকল্পনায় ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

১। যে সকল কার্য প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি সেসকল প্যাকেজের ডিজাইন, ড্রয়িং, BoQ স্পেসিফিকেশন ও প্রাক্কলন যথাসময়ে প্রস্তুতকরণ এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস কর্তৃক দ্রুততম সময়ে তা যাচাইকরণ এবং অনুমোদন।

২। সম্পূর্ণ নতুন প্রকৃতির পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের BoQ স্পেসিফিকেশন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ড্রয়িং ও প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণে জটিলতা ও বিলম্বের সম্ভাবনা এবং অবশিষ্ট সেবা প্যাকেজসমূহের কার্যপরিধি (Terms of Reference) নির্ধারণ ও প্রস্তুতকরণে প্রত্যাশার চেয়ে অতিরিক্ত সময় ক্ষেপন।

৩। খামারিদের উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ (মিষ্টি, দধি, ঘি ও আইসক্রীম) করতে না পারলে এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মুল্য না পেলে খামারিরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দিতে পারে।

৪। প্রত্যাশিত খামারিদের নিয়ে পিজি গঠন না করলে পিজির স্থায়ীত্ব এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে ঝুঁকি হতে পারে।

৫। স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্পের সেবা কার্যক্রম রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত না থাকলে প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দিতে পারে।

৩.১০ প্রকল্পের পরামর্শক নিয়োগ ও কার্যক্রম পর্যালোচনা

প্রকল্পের আওতায় ২৬টি পদে মোট ২৮ জন ব্যক্তি পরামর্শক নিয়োগের সংস্থান রয়েছে যাদের মধ্যে ২৬ জন স্থানীয় ও ২ জন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন বিভিন্ন পর্যায়ে ২৩টি পদের বিপরীতে মোট ২৫ জন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও ১ জন পরামর্শকের নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পরামর্শক নিয়োগ সংক্রান্ত প্যাকেজসমূহের টেন্ডার উন্মুক্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে।

তবে পরামর্শক নিয়োগের টেন্ডার আহ্বান বা চুক্তি স্বাক্ষরের কোনটিই ডিপিপি-তে উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী সম্পাদিত হয়নি। ফলে প্রতিটি চুক্তি ডিপিপি-তে নির্ধারিত সময়-ভিত্তিক মেয়াদের চেয়ে কম মেয়াদে স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিভিন্ন পদের বিপরীতে পরামর্শকের মোট চুক্তি মূল্য ডিপিপি-এর প্রাক্কলিত মোট মূল্যসীমার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে।

শুধুমাত্র ৪ জন পরামর্শকের (জুনিয়র কনসালট্যান্ট) নিয়োগ কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাবের পূর্বে সম্পন্ন হয়। এছাড়া অধিকাংশ পরামর্শকগণের নিয়োগ চুক্তি কোভিড কালীন দেশ ব্যাপি লক ডাউন পরবর্তী সময়ে স্বাক্ষরিত হয়। অতএব দেশব্যাপি কোভিড লকডাউনের সময় পরামর্শকের বেতন-ভাতা বাবদ উল্লেখযোগ্য কোন অর্থ ব্যয় হয়নি ।

পরামর্শকগণের দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তারা টিওআর অনুযায়ী তাদের কার্যক্রম সম্পাদন করে যাচ্ছেন, তবে অনেক ক্ষেত্রে ইন্টারলিঙ্কড বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে নির্ভরশীলতার কারণে পূর্বনির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে তাদের দায়িত্ব সম্পাদনে ব্যর্থ হচ্ছেন। পরামর্শকের সিংহভাগ ইনপুটের বিপরীতে প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি অনেক কম। যেহেতু প্রকল্পের অগ্রগতি কম সেহেতু বলা যায় যে, পরামর্শকের আউটকাম বা আউটপুট প্রত্যাশিত পর্যায়ে উপনীত হয়নি। পরামর্শকগণের ইনপুটের বিপরীতে আউটপুট বা আউটকাম কতটুকু অর্জিত হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য আরোও সমীক্ষার (Further Study) প্রয়োজন রয়েছে।

৩.১১ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং নির্মাণ কাজের গুণগতমান পর্যবেক্ষণ ও যাচাইকরণ

প্রকল্প কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন অবকাঠামো সরেজমিনে পরিদর্শন করে নির্মাণ কাজের গুণগতমান যাচাই করা হয়। নির্মাণকালীন সময়ে যে সকল টেস্ট করা হয় তার টেস্ট রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা হয়। যেমন নির্মিত ভবনের রিবাউন্ড হ্যামার টেস্ট এর মাধ্যমে ভবনের কলাম (Column) ও বীমের (Beam) কংক্রিটের স্ট্রেংথ (Strength) যাচাই করা হয়। এছাড়াও ডিজাইন স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী অবকাঠামো সমূহের বিভিন্ন অঙ্গের পরিমাপসহ বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ করে দেখা হয়। যা নিম্নে আলোকচিত্রসহ দেখানো হলোঃ

১। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের ট্রেনিং হল নির্মাণ

পরিদর্শনের তারিখঃ ০৬/০৪//২০২৩ ইং

কাজ আরম্ভের তারিখ	সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ	কাজের সার্বিক অগ্রগতি
০৪/১২/২০১৯	০৫/১২/২০২০	সার্বিক অগ্রগতি ১০০%

চিত্রঃ নবনির্মিত ট্রেনিং হল রুম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, কাহালু বগুড়া

চিত্রঃ ট্রেনিং হল রুম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ

চিত্রঃ ট্রেনিং রুম পরিমাপ, সিরাজদিখান মুন্সিগঞ্জ

চিত্রঃ সিঁড়ির মেজারমেন্ট, ট্রেনিং হল, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ

চিত্রঃ কলামে হ্যামার টেস্ট, ট্রেনিং হল, সিরাজদিখান মুন্সিগঞ্জ

চিত্রঃ বীমে হ্যামার টেস্ট, ট্রেনিং হল, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ

পর্যবেক্ষণঃ

- ট্রেনিং হল রুম পরিদর্শনকালে দেয়ালে, কলামে, বীমে চূর্ণময় সাদা ও কালো পাউডার এবং দেয়ালে ও বীমে ফাটল দেখা গিয়েছে।
- পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, ট্রেনিং হল রুম এর দেয়াল,কলাম ও বীমের ফিনিশিং এর কাজ কাংখিত মাত্রায় হয়নি।
- প্রতিটি উপজেলার ট্রেনিং হল রুম নির্মাণ কাজের শুরুতে একবার টেস্ট করা হয়েছে।
- সিলিন্ডার বা স্লাম টেস্ট এর রিপোর্ট এনালাইসিস করে দেখা যায় কাংখিত মাত্রার থেকে স্টেংথ কম রয়েছে।
- ট্রেনিং হল রুমের সাথে অফিস রুম করা হয়েছে এবং কিছু কিছু উপজেলায় অফিস রুম করা হয়নি।
- হ্যামার টেস্ট করে দেখা যায়, কাংখিত ফলাফল ফলাফল পাওয়া যায়নি (২৫-২৬ Mpa পাওয়া গিয়েছে)।

২। অবকাঠামো সংস্কার কাজ পরিদর্শন, বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি অডিটরিয়াম, সাভার

চিত্রঃ বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি অডিটোরিয়াম (প্রবেশ পথ),সাভার

চিত্রঃ বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি অডিটোরিয়াম,সাভার

চিত্রঃ বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি অডিটোরিয়াম এর লাইটিং,সাভার ঢাকা।

চিত্রঃ বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি অডিটোরিয়াম এর স্টেজ ফোকাস লাইট, সাভার

পর্যবেক্ষণঃ

- পরিদর্শন করে দেখা যায় সাভারে অবস্থিত বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি অডিটোরিয়ামটির সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- অডিটোরিয়ামটির ওয়ালে সাউন্ড প্রুফ করার জন্য পারটেক্স উড ব্যবহার করা হয়েছে।
- পরিদর্শনে দেখা যায় যে, অডিটোরিয়ামের ৩টি ফোকাস ও ১০টি হ্যালোজেন লাইট নষ্ট অবস্থায় পাওয়া গেছে।
- পরিদর্শনকালে দেখা যায় ১টি প্রোজেক্টর লাগানো আছে।
- অডিটোরিয়ামে এয়ারকন্ডিশন (AC) প্রয়োজনের তুলনায় কম রয়েছে।

৩। ট্রেনিং হল নির্মাণ কাজ পরিদর্শন, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।

কাজ আরম্ভের তারিখ	সম্পাদনের প্রকৃত তারিখ	কাজের সার্বিক অগ্রগতি
০৪/১২/২০১৯	০৫/১২/২০২০	সার্বিক অগ্রগতি ১০০%

চিত্রঃ সিঁড়ির পরিমাপ, ট্রেনিং হল, গজারিয়া ,মুন্সিগঞ্জ

চিত্রঃ গ্রিলের পরিমাপ, ট্রেনিং হল, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জে

চিত্রঃ ট্রেনিং হল পরিদর্শন, গজারিয়া মুন্সিগঞ্জ

চিত্রঃ ট্রেনিং হল পরিদর্শন, গজারিয়া,মুন্সিগঞ্জ

পর্যবেক্ষণঃ

- ট্রেনিং হল রুম পরিদর্শন করে দেখা যায় যে দেয়ালে, কলামে ও বীমে চূর্ণময় সাদা ও কালো পাউডার দেখা দিয়েছে।
- ট্রেনিং হলের সিঁড়ির ডিজাইন অনুসারে মেজারমেন্টে কিছুটা ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়েছে।
- ট্রেনিং রুমের সাথে ১টি অফিস রুম হওয়ার কথা থাকলেও তা করা হয়নি।
- ট্রেনিং হল রুম নির্মাণ কালীন প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেস্ট করা হয়নি। নির্মাণ কাজের শুরুতে একবার টেস্ট করা হয়েছে।
- সিলিন্ডার বা স্লাম টেস্ট এর রিপোর্ট এনালাইসিস করে দেখা যায় কাংখিত মাত্রার থেকে এর স্টেংথ কম রয়েছে।
- হ্যামার টেস্ট ২৫-২৭ Mpa পাওয়া গিয়েছে।

৪। সরকারি ডেইরি খামার নির্মাণ কাজ পরিদর্শন, সাভার, ঢাকা ।

চিত্রঃ সরকারি ডেইরি খামার, সাভার

চিত্রঃ সরকারি ডেইরি খামার, সাভার

চিত্রঃ সরকারি ডেইরি খামার, সাভার

চিত্রঃ সরকারি ডেইরি খামার, সাভার

চিত্রঃ সরকারি ডেইরি খামার, সাভার

চিত্রঃ সরকারি ডেইরি খামার, সাভার

পর্যবেক্ষণঃ

- সরকারি ডেইরি খামার পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ৫০ টি বকনা গরুর জন্য (১৩০ ফুট X ৩০ ফুট) ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।
- সাভার সরকারি ডেইরি খামারে গবাদিপশুর বিশ্রামের জায়গা কম মনে হয়েছে।
- সরকারি ডেইরি খামারের শেডের গুণগতমান আপাত দৃষ্টিতে ভাল মনে হয়নি।
- সরকারি ডেইরি খামারের প্লাস্টারের ফিনিশিং এর মান ভাল দেখা যায়নি।
- গবাদিপশুর শয়নের জন্য কম্ফোট ম্যাটেরিয়ালস বা রাবারের বিছানার জায়গা ছোট হওয়ায় তা ভাঁজ হয়ে আছে।
- সাভার ডেইরি ফার্মে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ভালোভাবে করা হয়নি যার কারনে পানি জমে থাকে।
- সাভার সরকারি ডেইরি খামারে কলামে হ্যামার টেস্ট এ কাংখিত ফলাফল পাওয়া যায়নি (২৪-২৪.২ Mpa পাওয়া গিয়েছে)।

ট্রেনিং হল সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ

ক্র: নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিজাইন অনুসারে করণীয়	মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত অবস্থা	মন্তব্য
১	কলাম থেকে কলামের দূরত্বঃ	C1-২০‘-০‘‘(clear) ১১‘৫‘‘ (২০‘‘x১৮‘‘) (২০‘‘x১৮‘‘)	C1-২০‘-০‘‘(clear) ১১‘-৫‘‘ (২০‘‘x১৮‘‘) (২০‘‘x১৮‘‘)	সঠিক
২	ট্রেনিং রুমের সাইজ (১ টি) টয়লেটের সাইজ(১টি) -	রুম (৩২‘-৬‘‘x১৮-২‘‘) টয়লেট(৭‘০‘‘x ৪‘-০‘‘)	রুম (৪৪‘-০‘‘x১৭‘-০‘‘) টয়লেট(৭‘-০‘‘x৪‘-০‘‘	সঠিক
৩	Floor হতে Floor এর উচ্চতা (height)	১১‘৬‘‘	১১‘৬‘‘	সঠিক
৪	জানালার সাইজ	৫‘-০ X ৪‘-৬‘‘	৫‘-০ X ৪‘-৬‘‘	সঠিক
৫	দরজার সাইজ	৩‘-৬‘‘X ৭‘-০‘‘	৩‘-৬‘‘X ৭‘-০‘‘	সঠিক
৬	সিঁড়ির ধাপেরসাইজ	ধাপ ৫‘-০‘‘/উচ্চতা ১০‘‘	ধাপ ৫‘-০‘‘/উচ্চতা ১০‘‘	সঠিক
৭	CC/RCC এরThickness	Slub-৫‘-৫”	৫‘-৫”	সঠিক
৮	রডের মান (Brand name/ Test স্তরেস্তরে)	KSRM	BSI	ব্যত্যয়
৯	সিমেন্ট পরীক্ষা(Brand name/ Test স্তরে স্তরে)	Bashundhara cement	Bashundhara cement	সঠিক
১০	ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম	As stated in TS	যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম আছে।	সঠিক
হ্যামার টেস্ট এর ফলাফল :				
১। ট্রেনিং হল সিরাজদিখান, কলাম C -২= ২৫,২৬,২৮,৩০,২৭,২৯,২৭,২৮,২৯,২৪= ২৪.৬ Mpa বীম ২৭,২৯,২৬,৩২,২৯,২৮, ৩০,২৭,২৮,২৯,২৪= ২৮.১ Mpa				কাংখিত মাত্রায় নয়
২। সাভার ডেইরি খামার এর কলাম C৩ -২= ২০,২৩,২৬,২২,২৫,২৯,২৪,২৭,২০,২৪= ২৪.০০ Mpa ৩। সাভার ডেইরি খামার এর কলাম C১ -২= ২৪,২৭,২৪,২২,২০,২৫,২৪,২৭,২০,২৯ = ২৪.২ Mpa				কাংখিত মাত্রায় নয়

৫। প্রদর্শনী খামার,পরিদর্শন, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

চিত্রঃ প্রদর্শনী খামার, ঈশ্বরগঞ্জ ।

পর্যবেক্ষণঃ

- পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে প্রদর্শনী খামারের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে।
- ৫টি গরুর জন্য (২৫ ফুট X ১৫ ফুট) প্রদর্শনী খামার নির্মাণ করা হচ্ছে।
- পানি নিষ্কাশনের যে ড্রেনেজ ব্যবস্থা করা হয়েছে তার ফিনিশিং ভালোভাবে করা হয়নি।
- মেটেরিয়ালস এর গুণগতমান বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানসম্মত মনে হয়নি।

৩। মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ও যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ পরিদর্শন

চিত্রঃ মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক পরিদর্শন,গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ।

চিত্রঃ আলট্রাসাউন্ড মেশিন পরিদর্শন, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

চিত্রঃ ট্রেনিংরুমের ফ্রিজের পরিদর্শন, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

চিত্রঃ Manipulative delivery for large animal's equipment সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ।

পর্যবেক্ষণঃ

- এলডিডিপি প্রকল্প কর্তৃক উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।
- আলট্রাসাউন্ড মেশিন ব্যবহারের প্রশিক্ষণ না দেওয়ায় ব্যবহার করতে পারছেন না।
- ক্রীমসেপারেটর মেশিন পরিচালনার প্রশিক্ষণ প্রদান না করায়, কিছু মেশিন ব্যবহার করতে পারছেন না।
- সরবরাহকৃত মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ব্যবহারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে জরুরি চিকিৎসা সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে।
- ফ্রিজ প্রদানের ফলে বিভিন্ন ভ্যাকসিন ও ঔষধ ঔষধের গুণগতমান ও কার্যকারিতা ঠিক রাখা সম্ভব হচ্ছে।

ডেইরি খামার ও বীফ ফ্যাটেনিং খামার পরিদর্শনঃ

চিত্রঃ ডেইরি খামার পরিদর্শন সাভার এবং সিরাজগঞ্জ

চিত্রঃ ডেইরি খামার পরিদর্শন, শিবগঞ্জ বগুড়া এবং নীলফামারী।

চিত্রঃ ডেইরি ও হৃষ্টপুষ্টকরণ খামার পরিদর্শন, কুমারখালি কুষ্টিয়া এবং শ্রীধরপুর যশোর।

ডেইরি খামার ও বীফ ফ্যাটেনিং খামার পরিদর্শনের ফলাফল পর্যালোচনাঃ

- খামার পরিদর্শনে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ পিজি সদস্যগণ তাদের খামারে ৫-২০ টি পশু লালন-পালন করছে। পশুগুলো মোটাতাজা ও রোগহীন পরিলক্ষিত হয়েছে।
- খামারিদের খামারে হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান শংকর ও দেশী গবাদিপশু লালন পালন করে থাকেন।
- একটি গাভী থেকে সর্বনিম্ন ৫লিটার ও সর্বোচ্চ ২০ লিটার দুধ পেয়ে থাকেন।
- খামার পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, কিছু কিছু খামারে আলো বাতাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ড্রেনেজ ও পয়ঃনিস্কাশনের ব্যবস্থা উন্নত নয়।
- অধিকাংশ খামারি গোবর দিয়ে বায়োগ্যাস ও জৈব সার উৎপাদন করতে আগ্রহী কিন্তু প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে বায়োগ্যাস ও জৈব সার উৎপাদন করতে পারছেন না।
- বেশির ভাগ খামারে গবাদিপশুকে উন্নত জাতের ঘাস চাষ করে খাওয়ানো হয়।

ভেড়ার খামার পরিদর্শন:

চিত্রঃ ভেড়ার খামার পরিদর্শন কুষ্টিয়া

চিত্রঃ ভেড়ার খামার পরিদর্শন গাইবান্ধা

পর্যবেক্ষণঃ

- প্রকল্পের মাধ্যমে খামারিদের ভ্যাকসিন এবং কৃমিনাশক ঔষধ প্রদান করা হয়েছে।
- চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন হলে উপজেলা পশু হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা সেবা পেয়ে থাকেন।
- পরিদর্শনে ভেড়ার বড় ধরনের কোন খামার দেখা যায়নি।

হাঁসের খামার পরিদর্শন:

চিত্রঃ হাঁসের খামার পরিদর্শন বরিশাল

চিত্রঃ হাঁসের খামার পরিদর্শন নেত্রকোনা

পর্যবেক্ষণঃ

- হাঁসের খামারিদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, হাঁসের চিকিৎসা সেবা নিয়মিত পাচ্ছে।
- খামারিদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, এলইও, এলএফএ, হাঁসের খামার পরিদর্শনে তেমন আসেন না প্রয়োজনে যোগাযোগ করা হলে আসেন ।
- বড় ধরনের কোন হাঁসের খামার দেখা যায়নি।
- বিলে ও পুকুরে হাঁস পালন করে থাকেন।
- খামারিগণ হাঁসকে ভাত, কুড়া, চাউল ও খুদ ইত্যাদি খাবার দিয়ে থাকেন।

উপাদানের নামঃ ছাগলের খামার পরিদর্শন:

চিত্রঃ ছাগল পালন খামার পরিদর্শন, কিশরগঞ্জ, নীলফামারী।

চিত্রঃ ছাগল পালন খামার পরিদর্শন, যশোর।

পর্যবেক্ষণঃ

- খামারিদের সাথে কথা বলে জানা যায় যে ইউএলও,এলইও, এলএফএ খামার পরিদর্শন খুবই কম আসেন ।
- চিকিৎসা সেবার প্রয়োজন হলে উপজেলা পশু হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা সেবা পেয়ে থাকেন।
- দেশি ও ক্রস জাতের ছাগল লালন পালন করে থাকেন।

- ছাগলের খামার ব্যবস্থাপনা তেমন উন্নত নয়।
- ছাগলের খাবার দেওয়া হয় দেশি ঘাস, চাল, ভাত ইত্যাদি।

উপাদানের নামঃ মুরগির খামার পরিদর্শন:

চিত্রঃ মুরগির খামার পরিদর্শন, নীলফামারী।

চিত্রঃ মুরগির খামার পরিদর্শন, গাইবান্ধা।

পর্যবেক্ষণঃ

- খামারিরা দেশি মুরগি বাড়ির আঙ্গিনায় ও আশেপাশে খালি জায়গায় পালন করে থাকেন।
- পরিদর্শনে দেশি মুরগির বড় ধরনের কোন খামার দেখা যায়নি । রাতে খোয়ারে রাখা হয় দিনের বেলায় বাহিরে ছেড়ে দিয়ে পালন করে থাকেন।
- খামারিগণ দেশি মুরগি গুলোকে ভাত, কুড়া এবং চাউল ও খুদ ইত্যাদি খাবার দিয়ে থাকেন।

উপাদানের নামঃ কবুতরের খামার পরিদর্শন:

চিত্রঃ কবুতর খামার পরিদর্শন আমীন বাজার, সাভার

চিত্রঃ কবুতর খামার পরিদর্শন, ধামরাই, সাভার

পর্যবেক্ষণঃ

- পরিদর্শনে দেখা যায় যে, কবুতর খামারিদের বড় ধরনের কোন খামার নেই।
- কবুতর খামারিরা ঘরের বারান্দা, বাড়ির ছাদে ও খাঁচায় কবুতর পালন করে থাকেন।
- খামারিগণ কবুতরের জন্য চাউল, গম, সরিষা ও ধান ইত্যাদি খাবার হিসেবে দিয়ে থাকেন।

মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত ফলাফলঃ

উপজেলা পর্যায়ে ২৩৮টি ট্রেনিং হল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে। অডিটোরিয়াম সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে। ১৯২ টি ওয়েট মার্কেটের মধ্যে ৫টি ওয়েট মার্কেটের নির্মাণ কাজ চলমান, ৪০ টির টেন্ডারের কাজ সম্পন্ন। ২৫টির দরপত্র আহ্বান ,২০টি পুশু জবাইখানার মধ্যে ১৩টির কাজ চলমান ও ৭ টি টেন্ডারের কাজ সম্পন্ন। টেন্ডার মূল্যায়ন ১টি টেন্ডার লাইভ ৩টি,ডিজাইন সম্পন্ন ৪টি । মেট্রো পর্যায়ের ৩টির ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। PMU এর জন্য বিল্ডিং নির্মাণ (১১০০ sqm) সম্পন্ন। ল্যাবরেটরির বর্জ্য ডিস্পোসাল পিট (১৫ বর্গমিটার) নির্মাণ চলমান রয়েছে। জেলা পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজননের জন্য ভবন ৮টি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। OTI অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সংস্কার এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধা জোড়দার করার জন্য ১৮৮৯ (বর্গমিটার) ৬৫০ (বর্গমিটার) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩.১২ স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা

স্থানীয় পর্যায়ে মতবিনিময় কর্মশালা

বিগত ১২ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিঃ রোজ বুধবার প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের উপর স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সভাকক্ষ, মুন্সিগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্রঃ স্থানীয় পর্যায়ের মতবিনিময় কর্মশালা, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সভাকক্ষ, মুন্সিগঞ্জ

মতবিনিময় কর্মশালার কার্যবিবরণী, উপস্থিত সদস্যবৃন্দের মতামতসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো -

স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার কার্যবিবরণীঃ

বিগত ১২ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিঃ রোজ বুধবার প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের উপর স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় শুরু হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ কুমুদ রঞ্জন মিত্র, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মুন্সিগঞ্জ। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালী যুক্ত ছিলেন জনাব মু: শুকুর আলী, মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১। জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, পরিচালক (যুগ্মসচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং ২। জনাব মোঃ হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

উক্ত কর্মশালায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রাণিসম্পদ দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রকল্পের সুবিধাভোগী খামারিসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার শুরুতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এম আর কন্সালট্যান্টস্ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ জনাব মোঃ মকবুল হোসেন প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের উপর পরামর্শক সংস্থা কর্তৃক গৃহিত কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। অতপরঃ পরিবীক্ষণ টীমের টীম লিডার জনাব ডাঃ আইয়ুব আলী প্রকল্পের কার্যক্রম এবং প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত ফাইন্ডিংসসমূহ উত্থাপন করেন। আইএমইডি'র পরিচালক জনাব মোঃ হেলাল খান নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি সম্পর্কে বিস্তারিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অতঃপর আইএমইডি'র পরিচালক জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক অবস্থা এবং সমস্যাদির উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। পরবর্তীতে সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে কর্মশালায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত ফাইন্ডিংস এর উপর মতামত ও উন্মুক্ত প্রশ্ন আহ্বান করা হয় এবং উক্ত কর্মশালা থেকে মতামতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো-

স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা থেকে মতামতের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহঃ

আলোচনায় জানা যায় প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রায় সকল উত্তরদাতা অবহিত রয়েছেন। জরিপকৃত খামারিদের মধ্যে বেশিরভাগ খামারি কৃষি কাজে জড়িত। অন্যান্যদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসা পরিচালনা করে আয় করে থাকেন। জরিপকৃত খামারিদের মধ্যে প্রায় সকলেই প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন। পিজি সদস্যভূক্ত সকল খামারি (১০০.০%) প্রকল্পের আওতায় এক বা একাধিক বার বা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশির ভাগ খামারি ২ বার প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং সকলেই প্রশিক্ষণ কালীন ভাতা পেয়েছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে খামার পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আলোচনায় জানা যায় যে, খামারিদের মধ্যে বেশিরভাগ খামারি পশুর স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য প্রকল্প থেকে হেলথ কার্ড পেয়েছেন। খামারিদের মধ্যে অধিকাংশই প্রকল্প থেকে কোন যন্ত্রপাতি পায়নি, মাত্র ৮.০-১০.০% খামারি প্রকল্প থেকে যন্ত্রপাতি পেয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন। যে সকল খামারি প্রকল্প থেকে যন্ত্রপাতি পেয়েছেন তারা শুধুমাত্র ক্রীম সেপারেটর মেশিন গ্রুপে পেয়েছেন, অন্য কোন যন্ত্রপাতি এখনোও প্রকল্প থেকে তাদের মধ্যে সরবরাহ করা হয়নি। সরবরাহকৃত বেশিরভাগ ক্রীম সেপারেটর মেশিন এখনোও তা ব্যবহার করেননি বলে মতামত প্রদান করেন কারণ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি এবং এসেম্বিং করা হয়নি।

আলোচনায় জানা যায় যে, অধিকাংশ খামারি তাদের গবাদিপশু পাখি ঘরে বা শেডে লালন পালন করে থাকেন, খুবই অল্প ঘরের বারান্দায় গবাদিপশু/ পাখি লালন পালন করেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন। পিজি সদস্যভূক্ত খামারিদের মধ্যে অধিকাংশ খামারি ঘর/ শেড নিয়মিত পরিষ্কার করেন।

উপস্থিত খামারিদের বেশি সংখ্যক (৮৪.৪%) খামারি গবাদিপশু/ পাখিকে ভুষি/কুড়া/খৈল দিয়ে থাকেন। জরিপকৃত খামারিদের প্রকল্প থেকে অল্প সংখ্যক গবাদিপশু/ পাখির জন্য দানাদার সুষম খাদ্য পেয়েছেন এবং বেশিরভাগ খামারি প্রকল্প থেকে কোন সুষম খাদ্য পায়নি বলে মতামত ব্যক্ত করেন। জানা যায় যে, বেশির ভাগ খামারি তাদের গবাদিপশু পাখিকে নলকুপের পানি সরবরাহ করে থাকেন।

আলোচনায় জানা যায় যে, খামারিদের মধ্যে অধিকাংশ খামারি গবাদিপশুকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রজনন কাজ সম্পন্ন করে থাকেন, এবং অল্প সংখ্যক খামারি উভয় পদ্ধতিতে গবাদিপশুর প্রজনন কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। সবচেয়ে বেশি খামারে খুরারোগ/ এফএমডি/ মুখের রোগে আক্রান্ত হয়েছে । এছাড়াও পেট ফাপা, খামারে ডায়রিয়া, খামারে চর্মরোগ, খামারে বাছুরের ডায়েরিয়া মেসটাইটিস/ ওলান ফোলা, এলএসডি, তড়কা/ এনথ্রক্স রোগে আক্রান্ত হয়েছে ।

প্রকল্প থেকে অধিকাংশ খামারি তাদের গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন এবং অল্প সংখ্যক খামারি প্রকল্প থেকে গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা পাননি বলে মতামত ব্যক্ত করেন। উপস্থিত খামারিদের বেশির ভাগ গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা বাবদ প্রকল্প থেকে কৃমিনাশক ঔষধ এবং ভ্যাকসিন পেয়েছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন। প্রকল্প থেকে বেশিরভাগ খামারি বিনামুল্যে স্বাস্থ্য সেবা পেয়েছেন। অবশিষ্ট খামারি প্রকল্প থেকে বিনামুল্যে কোন স্বাস্থ্যসেবা পাননি বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

অধিকাংশ খামারি খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যাপারে প্রকল্প থেকে কোন সহায়তা পায়নি বলে মতামত ব্যক্ত করেন। উপস্থিত খামারিদের মধ্যে অল্প সংখ্যক খামারি প্রকল্পের (EAP) থেকে কোভিড-১৯ সময় প্রণোদনা পেয়েছেন এবং অধিকাংশ খামারি প্রণোদনা পাননি বলে মতামত ব্যক্ত করেন ।

প্রকল্প থেকে খামারিদের প্রত্যাশা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- আর্থিকভাবে দুর্বল খামারিদের আর্থিক সহায়তা ও বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা
- চিকিৎসা সেবার পরিধি বাড়াতে হবে এবং নিয়মিত ভ্যাকসিন ও মেডিসিন সরবরাহ করতে হবে
- এলডিডিপি কর্মকর্তাদের ফিল্ড মনিটরিং এর প্রতি জোড় দিতে হবে এবং গবাদি পশু পাখির জরুরি/ তাৎক্ষনিক চিকিৎসা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে
- পিজি সদস্যদের উন্নত জাতের পশু পাখি সরবরাহ বা ক্রয়ে আর্থিক সহযোগিতা অথবা ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে
- রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাব মুক্ত থেকে পিজি সদস্যের মধ্যে উপকরণাদি বিতরণ করতে হবে

- পিজি সদস্যভূক্ত খামারির সকল পশু পাখি প্রকল্পের সুবিধার আওতায় আনতে হবে, ঘাস কাটার মেশিন ও দুধ দোয়ানোর মেশিন সরবরাহ করতে হবে
- খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা বা উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে
- পশু পাখির খাদ্যের দাম কমানোর ব্যবস্থা করা, পশুপাখির পর্যাপ্ত দানাদার খাদ্য প্রকল্প থেকে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করতে হবে
- খামারিদের জন্য বীমার ব্যবস্থা করা এবং বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা দরকার।

জেলা এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ভেটেরিনারি সার্জন, এলইও এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের মতামত নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- প্রকল্প থেকে মোট কত পিজি কোন উপজেলা থেকে নিবে এব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়নি ফলে প্রস্তাবিত সকল পিজি প্রকল্প অফিস থেকে অনুমোদন না পাওয়াতে মাঠ পর্যায়ে সমস্যা হচ্ছে। পিজি স্থায়িত্ব/ এস্টাব্লিস্ট সবগুলো হয়নি সদস্য ড্রপ আউটের কারণে।
- উপজেলা পর্যায়ে সাইলেজ ব্যবস্থাপনা দরকার, খামার পর্যায়ে অধিক পরিমাণে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা দরকার।
- খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করণে সহযোগিতা দরকার, কোম্পানি গুলোর সাথে সমন্বয় করে পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ ও ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা জরুরি।
- প্রকল্প থেকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে যে সকল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে তার বেশিরভাগই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে কারণ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি এবং এসেম্বিং করা হয়নি।
- উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস হতে কোন কোন পিজি অনেক দুরত্বে (প্রায় ১৫-২০ কিঃমিঃ) হওয়ায় এবং যাতায়াত ব্যবস্থা তেমন উন্নত না হওয়াতে সেখানে গিয়ে খামারিদের ট্রেনিং দেওয়া সময় সাপেক্ষ হওয়াতে ট্রেনিং এ প্রয়োজনীয় পরিমাণে সময় দেওয়া সম্ভব হয়না। তাই উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে খামারিদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হলে প্রয়োজনীয় পরিমাণে সময় দেওয়ার পাশাপাশি অফিসের অন্যান্য কাজ ও আগত রোগীদের সেবা প্রদান সহজ হবে।
- উপজেলা পর্যায়ে মিনি ডায়াগনস্টিক ল্যাব দ্রুত স্থাপন সম্পন্ন করা দরকার।

৩.১৩ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি)

প্রকল্পের পিজি সদস্য এবং অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে এফজিডি

চিত্রঃ প্রকল্পের পিজি সদস্য এবং অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে এফজিডি

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মোট ১২ টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি) ১২টি উপজেলায় আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় গড়ে ৮-১৫ জন অংশগ্রহণ করেন প্রকল্পের পিজি সদস্য এবং অন্যান্য সুবিধাভোগীগণ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা সভায় অংশগ্রহন করেন। অংশগ্রহণকারি খামারিদের দুই তৃতীয়াংশের বেশি ছিল তরুণ বা মধ্যবয়সী এবং শিক্ষিত এবং তারা প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর প্রযুক্তিগত পুস্তিকা বা লিফলেট পড়ে বুঝতে পারে এবং অন্যদের বুঝাতে সাহায্য করে। এছাড়া বেশিরভাগ গবাদিপশু খামার করে আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং তারা আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের চ্যালেঞ্জ নিতে পারে। প্রকল্প শুরুর পর অর্থাৎ ২০১৯ থেকে অদ্যাবধি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি আওতাধীন খামারির উৎপাদন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দুধ, মাংস ডিম উৎপাদনকারী খামারিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। নিম্নে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে অংশগ্রহণকারিদের মতামত তুলে ধরা হলো-

১. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) সম্পর্কে মতামতঃ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) প্রান্তিক পর্যায়ে খামারিদের নিয়ে কাজ করে থাকেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে খামার ব্যবস্থাপনা, গবাদি পশুপাখির জাত নির্ণয়, সুষম খাদ্য ,পশুর চিকিৎসা এবং পণ্য বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের দায়িত্বরত কর্মকর্তাগণ খামার পরিদর্শন করার মাধ্যমে রোগাক্রান্ত পশুর তাৎক্ষনিক সেবা প্রদান করে থাকেন। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প সরকার এবং বিশ্ব ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত একটি বৃহৎ প্রকল্প যা বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

২. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) বাস্তবায়নের ফলে আপনাদের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উৎপাদনে কোন প্রভাব পড়েছে কিনা এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে কিনা এ সম্পর্কে মতামতঃ

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উৎপাদনে প্রভাব অপরিসীম, খামার ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে পণ্য বাজারজাতকরণ পর্যন্ত পরামর্শ প্রদান করে থাকে । এ থেকে খামারিগণ সঠিক ধারনা লাভ করে খামার পরিচালনায় দক্ষতা অর্জন করছে এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৩. প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল কিনা এবং পর্যাপ্ত ফ্যাসিলিটিজ এর ব্যবস্থা ছিল কিনা এ সম্পর্কে মতামতঃ

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়, সাধারণ কৃষকদের মতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাড়ালে তারা আরো বেশি দক্ষ হয়ে উঠবে এবং খামার পরিচালনায় অধিকতর সফল হবেন। খামারিদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে খামারিগণ যে সকল ফ্যাসিলিটিজ পেয়েছেন তা হলো- প্রশিক্ষণ ভাতা ,দুপুরের খাবার সহ প্রয়োজনীয় ফাইল,সঞ্চয়ের, রেজিস্টার, ফাইল, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার ক্লিপবোর্ড ইত্যাদি এছাড়াও প্রকল্পের পক্ষ থেকে চেয়ার টেবিল ও সামিয়ানার ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আরোও দীর্ঘমেয়াদি এবং ইস্যুভিত্তিক এবং ফ্যাসিলিটিজ আরোও বাড়ানোর ব্যাপারে মতামত গৃহিত হয়।

৪. প্রকল্পের মাধ্যমে লাইভস্টক এফএফএস প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মতামত এবং কতদিন পর পর খামারিদের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ঃ
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পে লাইভস্টক এফএফএস প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে, যেখানে খামার ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে, জাত নির্ণয়, রোগবালাই এর মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়, এবং সকল সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা হয় । খামার পরিচালনার স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যায়।

৫. সমিতির সদস্যদের (পিজি) নিয়মিত সঞ্চয় প্রদানে আগ্রহী কিনা, পরবর্তীতে সঞ্চয় এর টাকা ব্যবহারের পরিকল্পনা সম্পর্কে মতামতঃ

সমিতির সবাই নিয়মিত সঞ্চয় প্রদানে আগ্রহী, ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে তারা তাদের আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করে থাকেন। পরবর্তীতে সঞ্চয় এর টাকা ব্যবহার করে তাদের খামার বৃদ্ধিসহ অন্যান্য কাজে বিনিয়োগ করবে বলেও পরিকল্পনা করছেন ।

৬. এলডিডিপি প্রকল্প থেকে খামারিদের আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের ফলে কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে এ সম্পর্কে মতামতঃ

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) থেকে খামারিদের আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হলে খামার ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ হবে। ক্রীম সেপারেটর মেশিন ব্যবহারে দুধ থেকে ক্রীম আলাদা করে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে অধিক উপার্জন হচ্ছে।

৭. প্রকল্পের আওতায় গবাদিপশুর কী ধরনের স্বাস্থ্য সেবা/ ভ্যাকসিন নিশ্চিত করা হয়েছে? স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে ডাক্তার বা সেবা প্রদানকারি কর্মী নিয়মিত খামার পরিদর্শন এবং সেবা প্রদান করছেন কিনা? ভ্যাকসিন বা মেডিসিনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কিনা মতামতঃ

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ক্ষুরারোগের ভ্যাকসিন, কৃমিনাশক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকেন। ইউএলও/ ভেটেরিনারি সার্জন/ / এলএফএ / এলইও/ এলএসপি- দের মধ্যে সপ্তাহিক/পাক্ষিক/ মাসিক/ প্রয়োজনে যেকোন সময় খামার পরিদর্শন করে থাকেন এবং স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগ করলেও এদের কাউকে পাওয়া যায়নি বলেও অভিযোগ রয়েছে। চাহিদার তুলনায় ভ্যাকসিন বা মেডিসিনের ঘাটতি রয়েছে বলে মতামত গৃহিত হয় ।

৮. প্রকল্পের আওতায় খামারিদের পশু পরিচর্যা সংক্রান্ত বুকলেট/ নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয়েছে কিনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে খামারিদের খামার পরিচর্যা সহজ এবং টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা এ সম্পর্কে মতামতঃ

প্রকল্প থেকে পশুর পরিচর্যা সংক্রান্ত বুকলেট বা নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে খামারিদের খামার পরিচর্যা ও পরিচালনা করা সহজ হয়েছে। উন্নত খামার ব্যবস্থাপনার জন্য গবাদি পশুপাখির রোগ ব্যাধি আক্রান্তের হার কমে আসছে। টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পদক্ষেপ আরোও জোড়ালো করা দরকার।

৯. সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান গবাদিপশু গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রকল্পের ভূমিকা সম্পর্কে মতামতঃ

প্রকল্প থেকে খামার ব্যবস্থাপনা, গবাদিপশু পরিচর্যা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, চিকিৎসা সেবা প্রদান, ভ্যাকসিন ও কৃমিনাশক প্রদানের ফলে গবাদিপশু রোগব্যাধিতে আক্রান্ত কম হচ্ছে এবং গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মতামত গৃহিত হয়। পিজি সদস্য হওয়ার পূর্বে খামারিদের পশু হাসপাতালের সাথে যোগাযোগ কম ছিল এবং গবাদিপশুর অসুস্থ হলে বেশিরভাগ খামারিরা পশু হাসপাতালে বা ডাক্তারের কাছে যেত না। পিজিতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার ফলে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পশু-পাখির চিকিৎসা পাচ্ছেন বলে মতামত প্রদান করেন। সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবান গবাদিপশু লালন পালনে এই প্রকল্পের ভূমিকা রয়েছে বলে উপস্থিত সকলে মনে করেন।

১০. এই প্রকল্পের ফলে আর্থিক সক্ষমতা ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রকল্প থেকে কী কী উপকরণাদি পেয়েছেন এ সম্পর্কে মতামতঃ

আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষে পিজি সদস্যদের মাঝে সঞ্চয় কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। টেকসই পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, যেমন, খামার ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা পরিকল্পনা, খামার পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও জলবায়ু সহনশীল বাসস্থান নির্মাণ ইত্যাদি। প্রকল্প থেকে অনেকে ক্রীম সেপারেটর মেশিন পেয়েছেন যা দিয়ে দুধ থেকে ক্রীম আলাদা করতে প্রক্রিয়াজাতকরণ করে খামারিগণ অধিক লাভবান হচ্ছেন ।

১১. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) প্রকল্পের সবলদিক ও দুর্বলদিক সম্পর্কে আপনার মতামতঃ

প্রকল্পের সবল দিক

- খামারিদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়।
- প্রকল্প থেকে ভ্যাকসিন ও কৃমিনাশক ঔষধ দেওয়া হয়, চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়।
- প্রকল্প থেকে খামার পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়; প্রকল্প থেকে উপকরণাদি সরবরাহ করা হয়।
- সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে; স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য শক্তিশালী নেটওয়ার্ক তৈরি করা হচ্ছে, ইত্যাদি।

প্রকল্পের দুর্বল দিকঃ

- প্রয়োজনের তুলনায় প্রশিক্ষণ কম এবং প্রশিক্ষণকালীন পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না থাকা।
- ভ্যাকসিন ও মেডিসিন সরবরাহের স্বল্পতা।
- উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা নাই।
- উৎপাদিত পণ্য বিক্রিতে প্রকল্পের সহযোগিতা না থাকায় খামারিগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
- দুর্বল খামারিদের আর্থিক সহায়তা ও বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকা ।
- খামারিদের প্রকল্প থেকে উন্নত জাতের পশু পাখি সরবরাহ না করা বা ক্রয়ে আর্থিক সহযোগিতা অথবা ঋণের ব্যবস্থা না করা
- আধুনিক যন্ত্রপাতি না দেওয়া খাবার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে নাই।
- আর্থিকভাবে কোন সহযোগিতা নাই ।
- প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা না করা ।
- পিজি সদস্যভূক্ত খামারির সকল পশু পাখি প্রকল্পের সুবিধার আওতায় না নেয়া ।

প্রকল্প থেকে প্রত্যাশাঃ নিয়মিত খামার পরিদর্শন এবং পশু পাখির জরুরি চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ; দুধের গাভীর চিকিৎসা রোগ প্রতিরোধ বা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে জোড় দেওয়া, একটি গাভী অসুস্থ হলে একদিকে যেমন তার চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যায় অন্যদিকে তার উৎপাদন ক্ষমতাও কমে যায়। ফলে খামারে লাভ কমে লোকসানের আশংকা বৃদ্ধি পায়। দেশি মুরগি পালনে উন্নত ব্যবস্থাপনা কৌশল বিশেষ করে খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং ব্রুড (উমের মুরগি) ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি। খামারিদের উন্নত জাতের পশু পাখি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ভ্যালু চেইনের নির্দিষ্ট জায়গায় সহযোগিতা ও উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

৩.১৪ নিবিড় আলোচনা (কেআইআই)

প্রকল্প পরিচালক, চীফ টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর, সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য প্রকল্প কর্মকর্তা, প্রকল্প পরামর্শক এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড় আলোচনা (KII)

চিত্রঃ প্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে কেআইআই

১. এই প্রকল্পে কর্তব্য/ ভূমিকা সম্পর্কে মতামতঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নে কর্মসূচী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবেক্ষণে সহায়তা কর। অর্থ বরাদ্দ, অথারাইজেশন জারি, অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ, ব্যয়খাত সমন্বয়, বরাদ্দ সমন্বয় ইত্যাদি কাজে সহায়তা করা। বিশ্বব্যাংক পরিচালিত মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশনে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা এবং বিশ্বব্যাংক পরিচালিত মিশনসমূহের এগ্রিড একশন প্লান বাস্তবায়নে সহায়তা করা। প্রকল্পের অধিনে বিভিন্ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগে টিওআর তৈরীতে সহায়তা করা। স্কুল মিল্ক কার্যক্রম পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, ও পরিবীক্ষণে সহায়তা করা। পিআইসি ও পিএসসি সভার কার্যপত্র ও কার্য বিবরণী তৈরীতে সহায়তা করা। প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করা। মাঠ পর্যায়ের কর্মকতাদের প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ মনিটরিং করা ইত্যাদি।

২. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে বা হচ্ছে কিনা? হলে কিরুপ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে? প্রকল্প ডিজাইনে/ পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি ছিল কিনা এ ব্যাপারে মতামতঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা হলো:

- প্রকল্প পরিচালক এবং উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে বিলম্ব হয়েছে। ফলে প্রকল্পের অন্যান্য জনবল নিয়োগ ও ক্রয় কার্যক্রম আরম্ভে বিলম্ব হয়।
- কোভিড-১৯ জনিত কারণে প্রকল্পের স্বাভাবিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, ফলে কার্যক্রম আরম্ভ প্রায় ২ বছর বিলম্বিত হয়েছে।
- কোভিড-১৯ কালীন বিভিন্ন পদ্ধতিগত কারণে আন্তর্জাতিক ফার্ম/ প্রতিষ্ঠান (এফএও, এগ্রিবিজনেস ফার্ম, ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম) নিয়োগে বিলম্ব হয়। ফলে এ সকল ফার্মের উপর নির্ভরশীল কার্যক্রম বিলম্বিত হয়েছে/ হচ্ছে যেমন: এফএও উপর নির্ভরশীল ৫৫০০ পিজি গঠন, মবিলাইজেশন এবং বেইজলাইন তৈরী; এগ্রিবিজনেস ফার্মের উপর নির্ভরশীল ভ্যালুচেইন ভিত্তিক ব্যবসা কার্যক্রম ও উদ্যোক্তা তৈরীতে সহায়তার জন্য ম্যাচিং গ্রান্ট প্রদান; ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্মের উপর নির্ভরশীল আধুনিক জবাইখানার কাজ ইত্যাদি।
- জবাইখানা নির্মানের জন্য সিটি কর্পোরেশনের জমি প্রাপ্তি, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের অনাপত্তি প্রাপ্তি এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় মেট্রো ও জেলা পর্যায়ে আধুনিক জবাইখানা নির্মাণ কার্যক্রম বিলম্বিত হচ্ছে;
- কোভিড- ১৯ জনিতকারণে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক স্কুল নির্বাচন বিলম্বিত হয়, ফলে প্রকল্পের অধীনে স্কুল মিল্ক কার্যক্রম শুরু করতে বিলম্ব হয় ।
- অনেক ক্ষেত্রে পুন:দরপত্র আহবানে সময়ক্ষেপণ এবং কোন কোন আইটেমের প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা অধিক বাজার মূল্য ।
- প্রকল্পের কার্যক্রমের পরিধি অনেক বেশি এবং অন্য মন্ত্রণালয়ের/ অধিদপ্তরের উপর নির্ভরশীল কার্যক্রম বিশেষ করে জবাইখানা নির্মাণ কাজ প্রকল্প ডিজাইনে/ পরিকল্পনায় ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়।

৩. প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অন্য কোন সংস্থা থেকে প্রশিক্ষক/ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয় কিনা? এই প্রকল্পের আওতায় PG সদস্যদের কত দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রশিক্ষণকালীন কী কী সুবিধা প্রদান করা হয় এ সম্পর্কে মতামতঃ

- প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অন্য কোন সংস্থা থেকে প্রশিক্ষক/ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। যেমন –বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়/ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়/ বার্ড, কুমিল্লা/ আরডিএ, বগুড়া/ বাপার্ড, কোটালীপাড়া/ ঠেংগামারা, বগুড়া/ যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি।
- পিজি সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে (গবাদিপশুর কৃমি দমন, হাঁস-মুরগির রোগ দমন, ওলান ফোলা, প্রজনন ও বিপাকীয় রোগ ব্যবস্থাপনা) ১দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- পিজি সদস্যদের ফার্মার্স ফিল্ড স্কুলের মাধ্যমে নিধারিত কারিকুলাম অনুযায়ী প্রতি মাসে ১দিনের (২-৩টি অধিবেশন) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জানুয়ারী,২৩ থেকে চলমান রয়েছে।
- এছাড়া পিজি সদস্যদের ব্যবসা পরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ে ২দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ।
- প্রশিক্ষণকালীন প্রদত্ত সুবিধাদি হচ্ছে: - প্রশিক্ষণ উপকরণ (সাইন বোর্ড, ব্যানার, আইডি কার্ড, হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, খাতা, কলম, পেপার, ফোল্ডার, হ্যান্ডবুক/ম্যানুয়াল, বুকলেট, লিফলেট) সরবরাহ, প্রশিক্ষণভাতা, খাবার (নাস্তা, লাঞ্চ), যাতায়াত ভাতা।

৪. প্রকল্পের আওতায় খামারিদের কী ধরনের এবং কতটুকু পরিমাণে পশুখাদ্য/ পোল্ট্রি খাদ্য সরবরাহ করা হয়? মোট কতবার সরবরাহ করা হয় বা হবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত মতামত দিন।

১৮ হাজার ডেইরি খামারিকে ৫০ কেজি করে সুষম খাবার বিতরণ করা হয়েছে। ৮২৫০ জন পোল্ট্রি খামারিকে ৭৫০ টন সুষম পোল্ট্রি খাদ্য খাবার বিতরণ করা হবে। মোট একবার করে সরবরাহ করা হয় ।

৫. প্রকল্পের আওতায় গবাদিপশু পাখির খাদ্য, ভ্যাকসিন, মেডিসিন ইত্যাদি বিতরণসহ সকল কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে কিভাবে মনিটরিং/ নিশ্চিত করা হয়? মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পের জনবলের দায়িত্ব পালনের বিষয় কিভাবে মনিটরিং/ নিশ্চিত করা হয়?

পশু খাদ্য, ভ্যাকসিন ও মেডিসিন ইত্যাদি বিতরণ করার লক্ষে কর্মপরিকল্পনাসহ একটি গাইড লাইন মাঠ পর্যায়ের অফিসে প্রেরণ করা হয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সার্বিক তত্বাবধানে প্রকল্পের স্থানীয় জনবলের মাধ্যমে (এলএসপি, এলএফএ ও এলইও) ক্যাম্পেইন ও খামারির বাড়ী/ খামারে উপস্থিত হয়ে বিতরণ নিশ্চিত করা হয় এবং বিতরণ কার্যক্রম ও খামারির বিস্তারিত তথ্য কোবো টুলবক্সের মাধ্যমে ধারন করে সরাসরি পিএমইউ তে পেরণ করা হয় । এ ছাড়া উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা বিতরণ কার্যক্রমে কোন কোন ক্ষেত্রে উপস্থিত থেকে মনিটরিং করেন। বিতরণের হিসাবসহ তথ্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার মাধ্যমে পিএমইউ-তে প্রেরিত হয়। পিএমইউ থেকে এনিমেল হেলথ এক্সপার্ট বিতরণ কার্যক্রম সার্বিকভাবে মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন ।

৬. নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন এবং মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নতকরণে প্রকল্পের আওতায় কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে? এ ব্যাপারে বিস্তারিত মতামত দিন।

নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন এবং মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নতকরণে প্রকল্পের গৃহিত পদক্ষেপসমূহ হচ্ছে:

- এন্টিবায়োটিক এর যথেচ্ছ ব্যবহার রোধে এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিসট্রেন্স নজরদারি ঝুঁকি প্রশমন কর্মসূচি তৈরি করা হচ্ছে।
- প্রাণিজ উৎসের খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রন নজরদারি কর্মসূচী প্রবর্তন ও জোড়দার করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রাণিজ উৎসের খাদ্যের বেজলাইন, পরিদর্শন পদ্ধতি ও স্ট্যান্ডার্ড প্রবর্তন করার জন্য গাইড লাইনসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে ।
- প্রাণিজ উৎসের খাদ্যের সার্বিক মান নিয়ন্ত্রনের জন্য খামার ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন ব্যবস্থা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবহন এবং বাজারজাতকরণ প্রতিটি স্তরে জৈব ও রাসায়নিক ঝুঁকি সনাক্ত ও দূরীকরনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।
- নিরাপদ মাংস উৎপাদন ও বিপণনের জন্য আধুনিক কসাইখানা এবং মাংসের কাচা বাজার উন্নয়ন করা হচ্ছে।
- নিরাপদ দুধ দোহন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে আধুনিক দুগ্ধ দোহন মেশিন ও মিল্কিং ক্যান সরবরাহ এবং চিলিং প্লান্ট, ভিলেজ মিল্ক কালেকশন কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন করা হচ্ছে।
- মাংস প্রক্রিয়াকারী (কসাই) এবং মাংস পরিদর্শনকারী (প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা) দের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

৭. অনাকাঙ্ক্ষিত/ দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে এই প্রকল্পের কী ধরনের সংস্থান বা সক্ষমতা রয়েছে?

- প্রকল্পে 'কনটিনজেন্সি ইমারজেন্সি রেসপন্স' নামে একটি কম্পোনেন্ট "কম্পোনেন্ট সি"এর আওতায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে । প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে কোন প্রকার অনাকাঙ্ক্ষিত/ দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলায় এই কম্পোনেন্টের আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ/ সংস্থান রয়েছে।

৮. প্রাণিজাতপণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে মার্কেট লিংকেজ ও ভেলু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রকল্প কর্তৃক কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? এ ব্যাপারে আপনার মতামত দিন।

প্রকল্প কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থাসমূহ নিম্নরূপ:

- প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের পশ্চাৎমুখী লিংকেজ (যথা রাফেজবেইলিং, বাজারভিত্তিক ফিড ও ফডার উৎপাদন, স্মল স্কেল ফিড মিল, টোটাল মিক্সড রেশন, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ম্যানিউর এন্টারপ্রেনিয়র) তৈরির জন্য ম্যাচিং গ্রান্টের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরির কার্যক্রম.
- প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের অগ্রবর্তী লিংকেজ (যথা: ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার, ডেইরি হাব দুগ্ধজাতপণ্য বহুমুখীকরণ ও দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি কার্যক্রমে ম্যাচিং গ্রান্টের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি কার্যক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৯. প্রকল্পের Procurement কার্যক্রমে কোন সমস্যা/ জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল/ হচ্ছে কিনা? কোন প্যাকেজ বিভাজন করতে হয়েছে কিনা? এ ব্যাপারে মতামত দিন।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক না থাকায় প্রকল্পের দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি হয়নি এবং একই সাথে প্রকিউরমেন্ট এক্সপার্টসহ অন্যান্য এক্সপার্ট/ ফার্মের নিয়োগ সময়মত সম্পন্ন করতে না পারায় শুধুমাত্র প্রকল্প অফিসের কিছু মালামাল বা সরঞ্জাম ক্রয় ব্যতীত অন্য কোন ক্রয় সম্ভবপর হয়নি। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রকল্পের গতি মন্থর হয়ে পড়ে ফলে ক্রয় কার্যক্রম অনেকটাই স্থবির হয়ে যায়। পরবর্তীতে ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম নিয়োগে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা অফিস কর্তৃক ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক কার্য প্যাকেজের টেন্ডার শুরু করা হয়। এতে কার্য প্যাকেজ সমূহের টেন্ডারিং প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। অপর দিকে বিভিন্ন পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে একজন ঠিকাদার/ সরবরাহকারী কর্তৃক একটি প্যাকেজের আওতায় সকল পণ্য সরবরাহের সক্ষমতা না থাকায় অথবা একই সাথে একটি প্যাকেজের সকল পণ্য একত্রে সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকায় কিছু প্যাকেজকে বিভক্ত করে আলাদা আলাদা দরপত্র আহ্বান করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিভাজনকৃত প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য হ্রাস পেলেও ক্রয় পদ্ধতি ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কোন পরিবর্তন হয়নি এবং তবে কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশে বর্ণিত প্রাক্কলিত মূল্যসীমা অনুযায়ী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

১০. প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের আওতায় নিয়োগকৃত সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান/ ঠিকাদার/ সরবরাহকারিগণ যথাসময়ে তাদের আউটপুট/ নির্মাণ কাজ/ ডেলিভারি/ মালামাল প্রদানে সক্ষম হচ্ছেন কিনা? কোন দুর্বলতা থাকলে সে বিষয়ে মতামত দিন।

- প্রযোজ্য নয় ।

১১. প্রকল্পের (EAP) আওতায় কোভিড-১৯ এর সময় প্রণোদনার জন্য প্রকৃত খামারি নির্বাচনের শর্তসমূহ সম্পর্কে বলুন? প্রণোদনার অর্থ সঠিক খাতে ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ব্যাপারে প্রকল্প কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ সম্পর্কে বর্ণনা করুন?

- **ডেইরি ফার্মাস নির্বাচন পদ্ধতি** -নিম্নোক্ত ৩ টি ক্যাটাগরিতে খামারি নির্বাচন করা হয়:
  - ক্যাটাগরি ১: খামারির ২-৫ টি গাভী থাকতে হবে এবং অন্তত: ২ টি গাভী দুগ্ধবতী হতে হবে।
  - ক্যাটাগরি ২: ৬-৯ টি গাভী থাকতে হবে এবং অন্তত: ৩টি গাভী দুগ্ধবতী হতে হবে।
  - ক্যাটাগরি ৩: ১০-২০ টি গাভী থাকতে হবে এবং অন্তত: ৪ টি গাভী দুগ্ধবতী হতে হবে।
- **পোল্টি ফার্মাস নির্বাচন পদ্ধতি**- নিম্নোক্ত ৩ টি ক্যাটাগরিতে খামারি নির্বাচন করা হয়:
  - সোনালী ক্যাটাগরি ১: খামারির ১০০-৫০০ টি মুরগি থাকতে হবে।
  - সোনালী ক্যাটাগরি ২: ৫০১-১০০০ মুরগি থাকতে হবে।
  - সোনালী ক্যাটাগরি ৩: ১০০১ থেকে উর্ধে।
  - বয়লার ক্যাটাগরি ১: ৫০০-১০০০ টি মুখামী
  - বয়লার ক্যাটাগরি ২ : ১০০১-২০০০ টি মুখামী
  - বয়লার ক্যাটাগরি ৩: ২০০১ উর্ধে
  - লেয়ার ক্যাটাগরি ১: ২০০-৫০০ লেয়ার
  - লেয়ার ক্যাটাগরি ২: ৫০১-১০০০
  - লেয়ার ক্যাটাগরি ৩: ১০০১ থেকে উর্ধে
  - হাঁস ক্যাটাগরি ১ : ১০০ থেকে ৩০০
  - হাঁস ক্যাটাগরি ২ : ৩০১ থেকে ৫০০
  - হাঁস ক্যাটাগরি ৩ : ৫০১ থেকে উর্ধে

এ ছাড়া প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রেজিষ্ট্রারভূক্ত খামারি ও নারী খামারি অগ্রাধিকার।

প্রণোদনার অর্থ সঠিক খাতে ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ব্যাপারে প্রকল্প কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপ:

- **উপজেলা পর্যায়ে সুবিধাভোগী নির্বাচন এবং বাস্তবায়ন কমিটি গঠন** :
  - উপজেলা নির্বাহী অফিসার- সভাপতি, ভেটেরিনারি সার্জন/ লাইভস্টক এক্সটেনশন অফিসার, উপজেলা ডেইরি ও পোল্ট্রি ফার্মাস এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা-সদস্য সচিব।

- এই কমিটির উপরোক্ত নির্বাচন পদ্ধতির ভিত্তিতে উপজেলা পর্যায়ে খামারি নির্বাচন করে তালিকা প্রস্তুত করে। উক্ত তালিকা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করে। কেন্দ্রীয় কমিটির গঠন নিম্নরূপ :

- **কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিতরন এবং সমন্বয় কমিটির গঠন:**
  - মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর - সভাপতি, পরিচালক প্রশাসন, পরিচালক সম্প্রসারণ, সহকারী পরিচালক ফার্ম, এলডিডিপি প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং সিটিসি- সদস্য । এই কমিটি উপজেলা কমিটির কাছ থেকে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর তালিকা পর্যালোচনা ও যাচাইপূর্বক চূড়ান্ত করে ।
  - কমিটি কর্তৃক সুবিধাভোগীর তালিকা চূড়ান্ত করার পূর্বে প্রতিটি সুবিধাভোগীর এনআইডি নম্বর, সেলফোন নম্বর, ব্যক্তিগত বিকাশ নম্বর এবং ব্যাংক একাউন্ট নম্বর যাচাই করা হয়। জেমস- কবো টুলবক্স ব্যবহারের মাধ্যমে সুবিধাভোগীর তথ্য স্পটে যাচাই করা হয় ।
  - ইমারজেন্সি একশন প্লান/প্রণোদনা অর্থ মনিটরিং এর জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন গাইড লাইন প্রস্তুত করা হয় । এই গাইড লাইন এর আলোকে পিএমইউ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণোদনা বিতরন কার্যক্রম যুগপৎ ভাবে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও মনিটরিং করা হয় । এ ছাড়া মাসিক, ত্রৈমাসিক, সানমাসিক প্রতিবেদন বিশ্বব্যাংকে প্রেরন করা হয়।
  - এ ছাড়াও মহাপরিচালক প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর নেতৃত্বে মাসিক পিআইসি সভায় এবং সচিব মৎস্য প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে পিএসসি এর সভায় ইএপি /প্রণোদনা বিতরন কার্যক্রম মনিটরিং করা হয় ।
  - ইএপি /প্রণোদনা বাস্তবায়ন শেষে পিএমউ কর্তৃক সেটিসফেকশন সার্ভে পরিচালনা করা হয় এবং ফাপাড কর্তৃক অডিট এবং বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পিসিআর সম্পন্ন করা হয় ।
  - প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের প্রকল্প পরিচালক এবং সিটিসি সকল কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা ও তত্ত্বাবধান করে প্রণোদনার অর্থ সঠিক ভাবে ব্যয় করার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

১২. প্রকল্পের অডিট নিয়মিত হয়েছে/ হচ্ছে কিনা? কোন সংস্থা কর্তৃক অডিট করা হয়েছে, কোন অডিট আপত্তি/ অবজারভেশন আছে কিনা? থাকলে তা নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা বিস্তারিত বলুন।

প্রকল্পের Foreign Aided Projects Audit Directorate (FAPAD) কর্তৃক প্রতি বছর প্রকল্পের অডিট সম্পাদিত হচ্ছে। বিগত ৪টি অর্থ বছর অর্থাৎ ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সর্বমোট ২৮টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় যার বেশিরভাগ আপত্তি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। উত্থাপিত ২৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ২টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি হয়েছে এবং বাকি ২৬টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক ইতিমধ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

১৩. প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ার মূল কারণ কী? অবশিষ্ট সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে কিনা ? না হলে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন।

প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ার মূল কারণ:

- কোভিড-১৯ জনিতকারণে করোনাকালীন প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ যথাসময়ে আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি ।
- করোনাকালে স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে মাঠ পর্যায়ে চলাচলে সীমাবদ্ধতা থাকায় পিজি গঠন ও মবিলাইজেশন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি ।
- করোনাজনিত কারণে প্রকল্পের অধীনে কতিপয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যথা এফএও, ইউনিডো, আন্তর্জাতিক ডিজাইন এবং সুপারভিশন ফার্ম, এগ্রি বিজনেস ফার্ম যথাসময়ে নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হয়নি ।
- অবশিষ্ট সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে না। বিশ্বব্যাংক পরিচালিত মধ্যবর্তী মূল্যায়ন মিশন উপরোক্ত কারণ সমূহ যথার্থ বিবেচনাপূর্বক প্রকল্পের মেয়াদ প্রায় ২২ মাস বৃদ্ধির সুপারিশ করেছে।
- মধ্যবর্তী মূল্যায়ন মিশনের সুপারিশ এবং প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব (আরডিপিপি) প্রণয়নপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে ।

১৩. প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বল দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন।

প্রকল্পের সবল দিক:

- প্রকল্পের নিয়োগকৃত মাঠ পর্যায়ে ৪২০০ এলএসপি (ইউনিয়ন পর্যায়ে), উপজেলা পর্যায়ে ৯৩০ এলএফএ, ৪৬৫ জন এলইও এবং ৩৬০ জন মোবাইল ভেটেরিনারী ক্লিনিকের ড্রাইভার, সর্বমোট ৬০১৭ জন জনবল কর্মরত রয়েছেন । এ ছাড়া পিএমইউ এর পক্ষে ২০ জন মনিটরিং অফিসার, ২৬ জন পরামর্শক, ২৬ জন সাপোর্ট স্টাফ কর্মরত রয়েছেন । একজন প্রকল্প পরিবচালক (যুগ্ম সচিব), একজন সিটিসি, ৫ জন উপপ্রকল্প পরিচালক প্রকল্প বাস্তবায়নে নেতৃত্ব প্রদান করছেন । প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিভাগীয়,

জেলা ও উপজেলার পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ সরাসরি এই প্রকল্প বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধন ও পরিবীক্ষণ এ নিয়োজিত আছেন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এবং প্রকল্পের জনবল প্রকল্প বাস্তবায়নে সবলদিক হিসেবে কাজ করছে ।

- এই সকল জনগোষ্ঠী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের কলা - কৌশল সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করেছে যা এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

প্রকল্পের দুর্বল দিক:

- কোভিড- ১৯ এর প্রভাব।
- প্রকল্পের পরিধি অনেক বিস্তৃত। অন্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা। যেমন- মেট্রো ও জেলা পর্যায়ে জবাইখানা নির্মাণে সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর ও আন্তর্জাতিক ডিজাইন ফার্মের উপর নির্ভরশীলতা। অনুরুপভাবে স্কুল মিল্ক কর্মসূচীও প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও দুগ্ধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল ।
- প্রকল্পের অনেক কার্যক্রমের ধারণা নতুন ধরনের হওয়ায় মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নে জড়তা।
- অন্যত্র চাকুরি গ্রহণের কারনে প্রকল্প জনবলের শূন্যতা পূরণ ও নতুন করে প্রশিক্ষিত করা।

প্রকল্পের সুযোগ :

- প্রকল্পটি প্রাণিসম্পদ সেক্টরের জন্য অনেক নতুন সুযোগের দাড় উন্মোচন করবে। যেমন: ম্যাচিং গ্রান্ট সহায়তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির অনেক সুযোগ সৃষ্টি করবে। মার্কেট লিংকেজ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনকারীর জন্য বাজারজাতকরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মানবসম্পদ তৈরিতে এবং গুরুত্বপূর্ন অবকাঠামো তৈরি করবে যা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রাণিসম্পদ খাতে সেবা প্রদানের নতুন সুযোগ তৈরি করবে।
- মোবাইল ক্লিনিক চালুর মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে ভেটেরিনারী ও সম্প্রসারণ সেবা খামারির দোড় গোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।
- উপজেলা পর্যায়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতাল ও ডায়গনিস্টিক ক্লিনিকে যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করার ফলে ল্যাবরেটরি সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
- ফুড সেফটি বিষয়ে বিভিন্ন নীতিমালা ও গাইডলাইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে খামারের উৎপাদন পর্যায় থেকে ভূক্তা পর্যায় পর্যন্ত খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে সুযোগ সৃষ্টি করবে।

প্রকল্পের ঝুঁকি:

- অন্য মন্ত্রণালয় / অধিদপ্তর/ সংস্থায় এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল কার্যক্রমসমূহ যথাসময়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন।
- কতিপয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিরবিচ্ছিন্নভাবে সহযোগিতা প্রাপ্তি।
- ম্যাচিং গ্রান্ট বাস্তবায়ন সঠিক সময়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ।
- আমদানী সংক্রান্ত জটিলতা ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি।
- কোন কোন প্যাকেজের পুনঃদরপত্র আহ্বান ।

জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ভেটেরিনারি সার্জন, লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার ও প্রশিক্ষক এর সাথে নিবিড় আলোচনা (KII)

চিত্রঃ জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ভেটেরিনারি সার্জন, লাইভস্টক সাভিস প্রোভাইডার, প্রশিক্ষক ও অন্যান্য প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা (KII)।

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ভেটেরিনারি সার্জন, লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার, প্রশিক্ষক এবং প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড় আলোচনার (KII) এর সারমর্ম নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। প্রকল্পের দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে মতামত ।

আলোচনায় জানা যায়, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ প্রকল্প অফিসের নির্দেশনাসমূহ উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন ও সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করে থাকেন। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ভেটেরিনারি সার্জন এর দায়িত্ব ও ভূমিকা হচ্ছে পিজি গঠনে সহায়তা করা এবং প্রতিটি পিজি গ্রুপকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পিজি সদস্যের খামার পরিদর্শন, গবাদিপশু পাখির চিকিৎসা সেবা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান। এলএফএ, এলএসপি এবং এলইও গণের কার্যক্রম মনিটরিং, ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম তদারকি ও কৃমিনাশক ঔষধ প্রদানে উৎসাহিত করা।

২। প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে প্রাণিসম্পদ লালন পালনের উপর যে ধরনের প্রভাব পড়েছে তা হলোঃ খামার ব্যবস্থাপনা, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, খামার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, গবাদি পশু পাখির পরিচর্যা, গবাদি পশু পাখির স্বাস্থ্য সুরক্ষা, জলবায়ু সহনশীল বাসস্থান নির্মাণ, সঞ্চয় জমা ও ব্যবসা পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি। এর ফলে খামারিদের গবাদি পশু পাখির উন্নত ব্যবস্থাপনার ফলে রোগ বালাই অনেক কম হচ্ছে এবং খামারিদের প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। খামারিরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে, এমনকি ছোট পরিসরের খামার থেকে বড় ও মাঝারি খামারিতে রূপান্তর হতে সক্ষমতা অর্জন করছে।

৩। এই প্রকল্পের আওতায় পিজি সদস্যদেরকে যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত কিনা, প্রশিক্ষণকালীন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে মতামতঃ

এই প্রকল্পের আওতায় পিজি সদস্যদেরকে যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় কম, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বৃদ্ধি করলে খামারিরা আরোও বেশি জ্ঞান লাভ করতে পারবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষক না থাকায় কর্মকর্তাগণ সকল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারেন না এবং প্রশিক্ষণ ভেন্যু দূরে থাকার কারণে যাতায়াতে সময় ক্ষেপন হয় ফলে প্রশিক্ষণে পর্যাপ্ত সময় দেয়া সম্ভব হয়না।

৪। প্রশিক্ষণের ফলাফল মাঠ যেভাবে ফলোআপ করা হচ্ছে এ ব্যাপারে মতামতঃ
প্রশিক্ষণের ফলাফল এলএসপি, এলএফএ, এলইও ,ভিএস , ইউএলও এবং ডিএলও, অন্যান্য ডিলএস কর্মকর্তাদের নিয়মিত পিজি এর কার্যক্রম পরিদর্শন ও রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে ফলোআপ করা হচ্ছে। পিজি সদস্যদের খামার পরিদর্শনকালে প্রশিক্ষণ পূর্ব খামারের ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী খামার ব্যবস্থাপনা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির অবস্থা মূল্যায়ন করা হয়। খামারিদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে মনিটরিং করা হয়। প্রতিটি পিজির জন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ গঠন করা হয়েছে।

৫।প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণের প্রাপ্ত জ্ঞান মাঠ পর্যায়ে কতটুকু কাজে লাগছে ,প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে কতটা ভূমিকা রাখছে এ ব্যাপারে মতামতঃ
প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে খামারিগণ তাদের খামারের উন্নত ব্যবস্থাপনা, গবাদি পশু পাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সঠিক চিকিৎসার ফলে গবাদি পশুপাখির মৃত্যুর হার এবং রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার কমেছে ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬। ইমারজেন্সি একশন প্লান (EAP)এর আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের প্রণোদনা প্রদানের ফলে কি কি সুবিধা হয়েছে/ খামারিগণ প্রণোদনার অর্থ সঠিক কাজে ব্যবহার করেছেন কিনা এবং বর্তমানে তারা পশু পাখি পালন করছে কিনা/ এ ব্যাপারে মতামতঃ

ইমারজেন্সি একশন প্লান (EAP) এর আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের প্রণোদনার অর্থ পশু পাখির খাদ্য ক্রয়, খামার সম্প্রসারণ কাজে, খামার ব্যবস্থাপনায় ব্যয় করে খামারের আয় বাড়াতে ভূমিকা রেখেছে। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের প্রণোদনা প্রদানের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত খামারিরা ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। প্রণোদনা পাওয়ার পরে ক্ষতিগ্রস্ত খামারিরা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয়েছে। খামারের প্রয়োজনে টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করেছে এবং বর্তমানে অধিকাংশ খামারি পশুপাখি লালন পালন করছে।

৭। প্রকল্প থেকে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক সরবরাহের ফলে সুবিধা ও অসুবিধা সমুহ এবং এর মাধ্যমে গবাদি পশু-পাখির যে ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় তা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত কিনা এ ব্যাপারে মতামতঃ

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের মাধ্যমে দ্রুত চিকিৎসা সেবা প্রদান, পশুর জরুরি ডেলিভারি ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন ধরনের ইনকেশিয়াস ও অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা, খামারিদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উপদেশ প্রদান ইত্যাদি। দূরবর্তী অঞ্চল এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের দোড়গোড়ায় (খামারিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে) মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে. গবাদিপশু পাখির মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হচ্ছে এবং যার ফলে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৮। প্রকল্পের আওতায় ম্যাচিং গ্রান্ট কার্যক্রম কি পদ্ধতিতে হচ্ছে এবং এর ফলে খামারিগণ উপকৃত হচ্ছে বা হবে কিনা এবং প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে বা রাখবে কিনা এ ব্যাপারে মতামতঃ
প্রকল্পের আওতায় যে সকল ম্যাচিং গ্রান্ট কার্যক্রম দেওয়া হচ্ছে তা অবশ্যই উৎপাদনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। তবে এখনোও পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ম্যাচিং গ্রান্ট কার্যক্রম শুরু হয়নি। পণ্য বাজারজাতকরণ একটি বড় সমস্যা, যা পণ্য বিক্রির কেন্দ্র, ডেইরি হাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব, খাবারের দাম বৃদ্ধি সমস্যা সমাধানে ম্যাচিং গ্ল্যান্ডের মাধ্যমে কিছুটা কমিয়ে আনা সম্ভব। নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে কসাইখানার সংস্কার প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

৯। প্রকল্পের আওতায় খামারিদের কোন পশু খাদ্য অথবা পোল্ট্রি খাদ্য সরবরাহ করা হয় কিনা হলে কি ধরনের খাদ্য এবং কতটুকু পরিমাণে দেওয়া হয় এ ব্যাপারে মতামতঃ

প্রকল্পের আওতায় কিছু খামারিকে ৫০ কেজি করে দানাদার পশু খাদ্য সরবরাহ করা হয়, কিন্তু তা সকল উপজেলায় সরবরাহ করা হয়নি।

১০। পিজি সদস্য কর্তৃক সঞ্চয় জমা এবং জমাকৃত সঞ্চয়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে করণীয় সম্পর্কে মতামতঃ

পিজি সদস্য কর্তৃক নিয়মিত সঞ্চয় জমা করছে, জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা অবশ্যই বিনিয়োগ করতে পারবে। সমিতির রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা বিনিয়োগ করতে পারবে। তাছাড়া প্রাণিজাত পণ্য তৈরিতে ও বাজারজাতকরণের প্রতি তারা আগ্রহী হবে। পাশাপাশি সমিতির মাধ্যমে পশু ক্রয় করে তা পালন করে লভ্যাংশ দিয়ে সমিতির মূলধন বৃদ্ধি করতে পারবে।

১১। খামারে উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণে প্রকল্প কর্তৃক গৃহিত কার্যাবলী সম্পর্কে মতামতঃ

খামারিদের উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রকল্প থেকে বিভিন্ন কার্যাবলী হাতে নেয়া হয়েছে। যেমন, মিল্ক সেলিং সেন্টার ও কসাইখানা নির্মাণ, রেফ্রিজারেটর ও সংরক্ষণাগার প্রস্তুত করা, মার্কেট লিংকেজ তৈরি, টার্গেটকৃত বাজারে পণ্য বিক্রয় করা ইত্যাদি। এ সকল কার্যাবলী এখনও বাস্তবায়ন করা হয়নি। খামারে উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কে এখনোও পর্যন্ত খামারিদের কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি।

১২। প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতামতঃ

করোনাকালীন সময়ে প্রকল্পের কার্যক্রম কিছুটা ব্যাহত হয়েছে; ট্রেনিং কার্যক্রম, কৃষক সমাবেশ সময়মত না হওয়া; প্রকল্পের আওতায় সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট ও সময়াবদ্ধ করে না দেয়া। প্রকল্পের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত তদারকির অভাব। ম্যাচিং গ্রান্টসহ অন্যান্য কার্যক্রমের ধীর গতির কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি কম।

১৩। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প এলডিডিপি প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক ও ঝুঁকি সম্পর্কে মতামতঃ

প্রকল্পের সবলদিক (Strength): প্রকল্পটি ৬১টি জেলার ৪৬৫ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে । প্রকল্প এলাকায় ৫৫০০ টি প্রোডিউসার গ্রুপ (পিজি) গঠন, ১,৯১,০০০ জন খামারি চিহ্নিতকরণ এবং তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান। ৪২০০ জন লাইভষ্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (এলএসপি) নিয়োগের মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। ৪৬৫ টি উপজেলায় একটি করে প্রদর্শনী খামার স্থাপন, গাভীর কৌলিক মান উন্নয়নের জন্য ৫০টি বিশুদ্ধ জাতের ডেইরি বকনা সংগ্রহ। ৪৬৫ টি উপজেলায় উন্নত জাতের ঘাস উৎপাদন নার্সারী স্থাপন। গোবর ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৪৮টি প্রদর্শনী কেন্দ্র স্থাপন ও বায়োগ্যাস উৎপাদনে ৪৬টি খামারে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ । উপকূলীয় অঞ্চলে গবাদিপশুর জন্য ২০টি স্থানে নিরাপদ পানির ব্যবস্থাকরণ। সুষম পশুখাদ্য তৈরীর লক্ষে ১০০ টি ছোট আকারের কারখানায় ফিড প্রসেসিং যন্ত্রপাতি স্থাপনে ম্যাচিং গ্র্যান্ট প্রদান । ৩৭০ জন পশু খাদ্য উৎপাদনে উদ্যোক্তাকে টোটাল মিক্সড রেশন (টিএমআর) যন্ত্রপাতি স্থাপনে সহায়তা প্রদান। ৪০০টি ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার স্থাপন। ম্যাচিং গ্র্যান্ট প্রদানের মাধ্যমে আঞ্চলিক পর্যায়ে ২০টি ডেইরি হাব প্রতিষ্ঠাকরণ। ফার্মাস ফিল্ড স্কুল(এফএফএস) স্থাপনসহ যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা আধুনিক ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে যার মাধ্যমে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাণিসম্পদের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ তৈরি হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় এ সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হলে প্রাণিসম্পদ হবে বিনিয়োগের একটি উত্তম ক্ষেত্র।

প্রকল্পের দুর্বল দিকঃ (Weakness): দুর্বল দিক হলো যেকোনো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে যথেষ্ট সময় নিয়ে থাকে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম কম বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা কর্মচারী ও মাঠ কর্মীদের জবাবদিহিতার অভাব। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় দীর্ঘদিন পরে থাকা।

প্রকল্পের ঝুঁকি হলোঃ প্রকল্পের মেয়াদকালীন সময়ে প্রকল্পের প্রস্তাবিত সকল কাজ সময়মতো করতে না পারলে তা লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সফল নাও হতে পারে। নিয়োগকৃত কর্মীগণ দল পরিচালনায় নেতৃত্বের অভাব লক্ষণীয়, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দীর্ঘসময় বন্ধ রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করা। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় দীর্ঘদিন পরে থাকলে অকেজো হওয়ার ঝুঁকি থাকা।

অন্যান্য বিষয়ে মতামতঃ প্রকল্পের ফেইজ আউট প্লান করা, ৫,৫০০ পিজিতে প্রায় দুই লাখ খামারিকে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যেতে সেবা সমূহ কন্টিনিউ করার ব্যবস্থা করা। প্রকল্পের পরামর্শকগণের নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন এর ব্যবস্থা করা।

জন প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে নিবিড় আলোচনা (KII)

চিত্রঃ জন প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে নিবিড় আলোচনা (KII)

জন প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মোট ২৫ নিবিড় আলোচনা (KII) করা হয়। সবগুলো নিবিড় আলোচনার (KII) পর্যালোচনা করে এর সারমর্ম নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। প্রাণিসম্পদ ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) সম্পর্কে মতামতঃ
বাংলাদেশের লাইভ স্টক সেক্টরের সর্ববৃহৎ প্রকল্প হচ্ছে এলডিডিপি যা খামারিদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমিষের চাহিদা পূরণসহ উদ্যোক্তা তৈরিতে কাজ করছে। এ প্রকল্প খামারিদের বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে অবদান রাখছে। এই প্রকল্পটি খামারির প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে ফলে খামারিগণ তাদের খামার পরিচালনায় প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে এবং তা প্রয়োগ করে খামারের উন্নয়ন করতে পাড়ছে। বিভিন্ন গ্রুপ তৈরি করে সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করায় খামারিদের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠছে। গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস মুরগির গ্রুপের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া সদস্যদের বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া ইত্যাদি।

২। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে এলাকায় কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে বলে আপনি মনে করেন?

প্রকল্প থেকে ভ্যাকসিন, কৃমিনাশকসহ অন্যান্য চিকিৎসা পরামর্শ/ সেবা প্রদান করার ফলে খামারিদের পশু পাখির রোগ নিয়ন্ত্রন করা সহজ হয়েছে এবং মৃত্যুর ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে। প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহনের ফলে খামারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে খামার পরিচালনা করে আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুরুষদের পাশাপাশি অনেক নারী উদ্যোক্তা ও খামার তৈরিতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ছোট ছোট খামারির সংখ্যা বেড়েছে ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩। প্রকল্পের ফলে উন্নয়নের প্রভাব পড়েছে কিনা, আর্থিক সক্ষমতা ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের ভূমিকা সম্পর্কেঃ

এই প্রকল্পের ফলে উন্নয়নের প্রভাব পড়েছে কিনা জানতে চাইলে উত্তরদাতাগণ বলেন উন্নয়নের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। জনগণ পশুপাখি লালন পালনে সচেতন হচ্ছে এবং খামার ব্যবস্থাপনায় ও কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খামারিদের আয় পুর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ফলে ব্যক্তি পর্যায়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে । এ প্রকল্পের মাধ্যমে খামারিরা টেকসই উন্নয়ণের দিকে যাচ্ছে যেমন একজন খামারি স্থায়ী ভাবে এই পেশায় কাজ করে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে।

৪। ডেইরি ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) কর্তৃপক্ষের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে স্থানীয় সাধারণ জনগণের কোন ধরনের যোগাযোগ কুশলাদি বিনিময় বা বিরূপ ঘটেছে কিনা এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন

এলডিডিপি ও স্থানীয় লোকজনের মধ্যে সুসম্পর্ক রয়েছে বলে জানা যায়। সরকারি প্রকল্প স্থানীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে প্রকল্প বাস্তবে রুপ নেবে আর এজন্য এলাকার জনগণের ভূমিকা অপরিহার্য। প্রকল্পের কর্মকর্তাগন পিজি সদস্যের পাশাপাশি সাধারণ খামারিদেরও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকে, সাধারণ জনগণের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বিরাজমান রয়েছে এবং কোন ধরনের বিরোধ ঘটেনি।

৫। এলাকার খামারিগণ সদস্য হতে পেরেছেন কিনা ও সবাই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিনা

আলোচনা থেকে জানা যায়, উপযুক্ত সকল খামারি প্রকল্পের সদস্য হতে পারেনি । পিজির সকল সদস্যই ট্রেনিং ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে যেমন প্রশিক্ষণ ভাতা, সকালের নাস্তা দুপুরের খাবার, যাতায়াতের ভাড়া, প্রশিক্ষণ ফাইল বুকলেট ইত্যাদি। প্রতি এলাকার সর্বমোট ৩০-৪০ জন খামারি সমিতির সদস্য হতে পেরেছে এবং একাধিক বার (২-৪ বার) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে।

৬। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী খামারিদের প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে কোন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় কিনা

আলোচনায় গণ্যমান্য ব্যাক্তিগণ বলেন, খামারিদের খাদ্য ব্যবস্থাপনার সঠিক জ্ঞান ছিল না, কোন জাতের ঘাস দিলে দুধ বেশি হয় তা জানা ছিল না, ফলে উৎপাদন কম হতো কিন্তু বর্তমানে খামারিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ফলে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সম্পর্কে জানতে পেরেছে, নিয়মিত ভ্যাকসিন ও স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছে, যার জন্য পশুর পাখির মৃত্যুর হার কমেছে ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭। এই প্রকল্পের আওতায় খামারিগণ গবাদিপশুর স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করছে কিনা প্রকল্প থেকে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে

খামারিগণ প্রকল্প থেকে গবাদিপশু পাখির স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে, ভ্যাকসিন দিচ্ছে এবং কৃমিনাশক ঔষধও প্রকল্প থেকে দেয়া হচ্ছে, এলএসপিগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। আগে খামারিগণ পশুরপাখির কোন ধরনের রোগ ব্যাধি হলে তেমন গুরুত্ব দিত না। একজন সদস্যের খামারে গরুর প্রথম সামান্য জ্বর হয়, চিকিৎসা না করার ফলে ৭০ হাজার টাকা দামের গরু মারা যায়, কিন্তু বর্তমানে এরকম অবহেলা আর কেউ করে না, কোন সমস্যা হলে এলএসপিদের বলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ করে থাকে।

৮। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকায় প্রাণি সম্পদ উৎপাদনে কি ধরনের প্রভাব পড়েছে বলে আপনি মনে করেন ?

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে যে ধরনের প্রভাব পড়েছে তা হলোঃ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সকলের মাঝে এক ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। আগে যে দৈনিক ১০ লিটার দুধ উৎপাদন করত সে এখন ২০-২৫ লিটার দুধ উৎপাদন করছে; আগে এলাকা থেকে যে খামারি বছরে ১.৫ লাখ টাকা আয় করতো পিজি সদস্য হওয়ার পরে বছরে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ করে ৩ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করেছে ।

৯। উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের সহিত খামার সংযোগ স্থাপনে প্রকল্পের কোন ভূমিকা রয়েছে কিনাঃ

পণ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রসঙ্গে প্রকল্প কর্তৃক গৃহিত কোন কার্যক্রম তাদের চোখে পড়ে নাই। তাদের জানা মতে এমন কোন কার্যক্রম প্রকল্প থেকে নেওয়া হয় নাই। তবে এটা নেওয়া হচ্ছে এমনটা তারা শুনেছেন কিন্তু কবে নাগাদ নেয়া হবে তা পরে জানানো হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারনা পাওয়া যায়নি। পণ্যসংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয়ে ট্রেনিংয়ে আলোচনা হয়েছে কিন্তু বাস্তবায়ন এখনো হয়নি।

১০। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প এলডিডিপি প্রকল্পের সবল দিক ও দুর্বল দিকঃ

সবল দিকঃ (Strength)

- মানুষের মধ্যে সংগঠনের ধারণা ও উপকারিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- গবাদিপশুর পরিচর্যা বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- হাঁস মুরগি ও পশুপালনে আগ্রহ তৈরি হচ্ছে ।
- পশু পাখির মৃত্যু হার কমেছে।
- উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে ।
- গ্রাম পর্যায়ে অর্থনৈতিক সুফল পাওয়া যাচ্ছে ।
- নিয়মিত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- বিনামূল্যে ভ্যাকসিন প্রদান করা হচ্ছে।
- খামার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে ট্রেনিং এবং অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

দুর্বল দিক (weakness)

- পর্যাপ্ত পরিমানে ট্রেনিং ও সুযোগ সুবিধা না থাকা।
- ভ্যাকসিন সরবরাহের স্বল্পতা ।
- উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা না থাকা।
- বিক্রির নিশ্চয়তা/ প্রকল্পের সহযোগিতা না থাকায় খামারিগণ কোন কোন সময় ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
- খাদ্যে ভর্তুকি না থাকা।
- আধুনিক যন্ত্রপাতি না দেওয়া, খাবার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সহযোগিতা না থাকা।
- অস্বচ্ছল খামারিদের আর্থিকভাবে কোন সহযোগিতার ব্যবস্থা না থাকা।
- বিনামূল্যে ঘাস কাটার মেশিন খামারিকে প্রদান না করা এবং বিনা সুদে ঋণের ব্যবস্থা না করা।

প্রকল্পের প্রকৌশলী, ঠিকাদার/ সরবরাহকারিদের সাথে নিবিড় আলোচনার (KII)

চিত্রঃ প্রকল্পের প্রকৌশলী, ঠিকাদার/ সরবরাহকারিদের সাথে কেআইআই

প্রকল্পের প্রকৌশলী ও ঠিকাদার/ সরবরাহকারির সাথে নিবিড় আলোচনা (KII) করা হয়। নিবিড় আলোচনার (KII) পর্যালোচনা করে এর সারমর্ম নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১। নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য ঠিকাদার প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং যথাযথভাবে টিম গঠন করেছে বলে জানানো হয়।

২। ডিজাইন অনুসারে লেআউট স্থাপন এবং যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ পরিচালিত হচ্ছে বলে জানানো হয়।

৩। অবকাঠামো নির্মাণের ব্যবহৃত মালামালের গুণগতমান বজায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরীক্ষা করা হয়।

৪। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত মালামালের পর্যাপ্ত টেস্ট ফ্যাসিলিটি, রয়েছে তবে সময় একটু বেশি লাগে বলে জানানো হয়।

৫। নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তেমন কোন সমস্যা বা বাঁধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে না।

৬। অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিলম্ব/ সমস্যার সৃষ্টি হয়নি বলে জানানো হয়।

৭। প্রত্যাশী সংস্থা/ ক্রয়কারী সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত সাইট ভিজিট/ মনিটরিং করা হচ্ছে।

৮। প্রয়োজন অনুযায়ী মালামালের টেস্ট করা হয়েছে এবং টেস্ট রিপোর্ট সংরক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানানো হয়।

৯। প্রকল্পেটি সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আরোও আন্তরিকতার সাথে কাজ করা দরকার বলে মতামত গৃহিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ পর্যালোচনা ও ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

প্রকল্পের সবল দিকসমুহ	প্রকল্পের দুর্বল দিকসমুহ
১ প্রকল্পের পর্যাপ্ত আর্থিক যোগান	১ প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় দূর্বলতা
২ প্রকল্পের পর্যাপ্ত জনবলের সংস্থান	২ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিলম্ব
৩ প্রকল্পের সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ সুবিধা	৩ উপকারভোগী নির্বাচনে অসমতা
৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় পূর্ণকালীন পিডি, সিটিসি, ডিপিডি	৪ যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা
৫ প্রকল্পের কার্যক্রমের ব্যাপক ব্যাপ্তি	৫ পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের যন্ত্রপাতি সরবরাহে বিলম্ব
৬ খামারিদের উদ্বুদ্ধকরণ ব্যবস্থা	৬ আন্তঃ মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তরের উপর নির্ভরশীলতা
৭ লাইভস্টক ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও সেক্টর লাভজনককরণ	৭ কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে জড়তা
	৮ কর্মী ঝড়ে পড়া
প্রকল্পের সুযোগসমুহ	**প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ**
১ উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ	১ সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির ব্যবহারে ঝুঁকি
২ প্রকল্প এলাকায় অধিক উৎপাদনের সুযোগ	২ উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মুল্য নিশ্চিতকরণে ঝুঁকি
৩ প্রকল্পের কর্মপরিধি বৃদ্ধির সুযোগ	৩ অবশিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্নে ঝুঁকি
৪ উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা	৪ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ঝুঁকি
৫ উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি	৫ ব্যাকওয়ার্ড ব্রিডিং এর ঝুঁকি
৬ ডেইরি কালচার ও ব্যবসায়িকভাবে প্রাণিসম্পদ পালন বৃদ্ধি	৬ ছোট আকারের প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসা ক্ষেত্রে ঝুঁকি
৭ প্রাইভেট সেক্টরকে উজ্জীবিত করে দেশব্যাপী একক ডেইরি জোন গঠন	৭ পিজির স্থায়িত্বকরণে ঝুঁকি
৮ নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সহায়ক	৮ ম্যাচিং গ্রান্ট বাস্তবায়নে ঝুঁকি
৯ ফুড সেফটি চেইন জোড়দার	৯ আমদানি জটিলতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে ঝুঁকি
১০ রোগ নির্ণয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি	১০ কোভিড-১৯ বা অনুরূপ মহামারীর প্রাদুর্ভাব হলে প্রকল্প বাস্তবায়নে ঝুঁকি
১১ চিকিৎসা সেবা দোড়গোড়ায় পৌছানো	
১২ পণ্য বাজারজাতকরণে সুযোগ	

৪.১ প্রকল্পের সবল বা ইতিবাচক দিক বিশ্লেষণ

১ প্রকল্পের আওতায় পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থের সংস্থান ও সময়মতো প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ।

২ প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত জনবলের (টেকনিক্যাল ও নন টেকনিক্যাল) সংস্থান থাকা।

৩ প্রকল্প কর্মকর্তা ও কর্মীদের জন্য এবং প্রকল্পের সুবিধা ভোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা।

৪ বর্তমানে পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক ও উপ- প্রকল্প পরিচালক নিয়োজিত থাকা।

৫ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/ আন্তঃজেলা কৃষক সমাবেশ/ প্রকাশনা/ বিজ্ঞাপন/ শ্রেষ্ঠ কৃষককে পুরস্কৃতকরণ/ প্রদর্শনী ইত্যাদি আয়োজনকরণ।

৬ প্রয়োজনীয় উপকরণ বিতরন, সেবাসমূহ চালুকরণ, প্রদর্শনী খামার ও নার্সারী স্থাপনের মাধ্যমে খামারিদের উদ্বুদ্ধকরণ ।

৭ ব্যবসা পরিককল্পনাসহ খামারিদের প্রশিক্ষণ, ইনপুট ও সেবাদানের মাধ্যমে দেশীজাত ও সুস্বাদু পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্য প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে লাভজনক ও টেকসই খামার স্থাপনকরণ।

৪.২ প্রকল্পের দুর্বল বা নেতিবাচক দিক বিশ্লেষণ

১ প্রকল্প বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবভিত্তিক নয় ফলে প্রকল্পের অগ্রগতি খুবই কম। প্রকল্পের সময়কাল মোট ৫ বছরের মধ্যমে ৪ বছর ৪ মাসে (এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত) ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি মাত্র ৪৭.০৮%।

২ প্রশিক্ষণের ধরন অনুসারে কোন কোন প্রশিক্ষণ মডিউল এখনোও চূড়ান্ত করা হয়নি। মাঠ পর্যায়ে অধিক সংখ্যক পিজি গঠিত হওয়ায় প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত রিসোর্স পারসনের স্বল্পতা।

৩ সমসত্ত্বভাবে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়নি। কিছু জেলা/ উপজেলা থেকে অনেক বেশি পিজি/ উপকারভোগী নেওয়া হয়েছে। অথচ অন্যত্র প্রতিশ্রুতিশীল খামার থাকা সত্ত্বেও কম খামারিদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

৪ সরবরাহকারী কর্তৃক যন্ত্রপাতি সরবরাহের পর তার ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা থাকলেও তা হয়নি। ফলে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি এখনোও অব্যবহৃত অবস্থায় আছে।

৫ কোন উপজেলায় কতটা পিজি বা সমিতি গঠন করা হবে তার কোন সঠিক সংখ্যা অফিসারদের জানানো হয়নি। ফলে উপজেলা অফিস কর্তৃক প্রেরিত সকল পিজি পিআইইউ কর্তৃক অনুমোদন না হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

৬ খামারে পণ্য উৎপাদন এবং পণ্য প্রক্রিয়াকরণে সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতিসমূহ এখনোও সরবরাহ করা হয়নি। যেমন- মিল্কিং মেশিন

৭ প্রকল্প বাস্তবায়ন অন্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার উপর নির্ভরশীলতার বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়া। পশু জবাইখানা নির্মাণে সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তরের উপর নির্ভরশীলতা। স্কুল মিল্ক কর্মসূচীতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর নির্ভরশীল।

৮ প্রকল্পের অনেক কার্যক্রমের ধারনা নতুন ধরনের হওয়ায় মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নে জড়তা।

৯ প্রশিক্ষিত কর্মী অন্যত্র চাকুরি গ্রহণের ফলে প্রকল্পে জনবলের শূন্যতা পূরণ ও নতুন করে প্রশিক্ষিত করা।

৪.৩ প্রকল্পের সুযোগ সমূহের বিশ্লেষণ

১ টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, ভ্যালু চেইন উন্নত করা ও জলবায়ু বিপর্যয়ের হাত থেকে সেক্টরকে রক্ষার জন্য উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

২ প্রকল্পের আওতায় ৫,৫০০ সংখ্যক পিজির মাধ্যমে ১,৭৯,৮৫৮ জন খামারি নির্বাচন, সুসংগঠিতকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে দুধ, মাংস এবং ডিম উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ তৈরি হবে ।

৩ পিজিতে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে অথবা নতুন পিজি গঠনের মাধ্যমে খামারির সংখ্যা বাড়িয়ে তাদেরকে সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হবে।

৪ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১,৭৯,৮৫৮ খামারির উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

৫ পণ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং বাজার সংযোগ স্থাপন হলে প্রতিবেশী খামারিরাও পণ্য প্রক্রিয়াকরণে উৎসাহিত হবে।

৬ উৎপাদনের কৌশল অবগতকরণ, দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ, বাজার সংযোগ স্থাপন ইত্যাদির ফলে খামারিগণ অধিক উৎপাদনে উৎসাহী হবে।

৭ প্রকল্পের মাধ্যমে খামারিদের মধ্যে ডেইরি কালচার বৃদ্ধি হবে এবং প্রাণিসম্পদ খাতকে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৮ সকল প্রাইভেট সেক্টরকে একত্রিত করে দেশব্যাপী খামারিদের একীভূতকরণ ও সকল সার্ভিস প্রদান করা সম্ভব হবে।

৯ ম্যাচিং গ্রান্ট সহায়তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির অনেক সুযোগ সৃষ্টি করবে।

১০ ফুড সেফটি বিষয়ে বিভিন্ন নীতিমালা ও গাইডলাইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে খামারের উৎপাদন পর্যায় থেকে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে সুযোগ সৃষ্টি করবে।

১১ উপজেলা/ ইউনিয়ন পর্যায়ের হাসপাতাল ও ক্লিনিকে যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে ল্যাবরেটরি সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

১২ মোবাইল ক্লিনিক চালুর ফলে মাঠ পর্যায়ে ভেটেরিনারি সেবা খামারিদের দোড়গোড়ায় পৌঁছানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৩ প্রকল্পের আওতায় মানবসম্পদ তৈরি এবং গুরুত্বপূর্ন অবকাঠামো তৈরির ফলে প্রাণিসম্পদ খাতে সেবা প্রদানের নতুন সুযোগ তৈরি করবে।

১৪ মার্কেট লিংকেজ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনকারীদের পণ্য বাজারজাতকরণে সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৪.৪ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ বিশ্লেষণ

১ যেসকল যন্ত্রপাতি মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে তা ব্যবহারের প্রশিক্ষণের অভাবে বা অন্য কোন কারণে প্যাকেটজাত অবস্থায় পড়ে আছে। মূল্যবান এ সব যন্ত্রপাতি দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকলে তা কর্মক্ষমতা লোপ বা নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

২ প্রকল্প কর্তৃক বাজার মনিটরিং এর ব্যবস্থা বা বাজার সংযোগ স্থাপন করা না হলে খামারিদের উৎপাদিত পণ্যের উপযুক্ত মুল্য নিশ্চিতকরণ ঝুঁকির মুখে পড়বে।

৩ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি এত কম যে গত চার বছর চার মাসে মাত্র ৪৭.০৮%। অবশিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ সম্পন্নে ঝুঁকি ।

৪ যে সকল ইনপুট বা সেবাসমূহ দেওয়ার ফলে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি, ভেলু-চেইন সৃষ্টি, বাজারজাতকরণ সম্পন্ন হবে বলে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তা এত কম সময় হয়ে উঠবে না বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে যা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ঝুঁকি সৃষ্ট করবে।

৫ প্রকল্পের আওতায় ব্যাকওয়ার্ড ব্রিডিং সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি (যেমন প্রুভেন সিমেনের ব্যবহার)। খামারিগণ ব্যাকওয়ার্ড ব্রিডিং এর ভুল পথে পরিচালিত হলে খামার পরিচালনা ঝুঁকির মধ্যে পড়বে ।

৬ ছোট প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসা বড় প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসার সাথে অনেক সময় প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠেনা ফলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। যা প্রকল্পের ছোট খামারিদের জন্য ঝুঁকি।

৭ পিজির আওতায় প্রকৃত খামারি নির্বাচন করা না হলে পিজির স্থায়িত্বকরণ ঝুঁকির সম্মুখীন হবে।

৮ ম্যাচিং গ্রান্টের জন্য গাইড লাইন তৈরি। একক কোনো খামারিকে এই গ্রান্টের আওতায় নিয়ে কাজ করলে যতোটা সহজে তা বাস্তবায়ন করা যাবে, যৌথভাবে গ্রহণ করলে তা বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দিতে পারে।

৯ আমদানী সংক্রান্ত জটিলতা ও দ্রব্যমূল্যোর উর্ধগতির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ হতে পারে ।

১০ কোভিড-১৯ বা অনুরূপ মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব হলে প্রকল্প বাস্তবায়ন ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কিতঃ

১. ডিডিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। কিন্তু প্রকল্পের মে'২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৪৭.০৮% এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪২.৬১% (আর্থিক ব্যয় ১,৮২,৩৮৯.২১ লক্ষ টাকা) । EAP এর আওতায় কোভিড-১৯ কালীন প্রণোদনায় ব্যয় (৭৫,২৮৪.৫৬ লক্ষ টাকা) ব্যতীত প্রকল্পের মোট আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ২৫.০৩%। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.১)

২. প্রকল্পের আওতায় ৫,৫০০ টি প্রডিউসার গ্রুপ (পিজি) গঠন সম্পন্ন হয়েছে। FFS প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ২৩৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ এবং ৬টি সরকারি গো খামার স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। OTI অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সংস্কার এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধা জোড়দার করা হয়েছে। মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক (MVC) ৩৬০টি ক্রয় ও বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। LEO-এর জন্য মোটরবাইক ৪৮৮টি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। দুগ্ধজাত গবাদিপশুর প্রারম্ভিক গর্ভাবস্থা নির্ণয় টুল (USG) ৩৬০ সেট ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। পশু জবাইখানা ২০টির মধ্যে ১৩টির কাজ চলমান আছে। মিনি ডায়াগনিস্টিক সেন্টার স্থাপনের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ক্রয় করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে ৮ কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.১)

৩. সুষম খাদ্য সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ILM এবং CNG সহ গভঃ ডেমো ফার্ম এবং ট্রেনিং সেন্টারের মেরামত ও সংস্কার (৬ গভ. প্রজনন কেন্দ্র) সম্পন্ন হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলে গবাদি পশুর জন্য ১৯ টি নিরাপদ পানির ব্যবস্থাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কন্টিনজেন্সি ইমার্জেন্সি রেসপন্স কম্পোনেন্ট (CERC) এর আওতায় ৬৮০০০০ কৃষক খামারিগণকে নগদ এবং বিপণন সহায়তা দেওয়া হয়েছে। জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান পরীক্ষাগারের জন্য ফিড বিশ্লেষণ সরঞ্জাম (২১ সেট)- ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। ৫টি ওয়েট মার্কেটের কাজ চলমান আছে, ১০টি ওয়েট মার্কেটের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ সমূহের মধ্যে কিছু টেন্ডার পর্যায়ে রয়েছে এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখনোও শুরু হয়নি। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.১)

৪. VMCC দুগ্ধ কেন্দ্র, দুধ প্রক্রিয়াকরণ কুলিং প্লান্ট, ফিড প্রক্রিয়াকরণ সুবিধাসমুহ স্থাপনের কাজ এখনোও শুরু হয়নি। বাংলাদেশ দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা প্রস্তুতি পর্যায়ে রয়েছে। মোবাইল মিল্কিং মেশিন ভাড়ায় ব্যবহারের কার্যক্রম শুরু হয়নি। লাইভষ্টক ইন্সুরেন্স পদ্ধতি, রেজিস্ট্রেশন ডাটাবেইজ পশু সনাক্তকরনের কাজ শুরু হয়নি। প্রজনন কেন্দ্র তৈরির কাজ (ছাগল/ভেড়া) এবং খামার পর্যায়ে গবাদি পশুর বিষ্ঠা ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু হয়নি। ডেইরি হাবস ২০ হাব+৪০০ VMCC টির কাজ শুরু করা হয়নি। ফিড সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম এবং তথ্য সিস্টেম এর কাজ এখনোও শুরু করা হয়নি। গ্রীন হাউজ গ্যাস টায়ার ২ এর ইমিশন ফ্যাক্টর গণনার কাজ শুরু করা হয়নি। ছোট স্কেল দুধ ঠান্ডা করার সুবিধা এবং VMCC এ মান নিয়ন্ত্রণ কাজ শুরু হয়নি। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.১)

প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কিতঃ

৫. ডিপিপি'তে অনুমোদিত মোট ২৮৬টি প্যাকেজর মধ্যে পণ্য ক্রয়ের ১০১টি প্যাকেজের মধ্যে ৬৪টির ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৩টি প্যাকেজের টেন্ডার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কার্য ক্রয়ের ১১৪টি প্যাকেজের মধ্যে ৭৭টির ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৫টির টেন্ডার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সেবা ক্রয়ের ৭১টি প্যাকেজের মধ্যে ৪২টির ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ২টি প্যাকেজের টেন্ডার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ডিপিপিতে উল্লিখিত দরপত্র আহ্বানের তারিখ অনুযায়ী দরপত্র আহ্বান করা হয়নি। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.২.১)

৬. ডিপিপিতে তালিকাভুক্ত প্যাকেজ সংখ্যার অতিরিক্ত বেশ কিছু নতুন প্যাকেজ বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়, কিছু প্যাকেজকে বিভক্ত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাকেজে পরিণত করার ফলে পরিবর্তিত প্রাক্কলিত মূল্যসীমা অনুযায়ী অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পরিবর্তিত হয় যা অনুমোদিত ডিপিপি-র সম্পূর্ণ ব্যত্যয়। কিছু সংখ্যক প্যাকেজের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে উল্লিখিত ক্রয় পদ্ধতি এবং চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের সাথে বাস্তবিক ক্রয় প্রক্রিয়ার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা কমিয়ে আনার ফলে বিভক্তিকৃত প্যাকেজগুলোর ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার ঘাটতি তৈরি হয়। এছাড়া, কোভিডকালীন সময়ে জরুরি কর্মপরিকল্পনা (Emergency Action Plan) এর আওতায় ডিপিপি-তে সুনির্দিষ্ট প্যাকেজসমূহের বাইরে হোপ-এর অনুমোদন সাপেক্ষে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭টি পণ্য ও ৮টি সেবা প্যাকেজ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উল্লিখিত EAP প্যাকেজসমূহের ক্রয়ের ধরন ও পদ্ধতি পিপিআর এর নির্দেশনা ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশে বর্ণিত প্রাক্কলিত মূল্য সীমা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। ডিপিপি সংশোধন ব্যাতিরেকে

শুধুমাত্র অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন প্রদান সাপেক্ষে কোন প্যাকেজ বিভাজন ও তার ক্রয় সমীচীন নয়। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.২.১- ৩.২.২)

৭. প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে পরিবীক্ষণকৃত ১৫টি নমুনা প্যাকেজ বিশ্লেষণ ও পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, কিছু ক্ষেত্রে ডিপিপি-তে নির্দেশিত ক্রয় পদ্ধতি ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবীক্ষণকৃত প্যাকেজসমূহের প্রায় সব কয়টি প্যাকেজের ক্রয় ওটিএম (এনসিটি/ আইসিটি) পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। বিভিন্ন প্যাকেজের আওতায় অনেক ক্ষেত্রে স্বল্প সংখ্যক দরপত্র দাখিল এবং একইসাথে দাখিলকৃত দরপত্রের মধ্যে লক্ষণীয় সংখ্যক দরপত্র নন-রেসপনসিভ হওয়ায় টেন্ডার কার্যক্রম আশানুরূপ প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়নি। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.৩)

প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি (Monitoring) সম্পর্কিতঃ

৮. পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প শুরু থেকে এপ্রিল'২০২৩ পর্যন্ত ৪ (চার) বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্প শুরু থেকে অদ্যাবধি মাত্র ৮টি পিআইসি সভা এবং ৬টি পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিপত্র অনুযায়ী ২৬টি পিআইসি ১৭টি পিএসসি সভা হওয়া প্রয়োজন ছিল। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.৪)

প্রকল্পের অডিট সম্পর্কিতঃ

৯. বিগত ৪টি অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ এবং ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে FAPAD কর্তৃক প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন হয়। উক্ত সময়ের মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ২৮টি অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয় যার মধ্যে ২টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি হয়েছে এবং বাকি ২৬টি এখনও অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। ২৬টি অডিট আপত্তির মোট আর্থিক সংশ্লিষ্টতা টাকা ১৩৫১৬.৬৬ লক্ষ, ইউএসডি ২.৭৪৬ লক্ষ এবং ইউরো ০.৩৮৭ লক্ষ। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.৫)

প্রকল্পের নমুনা জরিপে প্রাপ্ত খামারিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কিতঃ

১০. জরিপকৃত ১০২০ জন পিজি সদস্যভূক্ত উপকারভোগী খামারিদের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, খামারিদের মধ্যে ৬১.৭% ডেইরি, ১২.০% গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ, ২.৩% মহিষ পালন, ৬.৭% ছাগল/ ভেড়া পালন, ১২.৮% দেশী বা পারিবারিক মুরগি এবং ৪.৬% পোল্ট্রি/লেয়ার/ হাঁস/ কোয়েল ইত্যাদি লালন পালন করছেন। বেশিরভাগ খামারি (৬০.২%) কৃষি কাজে জড়িত। অন্যান্যদের মধ্যে অধিকাংশই ব্যবসা পরিচালনা করে আয় করে থাকেন। পিজি সদস্যভূক্ত সকল খামারি (১০০.০%) প্রকল্পের আওতায় এক বা একাধিক বার বা বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং সকলেই প্রশিক্ষণকালীন ভাতা পেয়েছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে খামার পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ খামারিদের (৯২.০%) প্রকল্প থেকে কোন যন্ত্রপাতি পায়নি, শুধুমাত্র ক্রীম সেপারেটর মেশিন পেয়েছেন। বেশিরভাগ ক্রীম সেপারেটর মেশিন প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবে এখনোও ব্যবহার করতে পারেননি। খামারিদের অল্প সংখ্যক (মাত্র ৯.৪%) প্রকল্প থেকে গবাদিপশুর জন্য ৫০ কেজি দানাদার সুষম খাদ্য পেয়েছেন। অধিকাংশ খামারি (৭৯.০%) গবাদিপশুকে কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রজনন কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। সবচেয়ে বেশি খামারে (৫০.৪%) খুরারোগ/ এফএমডি/ মুখের রোগে আক্রান্ত হয়েছে । এছাড়াও পেট ফাপা, খামারে ডায়রিয়া, খামারে চর্মরোগ, খামারে বাছুরের ডায়রিয়া মেসটাইটিস/ ওলান ফোলা, এলএসডি, তড়কা/ এন্থ্রক্স রোগে আক্রান্ত হয়েছে । (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.৬)

১১. প্রকল্প থেকে অধিকাংশ খামারি (৯৮.২%) তাদের গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন। বেশির ভাগ খামারি (৯৭.৫%) গবাদিপশুর স্বাস্থ্যসেবা বাবদ প্রকল্প থেকে কৃমিনাশক ঔষধ এবং ৮৪.৭%ভ্যাকসিন পেয়েছেন । প্রকল্প থেকে বেশিরভাগ খামারি (৯২.৮%) বিনামুল্যে স্বাস্থ্য সেবা পেয়েছেন। খামারিগণ বিনামূল্যে প্রকল্প থেকে কোন পোল্ট্রির খাদ্য পাননি বলে মতামত ব্যক্ত করেন। অধিকাংশ খামারি (৯৭.৫%) খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের ব্যাপারে প্রকল্প থেকে কোন সহায়তা পায়নি এবং জরিপকৃত খামারিদের মধ্যে অল্প সংখ্যক (২৯.৮%) খামারি প্রকল্পের (EAP) থেকে কোভিড-১৯ কালীন প্রণোদনা পেয়েছেন এবং অধিকাংশ খামারি প্রণোদনা পাননি । (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.৬)

১২. একটি উপজেলা থেকে মোট কত পিজি নিবে এব্যাপারে প্রকল্প থেকে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়নি ফলে প্রস্তাবিত সকল পিজি প্রকল্প অফিস থেকে অনুমোদন না পাওয়াতে মাঠ পর্যায়ে সমস্যা হচ্ছে বলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানা যায় । সদস্য ড্রপ আউটের কারণে সবগুলো পিজি স্থায়ী/ এস্টাব্লিস্ট হচ্ছেনা। প্রকল্প থেকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে যে সকল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে তার বেশিরভাগই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.৬)

প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণসমূহ

১৩. করোনাকালে মাঠ পর্যায়ে চলাচলে সীমাবদ্ধতা থাকায় পিজি গঠন ও মবিলাইজেশন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি । প্রকল্পের বিভিন্ন ধরনের উপকরণ সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় দূর্বলতা থাকায় তা সংগ্রহে এবং মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করতে বিলম্ব হওয়া। আন্তর্জাতিক পরামর্শক সংস্থা যথাসময়ে নিয়োগ প্রদান না করায় প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সেবাসমূহ পেতে দেরী হয় ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বিত হয়। প্রশিক্ষণ মডিউল সঠিক সময়ে তৈরি না হওয়ায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বিলম্বে শুরু হওয়া ।

যন্ত্রপাতি ব্যবহারে প্রশিক্ষণ প্রদান না করার কারণে যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত থেকে যায়, ফলে প্রকল্পের অগ্রগতি বিলম্বিত হয়। প্রকল্পের পরামর্শক এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে কিছুটা সমন্বয়হীনতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়া এবং কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় মনিটরিং না হওয়ায় প্রকল্পের কাংখিত অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.৬)

প্রকল্প সংশোধনের কারণসমুহঃ

১৪. COVID-19 কালীন সময়ে প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদান (Component) এ বরাদ্ধকৃত অর্থ থেকে কনটিনজেন্সি ইমারজেন্সি রেসপন্স কম্পোনেন্ট (CERC) বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ নেওয়া হয়। এর ফলে অন্যান্য উপাদানে অর্থের ঘাটতি দেখা দেয়। যা সমন্বয় করতে প্রকল্পটির সংশোধন প্রয়োজন। বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক জিনিস পত্র ক্রয় করার ক্ষমতা পিএমইউ-এর কর্তৃত্বের বাইরে থাকায় তা নির্দিষ্ট সময়ে ক্রয় করা যাচ্ছে না ফলে প্রকল্পটি আবার সংশোধন প্রয়োজন। প্রকল্প বাস্তবায়নে অবশিষ্ট ও অসমাপ্ত কাজের সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা এবং সে মোতাবেক প্রকল্পটি সংশোধন প্রয়োজন। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.৬)

প্রকল্পের Exit Plan সম্পর্কিত

১৫. প্রকল্পের মূল ডিপিপি'তে প্রকল্পের Exit Plan সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু এলডিডিপি একটি প্রোগ্রাম্যাটিক প্রকল্প, তাই এর ফলাফলের স্থায়িত্বের বিবেচনায়, পিএমইউ বিভিন্ন পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করবে যাতে করে সমস্ত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকলে প্রকল্পের মালিকানা প্রাপ্ত হয় এবং স্থানীয় গোষ্ঠীগুলি প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য প্রতিপালনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.৬)

লগফ্রেমের আলোকে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও Output অর্জন পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিতঃ

১৬. প্রকল্প বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত নির্ধারিত থাকলেও এপ্রিল' ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়নি ফলে অনেক গুরত্বপূর্ণ উপাদানের বাস্তবায়ন এখনোও সম্পন্ন হয়নি ফলে Output পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য অর্জন দেখা যায়নি। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হবেনা তাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনও বিলম্বিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকল্পের লগফ্রেম বিস্তারিত পর্যালোচনা সাপেক্ষে বলা যায় যে**,** প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও Output অর্জনের মূল কার্যক্রম সমূহের বেশিরভাগ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে । (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.৭)

প্রকল্পের জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিতঃ

১৭. প্রকল্পের সামগ্রীক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য একজন যুগ্মসচিব প্রেষণে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব এবং ৫ জন উপ-প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া প্রকল্পের কারিগরি দিক নির্দেশনা প্রদানে একজন চীফ টেকনিক্যাল কো-অরডিনেট নিয়োজিত রয়েছেন। এছাড়া প্রকল্পের বিভিন্ন পদে সরাসরি এবং আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে প্রকল্প দপ্তর মাঠ পর্যায়ে মোট ১৪৪৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিযুক্ত রয়েছেন। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.৮)

নিবিড় আলোচনা (KII) এবং মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনের ফলাফল সম্পর্কিতঃ

১৮. জরিপকৃত খামারিদের মধ্যে ৮.০% প্রকল্প থেকে শুধুমাত্র ক্রীম সেপারেটর মেশিন পেয়েছেন যার বেশিরভাগ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবে এখনোও ব্যবহার করতে পারেননি। প্রকল্প থেকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে যেসকল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে তার বেশিরভাগ প্যাকেটজাত/ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩- কেআইআই এবং সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শন)

প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা পর্যবেক্ষণ

১৯. সময়মত পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালক এবং উপ-প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না হওয়ার ফলে প্রকল্পের অন্যান্য জনবল নিয়োগ ও ক্রয় কার্যক্রম আরম্ভে বিলম্ব হয়। কোভিড-১৯ জনিত কারণে প্রকল্পের স্বাভাবিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, ফলে কার্যক্রম আরম্ভ প্রায় ২ বছর বিলম্বিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পদ্ধতিগত কারণে আন্তর্জাতিক ফার্ম/ প্রতিষ্ঠান (এফএও, এগ্রিবিজনেস ফার্ম, ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম) নিয়োগ যথাসময়ে না হওয়ায় এ সকল ফার্মের উপর নির্ভরশীল কার্যক্রম বিলম্বিত হয়েছে। জবাইখানা নির্মানের জন্য সিটি কর্পোরেশনের জমি ও জেলা প্রশাসকের অনাপত্তি এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় নির্মাণ কার্যক্রম যথাসময়ে শুরু করা যায়নি; কোভিড- ১৯ জনিতকারণে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক স্কুল নির্বাচন এবং স্কুল মিল্ক কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শুরু করা যায়নি। অনেক ক্ষেত্রে পুন:দরপত্র আহবানে সময়ক্ষেপন এবং কোন কোন আইটেমের প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা অধিক বাজার মূল্যের কারণে টেন্ডারিং এ সমস্যা হচ্ছে। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.৯)

নির্মাণ কাজের গুণগতমান যাচাই ও ল্যাব টেস্টের রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিতঃ

২০. উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক ফিল্ড লেভেলে পর্যাপ্ত মনিটরিং এর অভাব রয়েছে। ডিজাইন সুপারভেশন ফার্ম কর্তৃক নিয়মিত ফিল্ড লেভেল মনিটরিং করা হচ্ছে না । প্রকল্প অফিস থেকে মনিটরিং করা হলেও ফিল্ড লেভেল এ নির্মাণ কাজের মনিটরিং এর অভাব থাকার কারণে নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় থাকছে না। অবকাঠামো নির্মাণ কাজের গুণগতমান ঠিক রাখার জন্য যথেষ্ট পরিমান টেস্ট করা হয়নি। (সূত্রঃ অধ্যায় ৩, সেকশন ৩.১০)

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশমালা ও উপসংহার

৬.১ সুপারিশমালা

প্রদত্ত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ ও ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ তুলে ধরা হলো যা বিবেচনা করা যেতে পারে -

১) **একটি সংশোধিত এবং বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি:** যেহেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনেক কম তাই অবশিষ্ট সময়ের জন্য একটি সংশোধিত এবং বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে সে অনুপাতে বাস্তবায়ন কাজ ত্বরান্বিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

২) **গবাদি পশুর খাদ্য সহায়তা:** খামারিদের গবাদি পশুর খাদ্য চাহিদা পুরণের জন্য প্রকল্প থেকে উন্নত জাতের ঘাসের বীজ/ কাটিং সরবরাহের পাশাপাশি ঘাস উৎপাদনের এবং সাইলেজ/ হে (hay)/ পুষ্টি সমৃদ্ধ পশুখাদ্য তৈরির প্রশিক্ষণ জোড়দার করা;

৩) **প্রকল্প কর্তৃক সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণঃ** প্রকল্প থেকে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস এবং খামারিদের যেসকল যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে তার বেশিরভাগ প্যাকেটজাত/ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। অতিদ্রুত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দ্রুত মিনি ডায়াগনষ্টিক ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে এগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা অতীব জরুরি;

৪) **নিয়মিত খামার পরিদর্শন এবং পশু পাখির জরুরি চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণ:** এলডিডিপি কর্মকর্তাদের ফিল্ড মনিটরিং জোড়দার করা এবং গবাদি পশু পাখির জরুরি/ তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা;

৫) **একটি বাস্তবভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন:** প্রকল্পের সংশোধিত কর্ম পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বাস্তবভিত্তিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলের ত্বরিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাতে করে পরিকল্পিত সময়ে সকল কার্য প্যাকেজের বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয় এবং পণ্য প্যাকেজ হতে প্রাপ্ত সুফল সুবিধাভোগীদের মাঝে পৌঁছানো যায়;

৬) **ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডিপিপি অনুসরণ:** ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্যাকেজের বিভাজন পরিহার করে ডিপিপি-তে উল্লিখিত ক্রয় পদ্ধতি এবং অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে প্রতিপালন করে সকল ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ভবিষ্যতে কোন প্যাকেজ বিভাজনের ক্ষেত্রে, ডিপিপি সংশোধন বাঞ্ছনীয়;

৭) **প্রকল্পের ফেইজ আউট প্লান:** অতিসত্বর প্রকল্পের ফেইজ আউট প্লান করা জরুরি। ৫,৫০০ পিজিতে প্রায় দুই লাখ খামারিকে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যেতে হলে সেবা সমূহের উৎস চিহ্নিত করে তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা;

৮) **প্রকল্প মনিটরিং জোড়দারকরণ এবং PSC ও PIC সভা অনুষ্ঠান:** নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন, পিআইসি এবং পিএসসি সভা আয়োজন, প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকৃত সমস্যা নিরসনে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে;

৯) **মিল্ক মার্কেটিং নিশ্চিত করা:** উৎপাদিত দুধ বিক্রি নিশ্চিত করা জরুরি। দুধ উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে তার জন্য বাজার নিশ্চিতকরণ দরকার। নিশ্চিতবাজার নিশ্চিত উৎপাদনের সহায়ক হবে। এ জন্য খামারিদের দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সাথে কার্যকরী সংযোগ স্থাপন জরুরি;

১০) **দুধের গাভীর চিকিৎসা:** দুধের গাভীর চিকিৎসা বা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে জোড় দেওয়া জরুরি। একটি গাভী অসুস্থ হলে একদিকে যেমন তার চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যায় অন্যদিকে তার উৎপাদন ক্ষমতাও কমে যায়। ফলে খামারে লাভ কমে লোকসানের আশংকা বৃদ্ধি পায়;

১১) **দেশি মুরগি পালনে উদ্বুদ্ধকরণ:** দেশি মুরগি পালনে উন্নত ব্যবস্থাপনা কৌশল বিশেষ করে খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং ব্রুড (উমের মুরগি) ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া জরুরি। দেশি মুরগির ডিম বিক্রি না করে বাচ্চা ফুটানোর ব্যপারে খামারিদের উদ্বুদ্ধ করা, এতে করে তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে;

১২) **খামারিদের উন্নত জাতের পশু পাখি সরবরাহ:** আর্থিকভাবে দূর্বল খামারিদের উন্নত জাতের পশু পাখি সরবরাহ করা বা ক্রয়ে সহায়তা করা অথবা ঋণের ব্যবস্থা করা দরকার;

১৩) **ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি:** উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক দৃষ্টিতে প্রাণিসম্পদকে দেখার সক্ষমতা তৈরি করা, প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ব্যবসা পরিকল্পনা তৈরীর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে । প্রতিযোগীদের মধ্যে যারা উৎকর্ষতা দেখাবে তাদেরকে আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করা এবং প্রয়োজনে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

১৪) **ব্যবসায়ে ভ্যালু চেইন:** উদ্যোক্তাদের সকলের জন্য একই ধরনের ভ্যালু-চেইন এর প্রয়োজন নাও হতে পারে। সে কারণে উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে ভ্যালু চেইনের কোন নির্দিষ্ট জায়গায় সহযোগিতা দরকার তা খতিয়ে দেখা এবং সে অনুসারে উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা করা সমীচীন হবে;

১৫) **পরামর্শকগণের কাজের বিবরণ:** পরামর্শকগণের কার্য পরিধি পুনঃপর্যালোচনা করে দায়িত্ব সুনির্দিষ্টকরণ এবং ইনপুট সমন্বয়করণ যাতে করে সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার করে ফলপ্রসূ আউটপুট নিশ্চিত করা যায়;

১৬) **দুধ প্রক্রিয়াকরণ ক্ষুদ্র ব্যবসা:** অনেক ক্ষেত্রে দুধ প্রক্রিয়াকরণ ক্ষুদ্র ব্যবসা লাভজনক না হয়ে ক্ষতির কারণ হয়। তাই প্রাথমিক পর্যায়ের পণ্য প্রক্রিয়াকরণ (যেমন ছানা তৈরি) করে দ্বিতীয় পর্যায়ের পণ্য (যেমন রসগোল্লা, মিষ্টি, ক্ষীরমোহন ইত্যাদি) প্রক্রিয়াকারির নিকট বিক্রি করলে ক্ষতির সম্ভাবনা কমে যাবে;

১৭) **খামার ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন:** খামার ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা জরুরি। নির্দিষ্ট ধরনের খামারের জন্য প্রাণির ধরন সুনির্দিষ্ট থাকা জরুরি। যেমন দুধের জন্য খামার হলে ভাল উৎপাদনশীল গাভী রেখে কম বা অনুৎপাদনশীল গাভী গুলো সরিয়ে ফেলা এবং অযথা ষাঁড়/ বাছুর বা বড় পশু না পোষা। এতে খামারের খরচ কমে যাবে এবং আয় বৃদ্ধি পাবে;

১৮) **দুধ প্রক্রিয়াকরণ:** দুগ্ধ উৎপাদনকারি খামারিগণ নিজে দুধ প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে যদি সঙ্গতি থাকে তাকে রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে উপদেশ দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ছোট একটি রেস্টুরেন্টে খামারের ৫০-১০০ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণ করে বিভিন্ন পণ্য তৈরি ও বিক্রি করে আয়ের পরিমাণ সাধারণভাবে দুধের দামের দ্বিগুণ বা কোন কোন ক্ষেত্রে তিনগুণও হতে পারে; এবং

১৯) **গুণগতমান সম্পন্ন অবকাঠামো নির্মাণ এবং সুবিধাদি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ:** অবকাঠামো নির্মাণকালীন প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেস্ট করা এবং নির্মিত অবকাঠামোসমূহ ও অন্যান্য সুবিধাদি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৬.২ উপসংহার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী পদক্ষেপ। এই ধরনের পদক্ষেপের ফলে প্রকল্পের কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি, প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির কারণ, প্রকল্পের বিভিন্ন সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় যা নির্দিষ্ট সময় এবং অর্থের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি জাতীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। প্রকল্পটি খামারি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, বহুমুখীকরণ ও পণ্য বাজারজাতকরণে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি এর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। তাই প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে অবশিষ্ট কাজগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন হবে। প্রকল্প মেয়াদের পরবর্তী সময়ে উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সরঞ্জামাদি বিতরণ, খামারিদের প্রশিক্ষণ, ও সার্বিক সহযোগীতা নিশ্চিত করতে হবে যাতে সৃষ্ট সুবিধাদি অব্যাহত থাকে এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়।

তথ্যসুত্র (References):

১. প্রকল্পের ডিপিপি

২. প্রকল্পের অগ্রগতি ও অন্যান্য প্রতিবেদনসমূহ

৩. আইএমইডির রেফারেন্স প্রতিবেদনসমূহ

৪. সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ (এসডিজি)

৫. সরকারের অষ্টম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫)

৬. মাঠ জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমুহ

আইডি নং | | | |

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ

নমুনা জরিপ প্রশ্নমালা

ক্রমিক নং	বিষয়	সম্ভাব্য উত্তর	নির্দেশনা	কোড

সম্মতিপত্র

পরিচিতি ও প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা

আচ্ছালামুআলাইকুম/নমস্কার।

আমি.....................ঢাকায় অবস্থিত **এম আর কন্সালট্যান্টস্** নামক একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান থেকে এসেছি। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন রকম কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। আমরা ঐ সব কর্মসূচীর আওতায় মাঠ জরিপের/ গবেষণার কাজ করে থাকি। বর্তমানে আমরা **প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ** সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর পক্ষে জরিপ কাজের আপনাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের তথ্য সংগ্রহ করতে এসেছি। আপনার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য এই জরিপ কাজ ছাড়া অন্য কোথাও ব্যবহার করা হবে না। আপনাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত করছি যে আপনি যা বলবেন আমরা অবশ্যই তা গোপন রাখবো। আমরা আশা করবো আপনি সঠিক তথ্য দিয়ে সহায়তা করবেন। আপনার সঠিক তথ্যের উপর নির্ভর করছে আমাদের কাজের সফলতা। এই সাক্ষাতে আনুমানিক ৩০ মিনিট সময় ব্যয় হবে। আপনার কি এই জরিপ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আছে? আমরা কি আগাতে পারি?

____

তথ্য প্রদানকারীর স্বাক্ষর

মোবাইল নম্বরঃ | | | | | | | | | | | |

সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখঃ

দিন		মাস		বছর			

১০১	উত্তরদাতার (খামারি) নামঃ	পিতা/স্বামীর নামঃ	
১০২	PG সদস্য আইডি নাম্বারঃ ..../ নাই	NID:	
১০৩	খামারির শ্রেণী/ পিজি ক্যাটাগরিঃ	ডেইরি---১ গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ---২ মহিষ---৩ ছাগল/ ভেড়া --৪ দেশী বা পারিবারিক মুরগি ------------------------------------৫ পোল্ট্রি/লেয়ার/ হাঁস/ কোয়েল ইত্যাদি -------------------------৬	
১০৪	উত্তর দাতার লিঙ্গা	পুরুষ --------------------------------------১ মহিলা -----------------------------------২	উত্তরদাতা জরিপকারী নিজেই
১০৫	উত্তরদাতার পেশাঃ	কৃষি-------------------------------------১ চাকুরি -----------------------------------২ ব্যবসা-----------------------------------৩ অন্যান্য ---------------------------------৪	
১০৬	ওয়ার্ড/ইউনিয়নঃ-	থানা/ উপজেলাঃ-	
১০৭	জেলাঃ-	বিভাগঃ-	
১০৮	সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নামঃ-	তদারককারীর নামঃ-	
১০৯	স্বাক্ষরঃ-	স্বাক্ষরঃ-	

ক্রমিকনং	প্রশ্ন	উত্তরসহ কোড			নির্দেশনা
১১০	**প্রশ্ন (পরিবারের আয়ঃ)**	**উত্তর (বাৎসরিক)**		**উত্তর কোড**	
		প্রকল্পের পূর্বে (২০১৮)	**গতবছর (২০২২)**		
	শস্য উৎপাদন থেকে মোট আয়ঃ	………………. টাকা	…………………………………..টাকা	১	
	গবাদিপশু থেকে আয়ঃ	………………. টাকা	…………………………………..টাকা	২	
	পোল্ট্রি থেকে আয়ঃ	………………. টাকা	…………………………………..টাকা	৩	
	মৎস থেকে আয়ঃ	………………. টাকা	…………………………………..টাকা	৪	
	ব্যবসা হতে আয়ঃ	………………. টাকা	…………………………………..টাকা	৫	
	চাকুরি থেকে আয়ঃ	………………. টাকা	…………………………………..টাকা	৬	
	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)	………………. টাকা	…………………………………..টাকা	৯৯	
	মোট	………………. টাকা	…………………………………..টাকা		
১১১	**প্রশ্ন (পরিবারের ব্যয়ঃ)**	**উত্তর (বাৎসরিক)**		**উত্তর কোড**	
		প্রকল্পের পূর্বে (২০১৮)	**গতবছর (২০২২)**		
	পরিবারের খাবার ও অন্যান্য খরচ (বার্ষিক)	……………. টাকা	……………………..টাকা	১	
	পরিবারের যাতায়াত, জ্বালানি, জামাকাপড় ইত্যাদি বাবদ ব্যয় (বার্ষিক)	……………. টাকা	……………………..টাকা	২	
	পশু খাদ্য বাবদ ব্যয় (বার্ষিক)	……………. টাকা	……………………..টাকা	৩	
	পোল্ট্রি খাদ্য বাবদ ব্যয় (বার্ষিক)	……………. টাকা	……………………..টাকা	৪	
	গবাদিপশুর চিকিৎসা ব্যয় (বার্ষিক)	……………. টাকা	……………………..টাকা	৫	
	পোল্ট্রি চিকিৎসা ব্যয় (বার্ষিক)	……………. টাকা	……………………..টাকা	৬	
	লেবার খরচ (বার্ষিক)	……………. টাকা	……………………..টাকা	৭	
	অন্যান্য (উল্লেখ করুন) (বার্ষিক)	……………. টাকা	……………………..টাকা	৯৯	
	মোট	……………. টাকা	……………………..টাকা		

ক্রমিকনং	ক্র:	প্রাণি সম্পদের ধরন	জাত	উত্তর (সংখ্যা)			মোট সংখ্যা	প্রকল্প সহযোগীতার আওতায় (সংখ্যা)	মন্তব্য	নির্দেশনা
১১২				গাভী/ বকনা/ (স্ত্রী)	ষাড়/ বলদ/ (পুরুষ)	বাচ্চা				
	১	গরু								
	২	মহিষ								
	৩	ছাগল								
	৪	ভেড়া								
	৫	মুরগি								
	৬	হাঁস								
	৭	কবুতর								
	৮	অন্যান্য								

ক্রমিকনং	প্রশ্ন	উত্তরসহ কোড	নির্দেশনা
২	**গবাদিপশু/ পাখির লালন-পালন সম্পর্কে খামারির মতামত**		
২০১	আপনি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে কী জানেন?	গবাদিপশু/ পাখির পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে……….১ গবাদিপশু/ পাখির চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে………….২ গবাদিপশু/ পাখির বাসস্থান নির্মাণ ও মেরামত করে থাকে…..৩ গবাদিপশু/ পাখি পালনে খাদ্য ও প্রণোদনা দিয়ে থাকে……….৪ প্রদর্শনী খামার করে থাকে…………………………………….৫ পশু পালনের জন্য উপকরণাদি দিয়ে থাকে …………………..৬ পশু পালনের জন্য বীমার ব্যবস্থা করে থাকে…………………৭ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)………………………………………৯৯	
২০২	আপনি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিনা?	হ্যাঁ…………………………………………………১ না…………………………………………………২	

২০৩	আপনি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে কত বার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?	১ বার……………………………………………১ ২ বার……………………………………………২ ৩ বার……………………………………………৩ ৩ এর অধিক বার…………………………………৪	
২০৪	আপনি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে কী কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? (একাধিক উত্তর গ্রহণযোগ্য)	গবাদিপশু/পাখির জাত বিষয়ে……………………১ গবাদিপশু/পাখির পরিচর্যা সম্পর্কে…………………২ গবাদিপশু/পাখির স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ে………………৩ গবাদিপশু/পাখির বাসস্থান ও নিরাপত্তা বিষয়ে………৪ দুধ দোয়ানো ও ক্রীম সেপারেট বিষয়ে…………….৫ দল গঠন, সঞ্চয় জমা ও ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ে….৬ জলবায়ু সহনশীল বাসস্থান নির্মাণ সম্পর্কে…………৭ উপরের সবগুলো……………………………………৮ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)……………………………৯৯	
২০৫	আপনি প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়েছেন কিনা?	হ্যাঁ………………………………………………১ না………………………………………………২	
২০৬	হ্যাঁ হলে, প্রশিক্ষণ ভাতা কত টাকা পেয়েছেন?	২০০ টাকা ………………………………………১ ৩০০ টাকা ………………………………………২ ৫০০ টাকা…………………………………………৩ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)……………………………৯৯	
২০৭	প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে খামার পরিচালনায় আপনি কোন কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছেন বলে মনে করেন?	গবাদিপশু/পাখির বাসস্থান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে………১ সুষম খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে………………………২ জলবায়ু সহনশীল বাসস্থান নির্মাণে …………………৩ গবাদিপশু/পাখির জাত নির্বাচনে……………………৪ পরিচর্যা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণে …….৫ ঔষধ ও প্রতিষেধক ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে…….৬ উৎপাদিত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সম্পর্কে……………………………৭ আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রসঙ্গে…………………৮ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ……………………………৯৯	
২০৮	আপনি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের জন্য কোন ধরনের হেলথ কার্ড পেয়েছেন কিনা?	হ্যাঁ ………………………………………………১ না………………………………………………২	
২০৯	আপনি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে কোন ধরনের যন্ত্রপাতি পেয়েছেন কিনা?	হ্যাঁ………………………………………………১ না………………………………………………২	
২১০	হ্যাঁ হলে কী কী পেয়েছেন?	দুধ দোয়ানোর মেশিন……………………………১ ক্রীম সেপারেটর মেশিন …………………………২ ফিড প্রসেসর ……………………………………৩ অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন……………………………৯৯	
২১১	মেশিন বাবদ কোন টাকা দিতে হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ………………………………………………১ না………………………………………………২	
২১২	হ্যাঁ হলে কত টাকা দিতে হয়েছে?	……………………………… টাকা	
২১৩	যন্ত্রপাতি গুলো ব্যবহার করছেন কিনা?	হ্যাঁ………………………………………………১ না………………………………………………২	
২১৪	না হলে, কেন ব্যবহার করছেন না?	………………………………………………………	

২১৫	আপনার গবাদিপশু/ পাখি কোথায় লালনপালন করেন?	ঘরে/ শেডে………………………………………১ ঘরের বারান্দায়…………………………………২ খোলা আকাশের…………………………………৩ খোয়ারে.. ………………………………………৪ খাঁচা/ মাচায়……………………………………৫ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)……………………………৯৯	
২১৬	আপনার গবাদিপশু/ পাখির জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ কিভাবে নিশ্চিত করেন? (একাধিক উত্তর গ্রহণযোগ্য)	ঘর/ শেড নিয়মিত পরিষ্কার করে …………………১ ঘরে/ শেডের চারপাশ দিয়ে মলমূত্র/ বিষ্ঠা নির্গমনের ড্রেন তৈরি করে ………………………………২ গোয়ালঘরে মশারির ব্যবস্থা করে ………………৩ নিয়মিত ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করে ……………৪ প্রাকৃতিক আলো বাতাসের ব্যবস্থা করে তৈরি করে…৫ জীবাণুনাশক এবং ফুটবাথ ব্যবহার করে-…………৬ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)……………………………৯৯	
২১৭	আপনার গবাদিপশু/ পাখিকে প্রতিদিন কী কী খাদ্য দিয়ে থাকেন?	ঘাস ………………………………………………১ খড়…………………………………………………২ ভুষি/কুড়া/ খৈল……………………………………৩ সুষম দানাদার খাদ্য ………………………………৪ সাইলেজ …………………………………………৫ অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন………………………………৯৯	
২১৮	আপনি পশু/ পাখির দানাদার খাবারের গুণগতমান কিভাবে পরীক্ষা করেন?	প্যাকেট বা বস্তার গায়ের নির্দেশনা দেখে …………১ হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে………………………২ দানা ভেঙ্গে পরীক্ষা করে …………………………৩ গন্ধ শুকে/ কালার দেখে……………………………৪ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)……………………………৯৯	
২১৯	প্রকল্প থেকে দানাদার সুষম খাদ্য পেয়েছেন কিনা?	হ্যাঁ…………………………………………………১ না…………………………………………………২	
২২০	হ্যাঁ হলে কতটুকু পরিমান খাদ্য পেয়েছেন?	……………………….. কেজি	
২২১	দানাদার সুষম খাবার বাবদ কোন টাকা দিতে হয়েছে?	হ্যাঁ…………………………………………………১ না…………………………………………………২	
২২২	হ্যাঁ হলে কত টাকা দিতে হয়েছে?	……………………….. টাকা	
২২৩	প্রকল্প থেকে কতদিন পর পর আপনার গবাদিপশু/ পাখিকে সুষম দানাদার খাদ্য দেয়া হয়?	পাক্ষিক……………………………………………১ মাসিক……………………………………………২ ত্রৈমাসিক……………………………………………৩ নিদিষ্ট নয়……………………………………………৪ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)……………………………৯৯	
২২৪	আপনার গবাদিপশু/ পাখির (সুপেয়) পানি কোথা থেকে সরবরাহ করেন?	নলকূপ……………………………………………১ পাইপ লাইনের পানি………………………………২ কুপ ………………………………………………৩ খাল/বিল/ নদী/ডোবা………………………………৪ টিউবওয়েল …………………………………………৫ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ……………………………৯	

৩	গবাদিপশুর খাদ্য, প্রজনন এবং চিকিৎসার বিষয়ে মতামতঃ		
৩০১	আপনার গবাদিপশুকে কী কী ঘাস খাওয়ানো হয়?..... (একাধিক উত্তর গ্রহণযোগ্য)	নেপিয়ার ....১ জাম্বু ঘাস .... ২ পাকচুয়ান ঘাস ....৩ জার্মান ঘাস..৪ পারাঘাস..৫ ভূট্রা ঘাস...৬ মাস কালাই ....৭ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)................................৯৯	
৩০২	আপনার গবাদিপশুকে কী পদ্ধতিতে প্রজনন কাজ সম্পন্ন করা হয়?	প্রাকৃতিক পদ্ধতি.. ১ কৃত্রিম পদ্ধতি...২ উভয় ....৩ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....................................৯৯	
৩০৩	পিজি সদস্য হওয়ার পর আপনার খামারে গবাদিপশুর কোন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ..১ না...২	
৩০৪	হ্যাঁ হলে কী ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছে? (একাধিক উত্তর গ্রহণযোগ্য)	তড়কা/ এন্থ্রক্স..১ খুরারোগ / এফএমডি/ মুখের লালা.......................২ যক্ষ্মা রোগ...৩ পেট ফাপা...৪ ডায়রিয়া...৫ মেসটাইটিস/ ওলান ফোলা................................৬ বি কিউ (বাদলা)..৭ এলএসডি ....৮ নাভী পাকা...৯ বাছুরের ডায়েরিয়া..১০ অন্যান্য চর্মরোগ ....১১ পিপিআর...১২ এনটারো টক্সিমিয়া..১৩ ছাগ বসন্ত...১৪ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)....................................৯৯	
৩০৫	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে আপনি গবাদিপশু স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন কিনা?	হ্যাঁ..১ না...২	
৩০৬	হ্যাঁ হলে স্বাস্থ্যসেবা বাবদ কী কী পেয়েছেন?	ভ্যাকসিন...১ কৃমিনাশক..২ জীবানুনাশক...৩ চিকিৎসা পরামর্শ..৪ অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন..................................৯৯	
৩০৭	আপনি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে বিনামূল্যে ঔষধ ও স্বাস্থ্য সেবা পেয়েছেন কিনা?	হ্যাঁ..১ না...২	
৩০৮	না হলে, স্বাস্থ্য সেবা পেতে কত টাকা দিতে হয়েছে?	..................................টাকা	
৩০৯	প্রকল্প থেকে আপনি গবাদিপশুর কোন ভ্যাকসিন পেয়েছেন কিনা?	হ্যাঁ..১ না...২	
৩১০	ভ্যাকসিন পেয়ে থাকলে কতবার পেয়েছেন?	১ বার...১ ২ বার...২ ৩ বার...৩ ৩ এর অধিক বার..৪	

৩১১	আপনার গবাদিপশুর খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রকল্প থেকে কোন ফ্যাসিলিটেটর (যেমন এলইও/ এলএফএ/এলএসপি) আসে কিনা?	হ্যাঁ...১ না...২	
৩১২	হ্যাঁ হলে আপনার খামারে কতদিন পর পর আসেন?	প্রতিদিন...১ সাপ্তাহিক..২ পাক্ষিক...৩ মাসিক...৪ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).......................................৯৯	
৪	**পোল্ট্রি (মুরগি, হাস, কবুতর, কোয়েল ইত্যাদি) পালন সম্পর্কে মতামত**		
৪০১	আপনার পোল্ট্রি শেডের ধরন কেমন? __নোটঃ__ কাঁচাঃ মেঝে-মাটি; চাল-ছন, খড়, বাঁশ; বেড়া- বাঁশ, মাটি, পাট খড়ি আধা-পাকাঃ মেঝে-পাকা; চাল-টিন; বেড়া- বাঁশ, টিন পাকাঃ মেঝে ও বেড়া-পাকা; চাল-টিন/ পাকা	কাঁচা ....১ আধা-পাকা...২ পাকা...৩ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).......................................৯৯	
৪০২	প্রকল্প থেকে আপনি স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন কিনা?	হ্যাঁ...১ না...২	
৪০৩	হ্যাঁ হলে স্বাস্থ্যসেবা বাবদ কী কী পেয়েছেন?	ভ্যাকসিন...১ কৃমিনাশক...২ জীবানু নাশক...৩ চিকিৎসা পরামর্শ..৪ অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন..................................৯৯	
৪০৪	স্বাস্থ্য সেবা পেতে কোন টাকা দিতে হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ...১ না...২	
৪০৫	হ্যাঁ হলে, কত টাকা দিতে হয়েছে?	..............................টাকা	
৪০৬	আপনার খামার পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রকল্প থেকে কোন ফ্যাসিলিটেটর (যেমন এলইও/ এলএফএ/এলএসপি) আসে কিনা?	হ্যাঁ...১ না...২	
৪০৭	হ্যাঁ হলে আপনার খামারে কতদিন পর পর আসেন?	প্রতিদিন...১ সাপ্তাহিক..২ পাক্ষিক...৩ মাসিক...৪ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)................................৯৯	
৪০৮	ভ্যাকসিন পেয়ে থাকলে কী কী ভ্যাকসিন পেয়েছেন?	BCRDV..১ RDV..২ Gumboro ....৩ FC..৪ FP..৫ DP..৬ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)............................... ৯৯	
৪০৯	আপনি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে বিনামূল্যে পোল্ট্রি ফিড পেয়েছেন কিনা ?	হ্যাঁ...১ না...২	
৪১০	হ্যাঁ হলে কী পরিমান পোল্ট্রি ফিড পেয়েছেন?	..................................কেজি	

৫	**প্রাণিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ এবং প্রণোদনা সম্পর্কে মতামত**		
৫০১	আপনার খামারে কি ধরনের পণ্য উৎপাদিত হয়?	দুধ...১ মাংস...২ ডিম...৩ বাছুর...৪ হাঁস...৫ মুরগি...৬ কোয়েল..৭ বাচ্চা..৮ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)..................................৯৯	
৫০২	আপনার খামারে উৎপাদিত পণ্য কোথায় বাজারজাতকরণ করে থাকেন?	স্থানীয় বাজারে ....১ ফরিয়ার নিকট ....২ প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত সেন্টারে..........................৩ আড়তে ....৪ অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)..................................৯৯	
৫০৩	আপনার খামারে উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য প্রকল্প থেকে কোন সহায়তা প্রদান করা হয় কিনা?	হ্যাঁ...১ না..২	
৫০৪	হ্যাঁ হলে কী ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়?	....	
৫০৫	প্রকল্পের (EAP) থেকে কোভিড-১৯ সময় আপনি কোন প্রণোদনা পেয়েছেন কিনা?	হ্যাঁ...১ না..২	
৫০৬	হ্যাঁ হলে প্রকল্প থেকে কত টাকা প্রণোদনা পেয়েছেন?	.... টাকা	
৫০৭	উক্ত প্রণোদনার অর্থ কী কাজে বা কোন খাতে ব্যবহার করেছেন?		
৬	**প্রকল্পের বিষয়ে সার্বিক মতামত**		
৬০১	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের দুর্বলদিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।	....	
৬০২	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প আরোও প্রসারিত এবং ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে আপনার মতামত দিন।	....	
৬০৩	আপনি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প থেকে আর কী কী সেবা প্রত্যাশা করেন?	....	

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীঃ

প্রশ্নটি পুনরায় পরীক্ষা করুন। কোন প্রশ্নের উত্তর বাদ গিয়ে থাকলে উত্তরদাতাকে আবারও গিয়ে জিজ্ঞাসা করুণ এবং উত্তরসমূহ সটিকভাবে এসেছে কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হোন। পরিশেষে সাক্ষাৎকার গ্রহণে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য উত্তরদাতাকে আবারও ধন্যবাদ জানান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের (এলডিডিপি) নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য

পিডি-ডিপিডি/ প্রকল্প পরামর্শক(পিএমউ)/ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তাদের সাথে নিবিড় আলোচনার (KII) গাইডলাইন

উত্তর দাতার নাম: মোবাইল নং:

পদবি: ঠিকানাঃ

(উত্তর যাহার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১. এই প্রকল্পে আপনার কর্তব্য/ ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন ।

২. প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এবং প্রকল্প ডিজাইনে/ পরিকল্পনায় কোন ত্রুটি ছিল কিনা? এ ব্যাপারে আপনার মতামত দিন?

৩. প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অন্য কোন সংস্থা থেকে প্রশিক্ষক/ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয় কিনা? এই প্রকল্পের আওতায় PG সদস্যদের কত দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রশিক্ষণকালীন কী কী সুবিধা প্রদান করা হয়?

৪. প্রকল্পের আওতায় খামারিদের কোন পশুখাদ্য/ পোল্ট্রি খাদ্য সরবরাহ করা হয় কিনা? হলে কী ধরনের খাদ্য এবং কতটুকু পরিমাণে দেওয়া হয়?

৫. প্রকল্পের আওতায় গবাদিপশু পাখির খাদ্য, ভ্যাকসিন, মেডিসিন ইত্যাদি বিতরণ কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে কিভাবে মনিটরিং/ নিশ্চিত করে থাকেন? মাঠ পর্যায়ের জনবলের দায়িত্ব পালনের বিষয় কিভাবে মনিটরিং / নিশ্চিত করে থাকেন?

৬. নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন এবং মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নতকরণে প্রকল্পের আওতায় কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে?

৭. অনাকাঙ্ক্ষিত/ দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে এই প্রকল্পের কী ধরনের সংস্থান/ সক্ষমতা রয়েছে?

৮. প্রাণিজাতপণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে মার্কেট লিংকেজ ও ভেলু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রকল্প কর্তৃক কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

৯. প্রকল্পের Procurement কার্যক্রমে কোন সমস্যা/ জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল কিনা? কোন প্যাকেজ বিভাজন করতে হয়েছে কিনা? এ ব্যাপারে মতামত দিন।

১০. প্রকল্পের (EAP) থেকে কোভিড-১৯ এর সময় প্রণোদনা প্রদানের জন্য প্রকৃত খামারি নির্বাচনের শর্ত সমূহ সম্পর্কে বলুন? প্রণোদনার অর্থ সঠিক খাতে ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ব্যাপারে প্রকল্প কর্তৃক কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল?

১১. প্রকল্পের অডিট নিয়মিত হয়েছে/ হচ্ছে কিনা? কোন সংস্থা কর্তৃক করা হয়েছে, কোন অডিট আপত্তি/ অবজারভেশন আছে কিনা? থাকলে তা নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা বিস্তারিত বলুন।

১২. প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ার মূল কারণ কী? অবশিষ্ট সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে কিনা ? না হলে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এ বিষয়ে আলোকপাত করুন।

১৩. প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বল দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকি সম্পর্কে আপনার কর্মপরিধির আওতাভুক্ত অংশে বিশেষভাবে আলোকপাত করুন।

১৪. অন্য কোন মন্তব্য বা মতামত থাকলে বলুন।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর মোবাইল নম্বরঃ

তারিখঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য

জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (DLO/ ULO/ LEO/ VS), লাইভ স্টক সার্ভিস প্রোভাইডার)/ প্রশিক্ষক এর সাথে নিবিড় আলোচনার (KII) গাইডলাইন

উত্তর দাতার নাম: মোবাইল নং:
পদবি: প্রতিষ্ঠানের নামঃ
ঠিকানাঃ

১. এই প্রকল্পে আপনার দায়িত্ব/ ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন।

২. এই প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণকালীন উপকারভোগীদের কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়? প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়েছে/ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৩. এই প্রকল্পের আওতায় PG সদস্যদেরকে যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত কিনা? প্রশিক্ষণকালীন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা?

৪. প্রশিক্ষণ এর ফলাফল মাঠপর্যায়ে ফলোআপ করা হচ্ছে কিনা? হলে কিভাবে ফলোআপ করা হচ্ছে এ ব্যাপারে মতামত দিন?

৫. প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান মাঠপর্যায়ে কতটুকু কাজে লাগাচ্ছে / প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে কতটা ভূমিকা রাখছে বলে আপনি মনে করেন?

৬. EAP এর আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত খামারিদের প্রণোদনা প্রদানের ফলে কী কী সুবিধা হয়েছে? খামারিগণ প্রণোদনার অর্থ সঠিক কাজে ব্যবহার করেছেন কিনা এবং বর্তমানে তারা পশু পাখি পালন করছে কিনা? এ ব্যাপারে মতামত দিন।

৭. প্রকল্প থেকে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক সরবরাহের ফলে কী কী সুবিধা বা অসুবিধা হয়েছে? এর মাধ্যমে গবাদিপশুর যে ধরনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় তা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত কিনা এ ব্যাপারে মতামত দিন?

৮. প্রকল্পের আওতায় ম্যাচিং গ্রান্ট কার্যক্রম কী পদ্ধতিতে হচ্ছে এবং এর ফলে খামারিগণ উপকৃত হচ্ছে/হবে কিনা এবং প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে/রাখবে বলে মনে করেন কিনা?

৯. প্রকল্পের আওতায় খামারিদের কোন পশুখাদ্য/ পোল্ট্রি খাদ্য সরবরাহ করা হয় কিনা? হলে কী ধরনের খাদ্য এবং কতটুকু পরিমাণে দেওয়া হয়?

১০. পিজি সদস্য কর্তৃক সঞ্চয় জমা এবং জমাকৃত সঞ্চয়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে করণীয় সম্পর্কে আপনার মতামত দিন?

১১. খামারে উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণে প্রকল্প কর্তৃক গৃহিত কার্যাবলী সর্ম্পকে বলুন।

১২. প্রকল্পের অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

১৩. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন (এলডিডিপি) প্রকল্পের সবলদিক, দুর্বলদিক ও ঝুঁকি সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর
তারিখঃ
মোবাইল নম্বরঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের (এলডিডিপি) নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য

জন প্রতিনিধি / স্থানীয় প্রশাসন/ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/ এনজিও কর্মীর সাথে নিবিড় আলোচনার (KII) গাইডলাইন

উত্তর দাতার নাম: মোবাইল নং:

পদবি: ঠিকানাঃ

১. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) সম্পর্কে কিছু বলুন।

২. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে এলাকায় কী ধরনের পরিবর্তন আসছে বলে আপনি মনে করেন?

৩. এই প্রকল্পের ফলে উন্নয়নের প্রভাব পড়েছে কি-না। আর্থিক সক্ষমতা ও টেকসই পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের ভূমিকা সম্পর্কে বলুন?

৪. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) কর্তৃপক্ষের সাথে ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে স্থানীয়/ সাধারণ জনগণের কোন ধরনের যোগাযোগ, কুশলাদি বিনিময় বা বিরোধ ঘটেছে কিনা? এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

৫. এই প্রকল্পের আওতায় আপনার এলাকার খামারিগণ সমিতির সদস্য হতে পেরেছে কিনা? সদস্য হয়ে থাকলে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে কিনা বা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে কিনা? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

৬. প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী খামারিদের প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে কোন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় কিনা? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

৭. এই প্রকল্পের আওতায় খামারিগণ গবাদিপশুর স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করছে কিনা? প্রকল্প থেকে কী ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

৮. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকায় প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উৎপাদনে কী ধরনের প্রভাব পড়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৯. উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানের সহিত খামার সংযোগ স্থাপনে প্রকল্পের কোন ভূমিকা রয়েছে কিনা

১০. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের সবলদিক ও দুর্বলদিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর

তারিখঃ

মোবাইল নম্বরঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের (এলডিডিপি)
নিবিড় পরিবীক্ষণ

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে নিবিড় আলোচনার (KII) গাইডলাইন

উত্তর দাতার নাম: মোবাইল নং:
পদবি:
ঠিকানাঃ

১ নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য ঠিকাদার প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং যথাযথ টিম গঠন করেছে কিনা?

২. অবকাঠামো নির্মাণে ডিজাইন যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে/ হচ্ছে কিনা? না হয়ে থাকলে এর কারণ কী?

৩. অবকাঠামো নির্মাণের ব্যবহৃত মালামালের গুণগতমান বজায়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা হয়েছে/ হচ্ছে কিনা?

৪. প্রকল্পের ডিজাইন যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছিল কিনা? না হয়ে থাকলে কী কী সমস্যা প্রতীয়মান হয়েছে এবং ত্রুটিগুলো সংশোধন করা হয়েছে কিনা?

৫. অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে বা বিল প্রদানে কোন বিলম্বের/ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে/ হয়েছে কিনা? প্রকল্পের অগ্রগতি কম থাকার কারণ কী?

৬. সুপারভিশন যথাযথভাবে করা হচ্ছে / হয়েছে কিনা? প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত সাইট ভিজিট করা হয় কিনা?

৭. নির্মাণ কাজে বিএনবিসি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা। যদি না হয়ে থাকে তবে তার কারণ কী?

৮. প্রকল্পে নিয়োজিত ঠিকাদারের প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন প্রকার জটিলতার সম্মুখীন/ সৃষ্টি করেছে কিনা? হয়ে থাকলে তা সমাধান হয়েছে কিনা?

৯. প্রকল্প বাস্তবায়নে ঠিকাদারের কোন কর্ম পরিকল্পনা (GANTT Chart, WBS/ CPM) রয়েছে কিনা এবং তা অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা?

১০. প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির মধ্যে গ্যাপ রয়েছে কিনা? নির্ধারিত মেয়াদে অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে/ হবে কিনা?

১১. সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা প্রকল্পটির অবকাঠামো পরিদর্শন করেছেন কিনা? কোন বিরুপ মন্তব্য বা সুপারিশ আছে কিনা?

১২. প্রানিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের সবলদিক ও দুর্বলদিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ
তারিখঃ
মোবাইল নম্বরঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদনকারী সমিতি (প্রডিউসার গ্রুপ) এবং অন্যান্য উপকারভোগী এর সাথে FGD Guideline

অংশগ্রহণকারীদের নাম	অংশগ্রহণকারীদের পেশা	অংশগ্রহণকারীদের ঠিকানা	অংশগ্রহণকারীদের মোবাইল নং
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			
৭.			
৮.			
৯.			
১০.			

১. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) সম্পর্কে আপনারা কী জানেন বলুন।

২. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) বাস্তবায়নের ফলে আপনাদের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উৎপাদনে কোন প্রভাব পড়েছে কিনা এবং আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলে আপনারা মনে করেন কিনা?

৩. এই প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল কিনা এবং পর্যাপ্ত ফ্যাসিলিটিজ এর ব্যবস্থা ছিল কিনা? এ সম্পর্কে কিছু বলুন। এই প্রকল্প থেকে আপনারা কী কী উপকরণাদি পেয়েছেন?

৪. এই প্রকল্পের মাধ্যমে লাইভস্টক এফএফএস প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আপনারা কী জানেন? কতদিন পর পর কৃষক/ খামারিদের জন্য লাইভস্টক এফএফএস প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়?

৫. আপনারা (পিজি সদস্যগণ) নিয়মিত সঞ্চয় প্রদানে উৎসাহী কিনা? পরবর্তীতে সঞ্চয় এর টাকা ব্যবহারের বিষয়ে আপনাদের পরিকল্পনা কী?

৬. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) থেকে খামারিদের আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের ফলে কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে বলে আপনারা মনে করেন। যন্ত্রপাতি নিয়মিত ব্যবহার করছেন কিনা বা সচল আছে কিনা?

৭. এই প্রকল্পের আওতায় গবাদিপশুর কী ধরনের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে? সেবা প্রদানে ডাক্তার বা সেবা প্রদানকারি কর্মী নিয়মিত খামার পরিদর্শন করেন কিনা এবং প্রকল্প থেকে পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন বা মেডিসিন সরবরাহ করছে কিনা? এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

৮. এই প্রকল্পের আওতায় খামারিদের জন্য গবাদিপশু-পাখি পরিচর্যা সংক্রান্ত বুকলেট/ নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয়েছে কিনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে খামারিদের প্রাণিসম্পদ পরিচর্যা সহজ এবং টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করা হচ্ছে কিনা?

৯. সুস্থ এবং স্বাস্থ্যবান গবাদিপশু গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই প্রকল্পের ভূমিকা কতটুকু রয়েছে বলে আপনারা মনে করেন?

১০. এই প্রকল্পের থেকে টেকসই পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ?

১১. আপনারা করোনাকালীন কোন প্রণোদনা পেয়েছেন কি না? কত টাকা পেয়েছেন এবং সেটা কোন কাজে ব্যবহার করেছেন?

১২. প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের সবলদিক ও দুর্বলদিক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

১৩ অন্য কোন মন্তব্য থাকলে বলুন।

তথ্য সংগ্রহকারী/ রেপোর্টিয়ারের নাম ও স্বাক্ষর তারিখঃ

মোবাইল নম্বরঃ

ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট

প্রতিটি প্যাকেজের (পণ্য, সেবা এবং কার্য) জন্য আলাদা আলাদা চেকলিস্ট ব্যবহার করা হবে

ক্রঃ নংঃ	বিষয়	উত্তর/ মন্তব্য লিখুন	
১	লট/ প্যাকেজ এর নাম/ নং		
২	অনুসৃত ক্রয় পদ্ধতি		
৩	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ		
৪	ক্রয় প্রক্রিয়ার ধরন	(১) অন-লাইন	(২) অফ-লাইন
৫	দরপত্র প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কি?	হ্যাঁ	
		না	
৬	বিনির্দেশনা প্রস্তুতকরণে পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছিল কি?	হ্যাঁ	
		না	
৭	ডিপিপিতে নির্দেশিত ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন		
৮	দরপত্র প্রকাশের মাধ্যম (জাতীয়/ আন্তর্জাতিক) **(বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকার নাম)**	১। পত্রিকার নামঃ (বাংলা)..................তারিখ............ ২। পত্রিকার নামঃ (ইংরেজি)..............তারিখ............	
৯	দরপত্র CPTU এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ হয়েছিল কি?	হ্যাঁ	না
১০	দরপত্র বিক্রয় শুরু এবং শেষের তারিখ	শুরু ....তারিখ শেষ.....................তারিখ	
১১	বিক্রয়কৃত দরপত্রের সংখ্যা	...............টি	
১২	প্রাপ্ত দরপত্রের সংখ্যা	...............টি	
১৩	টিওসি তৈরির তারিখ		
১৪	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	তারিখঃ	সময়ঃ
১৫	দরপত্র খোলার সময় উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	...............জন	
১৬	টিওসি কমিটির সকল সদস্য – এর স্বাক্ষর আছে কিনা?		
১৭	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার তারিখ	.....................তারিখ	
১৮	মূল্যায়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	.........জন	বহিঃ সদস্য সংখ্যা ....জন
১৯	উপস্থিত সদস্য সংখ্যা	.........জন	বহিঃ সদস্য সংখ্যা ....জন
২০	দরপত্রের জামানত নির্দেশনা অনুযায়ী জমা হয়েছিল কী?	হ্যাঁ	না
২১	রেসপন্সিভ দরপত্রের সংখ্যা	.........টি	
২২	মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের তারিখ		
২৩	দরপত্র অনুমোদনকারীর পদবী		
২৪	Notification of Award (NoA) প্রদানের তারিখ	.....................তারিখ	
২৫	প্রাক্কলিত ব্যয় (ডিপিপি/ আরডিপিপি)	.... টাকা	
২৬	চুক্তি মূল্য	.... টাকা	
২৭	কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম		
২৮	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ		
২৯	কার্যাদেশ/চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ		
৩০	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ		
৩১	সরবরাহকৃত পণ্য/ মালামালের ওয়ারেন্টি ছিল কিনা?	হ্যাঁ	না
৩২	ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮-এর কোন ব্যত্যয় হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ	না
৩৩	দরপত্রটির ব্যাপারে কোন অভিযোগ হয়েছিল কিনা?	হ্যাঁ	না
৩৪	ক্রয় সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষিত আছে কিনা?	হ্যাঁ	না
৩৫	ক্রয়কৃত মালামাল রিসিভ পদ্ধতি		
৩৬	ক্রয় সংক্রান্ত কোন প্রকার অডিট হয়েছে কিনা?	হ্যাঁ	না
৩৭	হ্যাঁ হলে অডিট আপত্তি ছিল কিনা?	হ্যাঁ	না
৩৮	অডিট আপত্তি থাকলে কতটি আপত্তি ছিল এবং কতটি নিষ্পন্ন হয়েছে?	আপত্তির সংখ্যা............... টি নিষ্পন্ন সংখ্যা.............. টি	
৩৯	অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন না হয়ে থাকলে তার কারণ?	১।	
		২।	
		৩।	

ভবন নির্মাণ কাজের পরিবীক্ষণ চেকলিস্ট/ পরিবীক্ষণ ছক				
	সূচক	হ্যাঁ	না	মন্তব্য
ক)	জরিপ, মাটি তদন্ত, ড্রইং, এস্টিমেট ইত্যাদি কার্যক্রমে বাংলাদেশের মানদণ্ড/ কোড প্র্যাকটিস অনুসরণ সম্পর্কিত তথ্য পর্যালোচনা করণ।			
১	বাংলাদেশের জাতীয় বিল্ডিং কোড (BNBC) অনুসরণ করে বিল্ডিংটি ডিজাইন করা হয়েছে কি না?			
২	বিল্ডিং এর নকশায় সঠিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা?			
৩	প্রকল্পের এস্টিমেট প্রস্তুতির সময় স্ট্যান্ডার্ড রেট শিডিউল ও সফট্ওয়্যার অনুসরণ করা হয়েছে কিনা?			
৪	প্রকল্পের ড্রইং উপাদান অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রস্তুত কিনা ?			
৫	বিল্ডিং নকশায় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা?			
৬	বিল্ডিং ডিজাইনের জন্য কনসালটেন্ট STAAD-PRO, ETABS ইত্যাদি ডিজাইন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে কি না?			
খ)	মূল পরিকল্পনা, ডিজাইন, ড্রইং এবং স্পেসিফিকেশনের বিষয়ে বিভিন্ন কাঠামোর বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা করণ।			
১	প্রকল্পের ড্রইং নির্দেশনা অনুসারে বিল্ডিং এর লেআউট স্থাপন করা হয়েছে কি না?			
২	ঠিকাদার মানসম্মত কাজের জন্য মিক্সিং মেশিন/ ভাইব্রেটর/ সিলিন্ডার/ স্লাম কুন/ কম্প্যাকশন সরঞ্জাম/ স্ক্রিন/ পরিমাপের সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করেছে কিনা?			
৩	ফিজিক্যাল কাজ শুরু করার আগে কন্সট্রাকশন উপাদান (নির্মাণ সামগ্রী) কনসালটেন্ট দ্বারা অনুমোদিত কি না?			
৫	বীম/কলাম/ স্লাব/ব্রিক ওয়াল ইত্যাদিতে কোনো ফাঁটল পরিলক্ষিত হয়েছে কি না?			
৬	ডিজাইন/ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্লাস্টারের ফিনিশিং গুণগতমানের কিনা?			
৭	ফিনিশিং পেইন্টিং পৃষ্ঠ, লেভেল ও ব্রুশ মার্কস ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে কিনা?			
৮	স্পেসিফিকেশন অনুসারে দরজা, শাটার, জানালার গ্রিল ইত্যাদি ফিক্সিং কিনা?			
৯	ড্রইং এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বৈদ্যুতিক তার, ফিটিং, ফিক্সিং কিনা?			
১০	ড্রইং অনুযায়ী পানি সরবরাহ এবং স্যানিটারি ফিটিং এবং ফিক্সিং কিনা?			
গ)	এই প্রজেক্টে কার্যকর গুণগতমান নিশ্চিতকরণ (QA) এবং কোয়ালিটি কন্ট্রোল (QC) এর লক্ষ্য অর্জনকারী পরামর্শদাতা দ্বারা পরিচালিত সুপারভিশন পরিষেবা গুলির গুণগতমান			
১	কনসালটেন্ট QAP অনুসরণ করেছে কিনা এবং তত্ত্বাবধানের মান সন্তোষজনক কি না?			
৩	নির্মাণ সামগ্রী সময়মত পরীক্ষা/ টেস্ট করা হয়েছিল কিনা? ফলাফল সন্তোষজনক কিনা?			
৬	সাইট অর্ডার বই এবং দৈনিক উপাদান রেকর্ড ইত্যাদি ব্যবহার করেছিল কিনা?			
৯	ঠিকাদার প্রকল্পের কাজে সময়সূচী অনুসরণ করেছিল কিনা?			
১০	পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের (প্রাতিষ্ঠানিক) অগ্রগতি কি?			
ঘ)	ঠিকাদার কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণকারী, রাস্তা ব্যবহারকারী এবং প্রতিবেশিদের ঝুঁকি/ হুমকিকে কমিয়ে রাখার জন্য ঠিকাদার পরিচালিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা			
১	নিরাপত্তা পরিমাপ/ প্রযুক্তিগত উল্লেখ করা হয়েছে কিনা? তারা কি যথেষ্ট কিনা?			
২	ঠিকাদার নিরাপত্তা সরঞ্জাম (গামবোট, হেলমেট, গ্লাভস, ইত্যাদি) ব্যবহার করেছিল কিনা ?			
৩	নির্মাণকালে সাইনবোর্ড ব্যবহার করেছিলেন (সতর্কতা চিহ্ন, সাবধানতা চিহ্ন)কিনা?			
৫	শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয় সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল কিনা এবং নিরাপত্তা সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছিল কিনা ?			
ঙ)	ল্যাব টেস্ট/ ফিল্ড টেস্ট (প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে)			
১	কলাম, বীম, স্লাব ইত্যাদির জন্য হ্যামার টেস্ট			
২	অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীর টেস্ট			

প্রণয়নে

MR Consultants এম আর কন্সালট্যান্টস্

৬৬৯/১২ (৫ম তলা), জাহাবক্সলেন, গাবতলা, হাতিরঝিল, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোনঃ +৮৮-০১৯৪৭৭১২৪৬২; +৮৮-০১৭১৬৪৭৬৯৩৮